পণ্ডিতমশাই

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
প্রণীত।
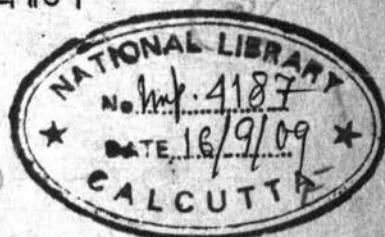
রায় এম, সি, সরকার বাহাদুর এণ্ড সন্স
৭৫।১।১নং হ্যারিসন রোড,
কলিকাতা।

১৩২১

মূল্য এক টাকা চারি আনা মাত্র।

প্রকাশক

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সরকার

৭৫।১।১ হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

কুন্তলীন প্রেস,

৬১নং বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা;

শ্রীপূর্ণচন্দ্র দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

প্রকাশকের নিবেদন।

এই বৃহৎ উপন্যাসটী "ভারতবর্ষে" প্রকাশিত হইয়াছিল, এখন পুস্তকাকারে মুদ্রিত করা গেল। অল্প সময়ের মধ্যে ছাপিতে হইয়াছে, সেই জন্য ছাপার ও অন্যান্য ভুল আছে, তজ্জন্য আমি দায়ী।

প্রকাশক।

দশম পরিচ্ছেদ (৭৮) – আকাঙ্খিত 'ছোটলোকদের'
প্রতি শিক্ষা বিস্তার।

পণ্ডিত মশাই।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

কুঞ্জ বোষ্টমের ছোট বোন্ কুসুমের বাল্য-ইতিহাসটা এতই বিশ্রী যে, এখন সে সব কথা স্মরণ করিলেও, সে লজ্জায় দুঃখে মাটীর সহিত মিশিয়া যাইতে থাকে। যখন সে দু'বছরের শিশু তখন বাপ মরে, মা ভিক্ষা করিয়া ছেলে ও মেয়েটিকে প্রতিপালন করে। যখন পাঁচ বছরের, তখন, মেয়েটিকে সুশ্রী দেখিয়া, বাড়লগ্রামের অবস্থাপন্ন গৌরদাস অধিকারী, তাহার পুত্র বৃন্দাবনের সহিত বিবাহ দেয়; কিন্তু, বিবাহের অনতিকাল পরেই কুসুমের বিধবা-মায়ের দুর্নাম উঠে; তাহাতে গৌরদাস কুসুমকে পরিত্যাগ করিয়া ছেলের পুনর্ব্বার বিবাহ দেয়।

কুসুমের মা, দুঃখী হইলেও, অত্যন্ত গর্ব্বিতা ছিল। সেও, রাগ করিয়া কন্যাকে স্থানান্তরে লইয়া গিয়া, সেই মাসেই আর একজন আসল বৈরাগীর সহিত কন্যার কণ্ঠী-বদল ক্রিয়া সম্পন্ন করে; কিন্তু ছয় মাসের মধ্যেই এই আসল বৈরাগীটী নিত্যধামে গমন করেন। তবে ইনি কে, কোন গ্রামে বাড়ী, তাহা, একা কুসুমের মা ছাড়া, আর কেহই জানিত না; কুঞ্জও না। তাহার মা, কাহাকেও সঙ্গে

লইয়া যায় নাই। কণ্ঠী-বদল ব্যাপারটা সত্য, কিংবা শুধুই রটনা, তাহাও কেহ নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারিত না। এত কাণ্ড কুসুমের সাত বৎসর বয়সেই শেষ হইয়া যায়! সেই অবধি কুসুম বিধবা। সংক্ষেপে এই তাহার বাল্য-ইতিহাস। এখন সে ষোল বৎসরের যুবতী,—তাহার দেহে রূপ ধরে না। তেমনই গুণ, তেমনই কর্ম্মপটুতা, আবার লেখা-পড়াও জানে। খুব বড়লোকের ঘরেও বোধ করি তাহাকে বে-মানান্ দেখাইত না।

এদিকে বৃন্দাবনের বাপ মরিয়াছে, দ্বিতীয় স্ত্রী মরিয়াছে; তাহার বয়সও পঁচিশ ছাব্বিশের অধিক নয়। এখন সে কুসুমকে ফিরিয়া গ্রহণ করিতে চাহে। সে কুঞ্জকে পঞ্চাশ টাকা নগদ, পাঁচ জোড়া ধুতি চাদর, এবং কুসুমকে পাঁচ ভরি সোণা, ও একশ' ভরি রূপার অলঙ্কার, দিতে স্বীকৃত। দুঃখী কুঞ্জনাথ লোভে পড়িয়াছে। তাহার বড় ইচ্ছা কুসুম সম্মত হয়; কিন্তু কুসুম সে কথা কাণেও তোলে না। কেন তাহা বলিতেছি;—ইহাদের বাপ-মা নাই। ভাই-বোন্ যে দু'খানি ক্ষুদ্র কুটীরে বাস করে, তাহা গ্রামের ব্রাহ্মণপাড়ার ভিতরেই। শিশুকাল হইতেই কুসুম ব্রাহ্মণ-কন্যাদের সঙ্গেই বাড়িয়া উঠিয়াছে, একত্র প্যারীপণ্ডিতের পাঠশালে লিখিয়াছে, খেলাধূলা করিয়াছে; আজিও তাহারাই তাহার সঙ্গী-সাথী। তাই, এই সব প্রসঙ্গেও, তাহার সর্ব্বাঙ্গ ঘৃণায় লজ্জায় শিহরিয়া উঠে। ম্যালেরিয়া এবং ওলাউঠা-প্রপীড়িত বঙ্গদেশে বিধবা হইতে বিলম্ব হয় না। তাহার বাল্য-সখীদের অনেকেই, তাহার মত হাতের নোয়া ও সিঁথীর সিন্দূর ঘুচাইয়া, আবার জন্মস্থানে ফিরিয়া আসিয়াছে; ইহারা কেহ তাহার মকর গঙ্গাজল, কেহ সই মহাপ্রসাদ।

ছি, ছি, দাদার কথায় সম্মত হইলে, এ কালামুখ কি ইহজন্মে আর এ গ্রামে সে দেখাইতে পারিবে!

কুঞ্জ কহিল, "দিদি, রাজী হ'। ধর্‌তে গেলে বৃন্দাবনই তোর্ আসল বর।"

কুসুম অত্যন্ত রাগিয়া জবাব দিল, "আসল নকল বুঝিনে দাদা; শুধু বুঝি আমি বিধবা। কেন? একি কুকুর-বেড়াল পেয়েছ, যে, যা-ইচ্ছে হবে তাই করবে! এই বিয়ে, এই কণ্ঠী-বদল; আবার বিয়ে, আবার কণ্ঠী-বদল, যাও, ওসব কথা আমার সুমুখে তুল'না। বাড়লের উনি আমার কেউ নয়; আমার স্বামী ম'রেছে, আমি বিধবা।"

নিরীহ কুঞ্জ আর কথা কহিতে পারে না। তাহার এই শিক্ষিতা তেজস্বিনী ভগিনীটির সুমুখে, সে কেমন যেন থতমত খাইয়া যায়। তথাপি, সে ভাবে আর এক রকম করিয়া। সে বড় দুঃখী; এই দু'খানি কুটীর, এবং তৎসংলগ্ন অতি ক্ষুদ্র একখানি আম-কাঁঠালের বাগান, ছাড়া আর তাহার কিছুই নাই! অতএব, নগদ এতগুলি টাকা এবং এত জোড়া ধুতি চাদর, তাহার কাছে সোজা ব্যাপার নহে। তবুও, এই প্রলোভন ছাড়াও, সে তাহার একমাত্র স্নেহের সামগ্রীকে এই ভাল জায়গাটিতে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া, তাহাকে সুখী দেখিয়া, নিজেও সুখী হইতে চাহে।

কণ্ঠী-বদল তাহাদের সমাজে 'চল্' আছে, তাহাই তাহার মা, ও কাজ করিয়া গিয়াছিল; কিন্তু, সে যখন মরিয়াছে এবং বৃন্দাবন, কুসুমের স্বামী, যখন এত সাধাসাধি করিতেছে, তখন, কেন যে কুসুম এত বড় সুযোগের প্রতি দৃক্‌পাত করিতেছে না, তাহা সে কোন মতেই ভাবিয়া পায় না!

শুধু, সমাজের ফৌজদার ও ছড়িদারের মত লইয়া, কিছু মালসা-ভোগ দেওয়া। ব্যয়ভার সমস্তই বৃন্দাবন বহিবে; তারপর, এই দুঃখ-কষ্টের সংসার ছাড়িয়া, একেবারে রাজরাণী হইয়া বসিবে। কুসুম কি বোকা! আহা, সে যদি কুসুম হইতে পারিত! এমনই করিয়া কুঞ্জ প্রতিদিনই চিন্তা করে।

কুঞ্জ ফেরিওয়ালার ব্যবসা করে। একটি বড় ধামায় ঘুন্‌সি, মালা, চিরুণী, কৌটা, সিন্দূর, তেলের মসলা, শিশুদের জন্য ছোট বড় পুতুল প্রভৃতি পণ্যদ্রব্য, এবং কুসুমের হাতের নানাবিধ স্থচের কারু-কার্য্য, ইত্যাদি মাথায় লইয়া পাঁচসাতটা গ্রামের মধ্যে ফেরি করিয়া বেড়ায়। সমস্ত দিন বিক্রয় করিয়া যাহা পায়, দিনান্তে সেই পয়সাগুলি বোন্‌টির হাতে আনিয়া দেয়। ইহা দ্বারা কেমন করিয়া কুসুম, মূলধন বজায় রাখিয়া যে স্থচারুরূপে সংসার চালাইয়া দেয়, ইহা সে বুঝিতেও পারে না;—পারিবার চেষ্টাও করে না।

আজ সকালে সে ঘুরিতে ঘুরিতে বাড়লে গিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। পথে বৃন্দাবনের সহিত দেখা; সে মাঠে কাজে যাইতেছিল, আর গেল না। স্বজাতি এবং কুটুম্বকে মহাসমাদরে বাড়ীতে ধরিয়া আনিল; হাত-পা ধুইতে জল দিল, এবং তামাক সাজিয়া আনিয়া খাতির করিল। দ্বি-প্রহরে, তাহার মা, নানাবিধ ব্যঞ্জনের দ্বারা, কুঞ্জকে পরিতোষ করিয়া আহার করাইলেন, এবং এত রৌদ্রে কিছুতেই ছাড়িয়া দিলেন না।

সন্ধ্যার পর কুঞ্জ ঘরে ফিরিয়া, হাত পা ধুইয়া, মুড়িমুড়্‌কি চিবাইতে চিবাইতে, সেই সব কাহিনী ভগিনীর কাছে বিবৃত করিয়া,

শেষ কহিল,—"হাঁ, একটা গেরস্থ বটে। বাগান পুকুর, চাষবাস, কোন জিনিসটির অভাব নেই ;—মা লক্ষ্মী যেন উথ্‌লে পড়্‌ছেন !"

কুসুম চুপ করিয়া শুনিতেছিল, কথা কহিল না।

কুঞ্জ ইহাকে সুলক্ষণ মনে করিয়া, বৃন্দাবনের মা কি রাঁধিয়াছিলেন, এবং কিরূপ যত্ন করিয়াছিলেন, তাহার সবিশেষ পরিচয় দিয়া কহিল,—খাইয়ে দাইয়েই কি ছেড়ে দিতে চায়! বলে, এত রদ্দুরে বেরুলে মাথা ধরে অসুখ করবে।"

কুসুম দাদার মুখের দিকে চাহিয়া, একটুখানি হাসিয়া, কহিল, "তা'হলে, দাদা বুঝি সারাদিন এই কর্ম্মই করেছ? খেয়েচ আর ঘুমিয়েছ?"

তাহার দাদাও সহাস্যে জবাব দিল, "কি করি বল বোন্! ছেড়ে না দিলেও তো আর জোর করে আস্‌তে পারিনে?"

কুসুম কহিল, "তা'হলে ও গাঁয়ে আর কোনো দিন যেওনা।"

কুঞ্জ কথাটা ঠিক বুঝিতে পারিল না; জিজ্ঞাসা করিল, "যাবনা?—কেন?"

"পথে দেখা হ'লেই ত ধরে নিয়ে যাবে? তারা বড়লোক তাদের ক্ষতি নেই; কিন্তু, আমাদের তা'হলে ত চলবে না দাদা।"

ভগিনীর কথায় কুঞ্জ ক্ষুণ্ণ হইল।

কুসুম তাহা বুঝিতে পারিয়া, হাসিয়া বলিল, "সে কথা বলিনি দাদা, সে কথা বলিনি; দু'একদিনে আর কি লোকসান্ হবে! তা নয়; তবে তারা বড় মানুষ, আমরা দুঃখী; কাজ কি দাদা তাদের সঙ্গে বেশী মেশামিশি ক'রে?"

কুঞ্জ জবাব দিল—"আমি তাদের ঘরে তো যেচে যাইনি, কুসুম!"

"তা যাওনি বটে; তবু ডেকে নিয়ে গেলেই বা যাবার দরকার কি দাদা?"

"তুই যে এই বামুন-মেয়েদের সঙ্গে মেলা মেশা করিস্, তারাও ত সব বড়লোক, তবে যাস কেন?"

কুসুম দাদার মনের ভাব বুঝিয়া, হাসিতে লাগিল। বলিল, "তাদের সঙ্গে ছেলে বেলা থেকেই খেলা করি; তা ছাড়া তারা আমাদের জাতও নয়, সমাজও নয়। এখানে আমাদের লজ্জা নেই; কিন্তু ওদের কথা আলাদা।"

কুঞ্জ খানিকক্ষণ চুপ করিয়া বলিল, "সেখানেও লজ্জা নেই। মা লক্ষ্মী তাঁদের দয়া করেছেন, দু'পয়সা আছে সত্য; কিন্তু এতটুকু দেমাক্ অহঙ্কার নেই—সবাই যেন মাটীর মানুষ। বৃন্দাবনের মা আমার হাত দুটী ধরে' যেমন করে—"

কথাটা শেষ হইল না, মাঝখানেই কুসুম বিরক্ত ও ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিল—"আবার সেই সব পুরোনো কথা উঠ্‌ল! মায়ের নামে ওরা যে এত বড় কলঙ্ক তুলেছিল, দাদা বুঝি ভুলে বসে' আছ!"

কুঞ্জ প্রতিবাদ করিয়া বলিল, "তারা একটা কথাও তোলেনি। বদ্‌লোকে হিংসে ক'রে বদনাম দিয়েছিল।"

কুসুম কহিল, "তাই ওরা আমাকে তাড়িয়ে দিয়ে আর একটা বিয়ে করেছিল;—কেমন?"

কুঞ্জ একটু অপ্রতিভ হইয়া বলিল, "তা বটে, তবে কিনা তাতে বৃন্দাবন বেচারীর একটুও দোষ ছিল না—বরং তার বাপের দোষ ছিল।"

কুসুম এক মুহূর্ত্ত চুপ করিয়া থাকিয়া শান্তভাবে বলিল, "যার দোষই থাক দাদা—যা হয় না, হবার নয়, দরকার কি একশবার সেই সব কথা তুলে ? আমি পারিনে আর তর্ক কর্‌তে।"

কুঞ্জ প্রথমটা জবাব দিতে পারিল না, পরে একটু রুষ্টস্বরেই বলিল, "তুই ত তর্ক কর্‌তে পারিস্‌নে ; কিন্তু আমাকে যে সব দিক দেখ্‌তে হয় ! আজ আমি ম'লে তোর দশা কি হবে, তা একবার ভাবিস্‌ ?"

কুসুম বিরক্ত হইয়াছিল, কথা কহিল না।

কুঞ্জ গম্ভীর মুখে কহিতে লাগিল, "আমি আমাদের মুরুব্বিদের সবাইকে জিজ্ঞেস্‌ করেছি, তোর শাশুড়ী নলডাঙ্গার বুড়ো বাবাজীর মত পর্য্যন্ত জেনে এসেছে। সবাই খুসী হয়ে মত দিয়েচে, তা' জানিস ?"

কুসুমের মুখের ভাব সহসা কঠিন হইয়া উঠিল। কিন্তু সে সংক্ষেপে "জানি বইকি !" বলিয়াই চুপ করিয়া গেল।

তাহার কথা লইয়া, তাহার মায়ের কথা লইয়া, তাহার কণ্ঠীবদলের কথা লইয়া, তাহাদের সমাজে আলোচনা চলিতেছে, গণ্যমান্যদিগের মত জানাজানি চলিতেছে,—এ সম্বন্ধে তাহাকে যৎপরোনাস্তি ক্রুদ্ধ করিয়া তুলিল ; কিন্তু এ ভাব চাপা দিয়া সহসা জিজ্ঞাসা করিল, "এ বেলা কি খাবে দাদা ?"

কুঞ্জ বোনের মনের ভাব বুঝিল, সেও মুখ ভারী করিয়া বলিল— "কিছু না। আমার ক্ষিদে নেই।"

কুসুম অধিকতর ক্রুদ্ধ হইল ; কিন্তু তাহাও সম্বরণ করিয়া নিজের ঘরে চলিয়া গেল।

কুঞ্জ এক কলিকা তামাক সাজিয়া লইয়া, সেইখানে বসিয়া তামাকটা

নিঃশেষ করিয়া হুঁকাটা দেয়ালে ঠেস দিয়া রাখিয়া ডাক দিল, "কুসুম!"

কুসুম তাহার ঘরের মধ্যে সিলাই করিতে বসিয়াছিল;—সাড়া দিল—"কেন?"

"বলি, রাত্তির হ'চ্ছে না? রাঁধবি কখন্?"

কুসুম তথা হইতে জবাব দিল, "আজ আর রাঁধব না।"

"কেন? তাই জিজ্ঞেস কচ্চি।"

কুসুম চেঁচাইয়া বলিল, "আমি একশবার বক্‌তে পারিনে।"

বোনের কথা শুনিয়া কুঞ্জ দুম্ দুম্ করিয়া পা ফেলিয়া, ঘরের মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইল। চেঁচাইয়া বলিল—"জ্বালাতন্ করিস্ না কুসী! অমন ধারা কর্‌লে যেখানে দু'চোখ যায় চলে যাব, তা' বলে দিচ্চি।"

"যাও—এক্ষনি যাও। বাড়ীর মধ্যে আমি হাড়ি-ডোমের মত, অমন করে হাঁকাহাঁকি কর্‌তে দেবনা। ইচ্ছা হয় যাও, ঐ রাস্তায় দাঁড়িয়ে যত পার চেঁচাও গে।"

কুঞ্জ ভয়ানক ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল—"পোড়ারমুখী, তুই ছোট বোন হয়ে বড়ভাইকে তাড়িয়ে দিস্।"

কুসুম বলিল, "দিই। বড় বলে তুমি যা'ইচ্ছে তাই কর্‌বে নাকি?"

বোনের মুখের পানে চাহিয়া কুঞ্জ মনে মনে একটু ভয় পাইল। গলা নরম করিয়া বলিল—"কিসে যা'ইচ্ছে তাই কর্‌লুম শুনি?"

"কেন তবে আমাকে না বলে' ওখানে গিয়ে খেয়ে এলে?"

"কেন তাতে দোষ কি হয়েচে?"

কুসুম তীব্রভাবে বলিল, "দোষ হয়েচে?—ঢের দোষ হয়েছে। আমি মানা করে দিচ্ছি, আর তুমি ওখানে যাবে না।"

কুঞ্জ বড় ভাই, কলহের সময় নতি স্বীকার করিতে তাহার লজ্জা করিল, "তুই কি বড় বোন্? যে, আমাকে হুকুম করবি? আমার ইচ্ছা হলেই সেখানে যাব।"

কুসুম তেমনি জোর দিয়া বলিল—"না যাবে না। আমি শুন্‌তে পেলে, ভাল হবে না, বলে দিচ্চি দাদা।"

এবার কুঞ্জ যথার্থ ভয় পাইল। তথাপি মুখের সাহস বজায় রাখিয়া বলিল,—"যদি যাই, কি কর্‌বি তুই?"

কুসুম সিলাই ফেলিয়া দিয়া তড়িদবেগে উঠিয়া দাঁড়াইয়া চেঁচাইয়া উঠিল—"আমাকে রাগিও না বল্‌ছি দাদা—যাও আমার সুমুখ থেকে—সরে যাও বল্‌ছি।"

কুঞ্জ সসব্যস্ত ঘর হইতে বাহিরে গিয়া কপাটের আড়ালে মৃদু কণ্ঠে বলিল, "তোর ভয়ে সরে যাব? যদি যাই কি কর্‌তে পারিস্ তুই?"

কুসুম জবাব দিল না; প্রদীপের আলোটা আরো একটু উজ্জ্বল করিয়া দিয়া, সিলাই করিতে বসিল। আড়ালে দাঁড়াইয়া কুঞ্জর সাহস বাড়িল, কণ্ঠস্বর অপেক্ষাকৃত উচ্চ করিয়া বলিল—"লোকে কথায় বলে 'স্বভাব যায় মলে'। নিজে রাক্ষসীর মত চেঁচাবি, তাতে দোষ নেই; কিন্তু আমি একটু জোরে কথা কইলেই—" বলিয়া কুঞ্জ থামিল; কিন্তু ঘরের ভিতর হইতে প্রতিবাদ আসিল না দেখিয়া, সে মনে মনে অত্যন্ত তৃপ্তি বোধ করিল। উঠিয়া গিয়া হুঁকাটা তুলিয়া আনিয়া নিরর্থক গোটাদুই টান দিয়া, গলার সুর আর এক পর্দ্দা চড়াইয়া দিয়া বলিল—"আমি যখন বড়,

আমি যখন কর্ত্তা, তখন আমার হুকুমেই কাজ হবে।" বলিয়া পোড়া তামাকটা ঢালিয়া ফেলিয়া নূতন সাজিতে সাজিতে, এবার রীতিমত জোর গলায় হাঁকিয়া কহিল—"চাইনে আমি কারো কথা! একশ বার 'না—না' শুন্‌তে আমি চাইনে! আমি যখন কর্ত্তা—আমার যখন বাড়ী—তখন, আমি যা বলব্ তাই—" বলিয়া সে সহসা পিছনে পদশব্দ শুনিয়াই ঘাড় বাঁকাইয়াই স্তব্ধ হইয়া থামিল।

কুসুম নিঃশব্দে আসিয়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়াছিল বলিল, "বসে' 'বসে' কোঁদল কর্‌বে, না, যাবে এখান থেকে?"

ছোট বোনের তীক্ষ্ণ দৃষ্টির সুমুখে বড় ভাইয়ের কর্ত্তা সাজিবার সখ উড়িয়া গেল!—তাহার গলা দিয়া সহসা কথা বাহির হইল না। কুসুম তেমনি ভাবে বলিল, "দাদা, যাবে কি না?"

এখন সে কুঞ্জনাথও নাই, সে গলাও নাই; চিঁচিঁ করিয়া বলিল—"বল্লুম ত, তামাকটা সেজে নিয়েই যাচ্চি।"

কুসুম হাত বাড়াইয়া, "দাও আমাকে" বলিয়া কলিকাটা হাতে লইয়া চলিয়া গেল। মিনিট খানেক পরে, ফিরিয়া আসিয়া, সেটা হুঁকার মাথায় রাখিয়া দিয়া, জিজ্ঞাসা করিল, "স্যাকরাদের দোকানে যাচ্চ ত?"

কুঞ্জ ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "হাঁ।"

কুসুম সহজভাবে বলিল, "তাই যাও। কিন্তু, বেশী রাত ক'রনা, আমার রান্না শেষ হতে দেরী হবে না"

কুঞ্জ হুঁকাটা হাতে লইয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

সেদিন কুঞ্জ ভগিনীর কাছে বৃন্দাবনের সাংসারিক পরিচয় দিবার সময় অত্যুক্তি মাত্র করে নাই। সত্যই তাহাদের গৃহে লক্ষ্মী উথ্‌লাইয়া পড়িতেছিল; অথচ, সেজন্য কাহারও অহঙ্কার অভিমান কিছুই ছিল না।

এ গ্রামে বিদ্যালয় ছিল না। বৃন্দাবন ছেলে বেলায় নিজের চেষ্টায় বাঙ্‌লা লেখা পড়া শেখে, এবং তখন হইতেই একটা পাঠশালা খুলিবার সঙ্কল্প করে। কিন্তু তাহার পিতা গৌরদাস পাকা লোক ছিলেন; বৃন্দাবন একমাত্র সন্তান হইলেও, এই সব অনাসৃষ্ট কার্য্যে পুত্রকে প্রশ্রয় দেন নাই। তাঁহার মৃত্যুর পর, সে নিজেদের চণ্ডীমণ্ডপে বিনা-বেতনের একটা পাঠশালা খুলিয়া সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করে।

পাড়ায় একজন অবসরপ্রাপ্ত প্রাচীন শিক্ষক ছিলেন। ইহাকে সে নিজের ইংরেজী শিক্ষার জন্য নিযুক্ত করে। তিনি রাত্রে পড়াইয়া যাইতেন; তাই, কথাটা গোপনেই ছিল। গ্রামের কেহই জানিতে পারে নাই,—'বেন্দা বোষ্টম' ইংরাজী শিখিয়াছিল। বছর পাঁচেক পূর্ব্বে, স্ত্রীবিয়োগের পর, সে এই লেখাপড়া লইয়াই থাকিত। প্রায় সমস্ত রাত্রি পড়িত; সকালে গৃহকর্ম্ম, বিষয় আশয় দেখিত; এবং দুপুর বেলা স্ব-প্রতিষ্ঠিত পাঠশালে কৃষক-পুত্রদিগের অধ্যাপনা করিত। বিধবা জননী তাহাকে পুনরায় বিবাহের জন্য পীড়াপীড়ি করিলে সে, তাহার শিশু পুত্রটিকে দেখাইয়া বলিত, "যে জন্য বিয়ে করা তা আমাদের আছে; আর আবশ্যক নেই মা।" মা কান্নাকাটি করিতেন, কিন্তু সে শুনিত না।—এমনিই করিয়া বছর দুই কাটিল।

তারপর, হঠাৎ একদিন সে কুঞ্জ বোষ্টমের বাড়ীর সুমুখেই কুসুমকে দেখিল। কুসুম, নদী হইতে স্নান করিয়া কলস-কক্ষে ঘরে ফিরিতেছিল ; সেই তখন সবে মাত্র যৌবনে পা দিয়াছে। বৃন্দাবন মুগ্ধনেত্রে চাহিয়া রহিল; কুসুম গৃহে প্রবেশ করিলে সে ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। এ গ্রামের সব বাড়ীই সে চিনিত ; সুতরাং এই কিশোরী যে কে, তাহাও সে চিনিল।

এক সন্তান হইলে মাতাপুত্রে যে সম্বন্ধ হয়, বৃন্দাবন ও জননীর মধ্যে সেই সম্বন্ধ ছিল। সে ঘরে ফিরিয়া, মায়ের কাছে কুসুমের কথা অবাধে প্রকাশ করিল। মা বলিলেন, "সে কি হয় বাবা ?—তাদের যে দোষ আছে !"

বৃন্দাবন জবাব দিল, "তা' হউক মা, তবু সে তোমার বৌ। যখন বিয়ে দিয়েছিলে, তখন সে কথা ভাবনি কেন ?"

মা বলিলেন, "সে সব কথা তোমার বাবা জান্‌তেন। তিনি যা' ভাল বুঝেছিলেন—ক'রে গেছেন।"

বৃন্দাবন অভিমানভরে কহিল—"তবে, তাই ভাল মা। আমি যেমন আছি ; তেমনই থাকি ; আমার বিয়ের জন্য আর তুমি পীড়াপীড়ি ক'র না।" বলিয়া সে অন্যত্র চলিয়া গেল।

তখন হইতে তিন বৎসর অতিবাহিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে বৃন্দাবনের জননী, কুসুমকে ঘরে আনিবার জন্য, অবিশ্রাম চেষ্টা করিয়াছেন ; কিন্তু ফল হয় নাই,—কুসুমকে কোন মতেই সম্মত করান যায় নাই। কুসুমের এত দৃঢ় আপত্তির ছুটো বড় কারণ ছিল। প্রথম কারণ,—সে তাহার নিরীহ, অসমর্থ ও অল্প-বুদ্ধি

ভাইটিকে একা ফেলিয়া আর কোথাও গিয়াই স্বস্তি পাইতে পারে না। দ্বিতীয় কারণ, পূর্ব্বেই বলিয়াছি। আর কোনরূপ সামাজিক ক্রিয়া না করিয়া সে যদি সহজে গিয়া স্বামীর ঘর করিতে পাইত, হয়ত, এমন করিয়া তাহার সমস্ত দেহ মন দাদার অনুরোধ ও পীড়াপীড়ির বিরুদ্ধে বাঁকিয়া দাঁড়াইত না; কিন্তু, ঐ যে আবার কি সব করিতে হইবে, রকমারি বোষ্টমের দল আসিয়া দাঁড়াইবে, তাহার মায়ের মিথ্যা কলঙ্কের কথা, তাহার নিজের বাল্য-জীবনের বিস্মৃত ঘটনা, আরও কত কি ব্যাপারের উল্লেখ হইবে, চেঁচাচেঁচি উঠিবে, পাড়ার লোক কৌতুহলী হইয়া দেখিতে আসিবে, তাহার সঙ্গিনীদের সকৌতুক-দৃষ্টি বেড়ার ফাঁক দিয়া নিঃসংশয়ে উঁকিঝুঁকি মারিবে, শেষে ঘরে ফিরিয়া গিয়া সোজা ভাষায় হাসিতে হাসিতে বলিবে—'হাড়ি—ডোমের মত কুসুমেরও নিকা হইয়া গেল' ছি ছি, এসব মনে করিলেও সে লজ্জায় কণ্টকিত হইয়া উঠে। যে সব ভদ্রকন্যাদের সহিত সেও লেখাপড়া শিখিয়াছে, একসঙ্গে এক ভাবেই এত বড় হইয়াছে, দরিদ্র হইলেও আচার ব্যবহারে তাহাদের অপেক্ষা সে যে ছোটো—একথা সে মনে ঠাঁই দিতেও পারে না।

কাল সন্ধ্যায় দাদার সহিত কুসুমের কলহ হইয়াছিল, রাগ করিয়া কাঠের সিন্দুকের চাবিটা সে দাদার পায়ের কাছে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া, সরোষে বলিয়াছিল, 'আর সে সংসারের কিছুতেই থাকিবেনা।' আজ প্রভাতে, নদী হইতে স্নান করিয়া ফিরিয়া, দেখিল, দাদা ঘরে নাই, চলিয়া গিয়াছে। তাহার ধামাটিও নাই! কুসুম মনে মনে একটু হাসিয়া বলিল, "কাল বকুনি খেয়েই দাদা আজ ভোরে উঠে পালিয়েচে।"

কল্যকার ত্রুটি সারিয়া লইবার জন্যই সে যে পলাইয়াছে, তাহা সত্য বটে; কিন্তু, কুসুম যাহা অনুমান করিল, তাহা নহে—সে ত্রুটি আর একটা। খানিক পরেই তাহা প্রকাশ পাইল।

কুসুমকে প্রত্যহ অতি প্রত্যুষে উঠিয়া গৃহকর্ম্ম করিতে হইত। ঘর দুয়ার গোময় দিয়া নিকাইয়া, ক্ষুদ্র প্রাঙ্গণটী পরিষ্কৃত পরিচ্ছন্ন করিয়া, নদী হইতে স্নান করিয়া, জল আনিয়া, তবে দাদার জন্য রাঁধিয়া দিতে হইত। কুঞ্জ, ভাত খাইয়া, ফেরি করিতে বাহির হইয়া গেলে সে পূজা আহ্নিকে বসিত। যেদিন কুঞ্জ না খাইয়া যাইত, সেদিন দ্বিপ্রহরের মধ্যেই ফিরিয়া আসিত। তাহার এখনও অনেক দেরী মনে করিয়া কুসুম ফুল তুলিতে লাগিল। উঠানের একধারে কয়েকটা ফুলের গাছ, গোটা কয়েক মল্লিকা ও যুঁইএর ঝাড় ছিল, ইহারাই তাহার নিত্য পূজার ফুল যোগান দিত। ফুল তুলিয়া, সমস্ত আয়োজন প্রস্তুত করিয়া লইয়া, সবে মাত্র পূজায় বসিয়াছে,—এমন সময়ে সদরে কয়েকখানা গোযান আসিয়া থামিল, এবং পরক্ষণেই একটী প্রৌঢ়া নারী কপাট ঠেলিয়া ভিতরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। ক্ষণকালের নিমিত্ত উভয়েই উভয়ের দিকে চাহিয়া রহিল। কুসুম ইহাকে আর কখনও দেখে নাই; কিন্তু নাকে তিলক, গলায় মালা দেখিয়া বুঝিল, ইনি যেই হন, স্বজাতি।

প্রৌঢ়া কাছে আসিয়া, হাসিমুখে বলিলেন, "তুমি আমাকে চেননা মা; তোমার দাদা চেনে। কুঞ্জনাথ কই?"

কুসুম জবাব দিল "তিনি আজ ভোরেই বাহিরে গেছেন। ফিরতে বোধ করি দেরী হবে।"

আগন্তুক বিস্ময়ের স্বরে বলিলেন, "দেরী হবে কিগো! কাল সে

তার ভগিনীপতিকে, আরো চার পাঁচটী ছেলেকে—তারাও আমাদের আপনার লোক—সম্পর্কে ভাগ্‌নে হয়—সবাইকে খেতে বলে' এলো—আমিও তাই, আজ সকালে বল্লুম, বৃন্দাবন 'গরু গাড়ীটা ঠিক করে আন্‌তে বলে দে বাছা; যাই, আমিও বৌমাকে একবার দেখে আশীর্ব্বাদ করে আসি।' "

কথা শুনিয়া কুসুম স্তম্ভিত হইয়া গেল, কিন্তু, পরক্ষণেই নিজেকে সামলাইয়া লইয়া, মাথার আঁচলটা আরো খানিকটা টানিয়া দিয়া, তাড়াতাড়ি একটা প্রণাম করিয়া উঠিয়া গেল, এবং ঘরের ভিতর হইতে আসন আনিয়া পাতিয়া দিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইল। কুসুম বুঝিল ইনি শাশুড়ী। তিনি আসনে বসিয়া, হাসিয়া বলিলেন, "কাল খাওয়া দাওয়ার পরে বৃন্দাবন তামাসা করে বল্লে—আমি এমনই হতভাগা, যে কুঞ্জদা, বড় ভাইএর মত হয়েও, কোনো দিন ডেকে এক ঘটী জল পর্য্যন্ত খেতে বল্‌লেন না। ক'দিন থেকে আমার ননদের ছেলেরাও সব এখানে আছে,—কুঞ্জনাথ হাস্‌তে হাস্‌তে তাই সকলকে নেমন্তন্ন করে' এল—তারা সবাই এল' বলে।"

কুসুম ঘাড় হেঁট করিয়া চুপ করিয়া রহিল।

বৃন্দাবনের মা সাধারণ নিম্নশ্রেণীর স্ত্রীলোকের মত ছিলেন না—তাঁর বুদ্ধি-শুদ্ধি ছিল; কুসুমের ভাব দেখিয়া হঠাৎ তাঁহার সন্দেহ হইল, কি যেন একটা গোলমাল ঘটিয়াছে। সন্দিগ্ধ-কণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন, "হাঁ বৌমা, কুঞ্জনাথ কি তোমাকে কিছু বলে যায় নি?"

কুসুম, ঘোমটার ভিতরে ঘাড় নাড়িয়া, জানাইল 'না'।

কিন্তু ইহা তিনি বুঝিতে পারিলেন না, বরং মনে করিলেন সে

বলিয়াই গিয়াছে। তাই সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, "তবু ভালো", তারপরে কুঞ্জনাথকে উদ্দেশ করিয়া সস্নেহে বলিলেন, "ভয় হয়েছিল,—আমারি পাগ্‌লা ছেলেটা বুঝি সব ভুলে বসে আছে! তবে বোধ করি, সে কিছু কিন্‌তে টিন্‌তে গেছে, এক্ষণে এসে পড়্‌বে। ঐযে—ওরাও সব হাজির।"

বৃন্দাবন, 'কুঞ্জদা' বলিয়া একটা হাঁক দিয়া, উঠানে আসিয়া দাঁড়াইল; সঙ্গে তাহার আরও তিনটী ছেলে;—ইহারাই মামাত ভাই। তাহার মা বলিলেন, "কুঞ্জনাথ এইমাত্র কোথায় গেল। বৌমা ঘরের ভিতর এক্‌টা সতরঞ্চি পেতে দাও বাছা,—ওরা বসুক।"

কুসুম ব্যস্ত হইয়া তাহার দাদার ঘরের মেঝেতে একটা কম্বল পাতিয়া দিয়া, কলিকাটা হাতে লইয়া তামাক সাজিয়া আনিতে, রান্নাঘরে চলিয়া গেল।

বৃন্দাবন দেখিতে পাইয়া সহাস্যে কহিল, "ও থাক্‌। তামাক আমরা কেউ খাইনে।"

কুসুম কলিকাটা ফেলিয়া দিয়া, এইবার রান্নাঘরের একটা খুঁটি আশ্রয় করিয়া স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইল। তাহার কাণ্ডজ্ঞানহীন মূর্খ অগ্রজ অকস্মাৎ একি বিপদের মাঝখানে তাহাকে ফেলিয়া দিয়া সরিয়া দাঁড়াইল! ক্রোধে, অভিমানে, লজ্জায়, অবশ্যম্ভাবী অপমানের আশঙ্কায়, তাহার দুই চোখ জলে ভরিয়া গেল। কাল হইতেই তাহার ভাঁড়ারে সমস্ত জিনিস 'বাড়ন্ত' হইয়া উঠিয়াছে। আজ সকালে স্নানে যাইবার পূর্ব্বেও সে ভাবিয়া গিয়াছে, ফিরিয়া আসিয়াই দাদাকে হাটে পাঠাইয়া দিবে; কিন্তু ফিরিয়া আসিয়া, আর দাদার সন্ধান পায় নাই। দোষ

অপরাধ করার পরে, ছোট বোন্‌কে কুঞ্জ যথার্থই এত ভয় করিত, যে, সচরাচর মানুষ দুষ্ট মনিবকেও এত করে না। যে বড় লোকেদের ঘরে শুধু খাইয়া আসিবার অপরাধে কুসুম এত রাগ করিয়াছিল ঝোঁকের মাথায়,—সেই বড়লোকদিগকে সদলবলে নিমন্ত্রণ করিয়া ফেলার গুরুতর অপরাধ মুখ ফুটিয়া বলিবার দুঃসাহস, কুঞ্জ কোন মতেই নিজের মধ্যে সংগ্রহ করিতে পারে নাই।—পারে নাই বলিয়াই সে সকালে উঠিয়াই পলাইয়াছে, এবং কিছুতেই যে রাত্রির পূর্ব্বে ফিরিবে না, ইহা নিশ্চয়ই বুঝিয়াই কুসুম আশঙ্কায় অস্থির হইয়া উঠিয়াছিল। আবার সব চেয়ে বিপদ এই হইয়াছিল, যে সিন্ধুকটীর ভিতরে তাহাদের সঞ্চিত গুটি কয়েক টাকা ছিল, তাহার চাবিটাও কাছে নাই; অথচ, হাতেও একটী পয়সা নাই!

এখন নিরুপায় ভাবে মিনিট পাঁচেক দাঁড়াইয়া থাকিয়া, হঠাৎ তাহার সমস্ত রাগটা গিয়া পড়িল বৃন্দাবনের উপরে; বাস্তবিক, সমস্ত দোষ ত তাহারই। কেন সে তাহার নির্ব্বোধ নিরীহ ভাইটীকে পথ হইতে ধরিয়া লইয়া গেল, কেনই বা এই সব পরিহাস করিল!—'উনি কে, যে দাদা ওঁকে ঘরে ডাকিয়া আনিয়া খাওয়াইবে?'

এই তিন বৎসর কত ছলে, কত উপলক্ষে বৃন্দাবন এদিকে যাতায়াত করিয়াছে; কত উপায়ে তাহাদের মন পাইবার চেষ্টা করিয়াছে; কত দিন সকাল সন্ধ্যায়, বিনা প্রয়োজনে বাটীর সুমুখের পথ দিয়া হাটিয়া গিয়াছে। তাহাদের দুঃস্থ অবস্থার কথা সে সমস্ত জানে;—জানে বলিয়াই, তাহাদিগকে অপদস্থ করিবার এই কৌশল সৃষ্টি করিয়াছে!

কুসুম, কাঠের মূর্ত্তির মত, সেইখানে দাঁড়াইয়া চোখ মুছিতে লাগিল। সে বড় অভিমানিনী; এখন, একা সে কি উপায় করিবে?

বৃন্দাবনের মা ঘরের ভিতরে উঠিয়া গিয়া, ছেলেদের সহিত কথাবার্ত্তা বলিতেছিলেন; কিন্তু তাঁর ছেলের চোখ্, ঘরের বাহিরে, ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। হঠাৎ সে দৃষ্টি, রান্নাঘরে ভিতরে কুসুমের উপরে পড়িল। চোখোচোখি হইল, মনে হইল, সে সঙ্কেতে তাহাকে যেন আহ্বান করিল। পলকের একঅংশের জন্য তাহার সমস্ত হৃৎপিণ্ড, উন্মত্তের মত লাফাইয়া উঠিয়াই, স্থির হইল। সে বুঝিল ইহা চোখের ভুল; ইহা অসম্ভব।

দৈবাৎ কখন দেখা হইয়া গেলে, যে মানুষ মুখ ঢাকিয়া দ্রুতপদে প্রস্থান করিয়াছে, যাহার নিদারুণ বিতৃষ্ণার কথা সে অনেকবার কুঞ্জনাথের কাছে শুনিয়াছে, সে যাচিয়া তাহাকে আহ্বান করিবে —এ হইতেই পারে না! বৃন্দাবন অন্য দিকে চোখ ফিরাইয়া লইল; কিন্তু থাকিতেও পারিল না। যেখানে চোখোচোখি হইয়াছিল, আবার সেইখানে চাহিল। ঠিক তাই! কুসুম তাহারই দিকে চাহিয়াছিল, হাত নাড়িয়া ডাকিল।

ত্রস্তপদে বৃন্দাবন উঠিয়া আসিয়া, রান্নাঘরের কপাটের কাছে দাঁড়াইয়া মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিল—"ডাক্‌ছিলে আমাকে?"

কুসুম তেমনই মৃদুকণ্ঠে বলিল, "হুঁ"।

বৃন্দাবন আরো একটু সরিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কেন?"

কুসুম একমুহূর্ত্ত মৌন থাকিয়া, ভারি চাপা গলায় বলিল, "জিজ্ঞাসা

কচ্চি তোমাকে, আমাদের মত দীনদুঃখীকে জব্দ করে' তোমার মত বড়লোকের কি বাহাদুরী বাড়্‌বে?"

হঠাৎ একি অভিযোগ! বৃন্দাবন চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

কুসুম অধিকতর কঠোরভাবে বলিল, "জাননা, আমাদের কি করে দিন চলে? কেন তবে তুমি দাদাকে অমন তামাসা কর্‌তে গেলে? কেন, এত লোক নিয়ে খেতে এলে?"

বৃন্দাবন প্রথমে ভাবিয়া পাইল না এই নালিসের কি জবাব দিবে কিন্তু, স্বভাবতঃ সে ধীর প্রকৃতির লোক। কিছুতেই বেশী বিচলিত হয় না। খানিকক্ষণ চুপ করিয়া নিজেকে সামলাইয়া লইয়া, শেষে সহজ শান্তভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "কুঞ্জদা কোথায়?"

কুসুম বলিল—"জানিনে। আমাকে কোনো কথা না বলেই তিনি সকালে উঠে চলে গেছেন।"

বৃন্দাবন আর এক মুহূর্ত্ত মৌন থাকিয়া বলিল, "গেলই বা। সে নেই, আমি আছি। ঘরে, খেতে দেবার কিছু নেই না কি?"

"কিছু না; সব ফুরিয়েছে, আমার হাতে টাকাও নাই।"

বৃন্দাবন কহিল, "এ গাঁয়ে তোমাদের মত আমাকেও সবাই জানে। আমি মুদির হাতে সমস্ত কিনে পাঠিয়ে দিচ্ছি। আমাকে একটা গামছা দাও,—আমি, একেবারে স্নান করে' ফিরে আস্‌ব। মা জিজ্ঞেস্ কর্‌লে বল' আমি নাইতে গেছি।—দাঁড়িয়ে থেক না—যাও।"

কুসুম ঘরে গিয়া তাহার গামছা আনিয়া হাতে দিল।

সেটা মাথায় জড়াইয়া লইয়া বৃন্দাবন হাসিয়া বলিল, "কুঞ্জদার তুমি

বোন্ হও, তাই সে পালাতে পেরেচে, আর কিছু হলে বোধ করি এমন করে' ফেলে যেতে পারত না।"

কুসুম চুপি চুপি জবাব দিল "সবাই পারে না বটে, কিন্তু, কেউ কেউ তাও বেশ পারে।" বলিয়াই সে বৃন্দাবনের মুখের প্রতি আড় চোখে চাহিয়া দেখিল, কথাটা তাহাকে বাস্তবিক কিরূপ আঘাত করিল।

বৃন্দাবন যাইবার জন্য পা বাড়াইয়াছিল, থামিয়া দাঁড়াইয়া আস্তে আস্তে বলিল, "তোমার এ ভুল হয় ত, একদিন ভাঙ্গতেও পারে। ছেলেবেলায় তোমার মায়ের অন্যায়ের জন্য যেমন তুমি দায়ী নও, আমার বাবার ভুলের জন্যেও তেমনই আমার দোষ নেই। যাক্ এসব ঝগড়ার এখন সময় নয়, যাও—রাঁধ্‌বার যোগাড় করগে।"

"রাঁধ্‌বার কি যোগাড় করব শুনি? আমার মাথাটা কেটে রেঁধে দিলে যদি তোমার পেট ভরে, না হয়, বল, তাই দিইগে।"

বৃন্দাবন দু'একপা গিয়াছিল, ফিরিয়া আসিয়া একথার জবাব না দিয়া কণ্ঠস্বর আরও নত করিয়া ধীরে ধীরে বলিল, "আমাকে যা ইচ্ছে তাই বল্‌তে পার, আমাকে তা' সইতেই হবে, কিন্তু রাগের মাথায় তোমার শাশুড়ীঠাকুরাণীকে যেন কটু কথা শুনিয়ে দিও না। তিনি অল্পেই বড় আঘাত পান।"

কুসুম ক্রুদ্ধ চাপা গলায় ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিল, "আমি জন্তু নই, আমার সে বুদ্ধি আছে।"

বৃন্দাবন কহিল, "সেও জানি, আমার বুদ্ধির চেয়ে রাগ তোমার ঢের বেশী তাও জানি। আর একটা কথা কুসুম! মা স্নান করেই

চলে এসেছেন, এখনও পূজা আহ্নিক করেন নি। তাঁকে জিজ্ঞেসা করে, আগে সেই জোগাড়টা করে দাওগে। আমি চল্লুম।"

"যাও, কিন্তু, কোথাও গল্প কর্‌তে বসে যেওনা যেন।"

বৃন্দাবন একটুখানি হাসিয়া বলিল, "না। কিন্তু, দেরী করে' বকুনি খাবারও ভারী লোভ হচ্চে। আর একদিনের আশা দাও ত, আজ না হয়, শীগ্‌গীর করে' ফিরে আসি।"

"সে তথন দেখা যাবে।" বলিয়া কুসুম রান্নাঘরের ভিতরে যাইতে ছিল, সহসা বৃন্দাবন একটা ক্ষুদ্র নিঃশ্বাস ফেলিয়া অতি মৃদুস্বরে বলিল, "আশ্চর্য্য! একবার মনে হলনা যে, আজ তুমি এই প্রথম কথা কইলে। যেন কত যুগযুগান্তর আমাকে তুমি এমনই শাসন করেই এসেছ— ভগবানের হাতে বাঁধা কি আশ্চর্য্য বাঁধন, কুসুম!"

কুসুম দাঁড়াইয়া শুনিল, কিন্তু জবাব দিল না।

বৃন্দাবন চলিয়া গেলে এই কথা স্মরণ করিয়া হঠাৎ তাহার সর্ব্ব শরীর শিহরিয়া উঠিল, সে রান্নাঘরের ভিতরে আসিয়া স্থির হইয়া বসিল। নিজের শিক্ষার অভিমানে, যাহাকে সে এতদিন অশিক্ষিত চাষা মনে করিয়া গণনার মধ্যেই আনে নাই, আজিকার কথাবার্ত্তা এবং এই ব্যবহারের পর, তাহারই সম্বন্ধে, এক নূতন আনন্দে নূতন তৃষ্ণায় সে উৎসুক হইয়া উঠিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

সেদিন সন্ধ্যার পূর্ব্বে বাটী ফিরিবার পূর্ব্বে বৃন্দাবনের জননী কুসুমকে কাছে ডাকিয়া অশ্রু গদগদ কণ্ঠে বলিলেন, "বৌমা, কি আনন্দে যে সারাদিন কাটালুম, তা মুখে বল্‌তে পারিনে। সুখী হও মা!" বলিয়া তিনি অঞ্চলের ভিতর হইতে এক জোড়া সোণার বালা বাহির করিয়া স্বহস্তে তাহার হাতে পরাইয়া দিলেন।

আজিকার সমস্ত আয়োজন কুসুম গোপনে বৃন্দাবনের সাহায্যে নির্ব্বাহ করিয়াছিল, তাহা তিনি জানিতে পারিয়াছিলেন। বিশেষ করিয়া ইহাতেই তাঁহার হৃদয় আশায় আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। কুসুম গলায় আঁচল দিয়া প্রণাম করিয়া তাঁহার পদধূলি মাথায় তুলিয়া লইয়া নিঃশব্দে উঠিয়া দাঁড়াইল। শ্বশ্রুবধূতে এ সম্বন্ধে আর কোন কথা হইল না। গাড়ীতে উঠিয়া বসিয়া তিনি বধূকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, "কুঞ্জনাথের সঙ্গে দেখা হ'ল না, মা, পাগ্‌লা কোথায় সারাদিন পালিয়ে রইল, কাল তাকে একবার আমার কাছে পাঠিয়ে দিও।"

কুসুম ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইল।

বৃন্দাবনের পিতামহ বাটীতে গৌরনিতাই বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এই ঘরে বসিয়া বৃন্দাবনের মা প্রত্যহ অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত মালা জপ করিতেন। আজিও করিতেছিলেন। তাঁহার শিশু

পৌত্র কোলের উপর মাথা রাখিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। ইহারা যেখানে বসিয়াছিল, সেই স্থানটায় প্রদীপের ছায়া পড়িয়াছিল। সেই হেতু বৃন্দাবন ঘরে ঢুকিয়া ইহাদিগকে দেখিতে পাইল না। সে বেদীর সন্নিকটে সরিয়া আসিয়া জানু পাতিয়া বসিল, এবং কিছুক্ষণ মনে মনে প্রার্থনা করিয়া ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইতেই এইবার মায়ের উপর তাহার দৃষ্টি পড়িল। মনে মনে অতিশয় লজ্জিত হইয়া হাসিয়া বলিল, "অমন্ আব্‌ছায়ায় বসে কেন মা?"

মা সস্নেহে বলিলেন, "তা, হোক্। আয় তুই আমার কাছে এসে একটু বোস্।"

বৃন্দাবন কাছে আসিয়া বসিল।

তাহার লজ্জা পাইবার কারণ ছিল। তখন রাত্রি এক প্রহরের অধিক হইয়াছিল। এমন অসময়ে কোনো দিন সে ঠাকুর প্রণাম করিতে আসেনা। আজ আসিয়াছিল; যে আশাতীত সৌভাগ্যের আনন্দে বুক ভরিয়া উঠিয়াছিল, দিনটা সার্থক বোধ হইয়াছিল, তাহাই নম্র হৃদয়ে, গোপনে, ঠাকুরের কাছে নিবেদন করিয়া দিতে। কিন্তু, পাছে মা তাহার মনের কথাটা অনুমান করিয়া থাকেন এই লজ্জাতেই সে সঙ্কুচিত হইয়া উঠিয়াছিল।

খানিক পরে মা নিদ্রিত পৌত্রের মাথায় মুখে হাত বুলাইয়া দিতে দিতে উচ্ছ্বসিত স্নেহার্দ্রকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "মা-মরা আমার এই এক ফোঁটা বংশধরকে ফেলে রেখে কোথাও আমি এক পা নড়িতে পারিনে, তাই, আজ মনে হচ্ছে, বৃন্দাবন আমার মাথা থেকে কে যেন ভারী বোঝা নামিয়ে নিয়েছে। তাকে শিগ্‌গির ঘরে আন্ বাছা, আমি

মায়ের হাতে সমস্ত বুঝিয়ে দিয়ে একটু ছুটী নিই—দিন কতক কাশী বৃন্দাবন করে' বেড়াই।"

আজ বৃন্দাবনের অন্তরেও আশা ও বিশ্বাসের এমনি স্রোতই বহিতেছিল, তথাপি সে সলজ্জ হাস্যে কহিল, "সে আস্‌বে কেন মা ?"

মা নিঃসন্দিগ্ধ-কণ্ঠে বলিলেন, "আস্‌বে বইকি ! সে এলে তবে তো আমার ছুটী হবে। আমারই ভুল হয়েছে, বৃন্দাবন, এতদিন আমি নিজে যাইনি। আস্‌বার সময় নিজের হাতের বালা দুগাছি পরিয়ে দিয়ে আশীর্ব্বাদ কল্লুম, বৌমা পায়ের ধুলা মাথায় নিয়ে চুপ করে দাঁড়ালেন। তখনি বুঝেছি আমার মাথার ভার নেবে গেছে। তুই দেখিস্ দেকি, প্রথম যেদিন একটা ভাল দিন পাব, সেই দিনেই ঘরের লক্ষ্মী ঘরে আন্‌ব।"

বৃন্দাবন ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কিন্তু এসে তোমার বংশধরটীকে দেখ্‌বে ত ?"

মা তৎক্ষণাৎ বলিলেন,—"দেখ্‌বে বৈকি ! সে ভয় আমার নেই।"

"কেন, নেই মা ?"

মা বলিলেন, "আমি সোনা চিনি, বৃন্দাবন ! অবশ্য খাঁটী কিনা, এখন বল্‌তে পারি নে, কিন্তু, পেতল নয়, গিল্‌টি নয়, একথা তোকে আমি নিশ্চয় বলে' দিলুম। তা নইলে আমার এমন সংসারে তাঁকে আন্‌বার কথা তুল্‌তুম্ না। হাঁরে বৃন্দাবন, বৌমা কি তোর সঙ্গে বরাবরই কথা কন ?"

"কোন দিন নয় মা ! তবে আজ বোধ করি বিপদে পড়েই—" বলিয়া বৃন্দাবন একটুখানি হাসিয়া চুপ করিল।

মা, এক মুহূর্ত্ত স্থির থাকিয়া ঈষৎ গম্ভীর হইয়া বলিলেন, "সে ঠিক কথা বাছা। তার দোষ নেই; সবাই এমনই। মানুষ বিপদে পড়িলেই, তখন যথার্থ আপনার জনের কাছে ছুটে আসে। আমি ত মেয়েমানুষ বৃন্দাবন, তবুও সে তার দুঃখের কথা আমাকে জানায় নি, তোকেই জানিয়েচে।"

বৃন্দাবন চুপ করিয়া শুনিতে লাগিল।

তিনি পুনরায় কহিলেন, "আমার আর একটা কাজ রইল, সেটা কুঞ্জনাথকে সংসারী করা" বলিয়াই তিনি নিজের মনে হাসিয়া উঠিলেন। শেষে বলিলেন, "সে বেশ লোক, পাড়া শুদ্ধ নেমতন্ন করে' বাড়ী ছেড়ে পালিয়ে গেল—তারপর যা হয় তা হোক্।"

বৃন্দাবনও নিঃশব্দে হাসিতে লাগিল।

মা বলিলেন, "শুন্‌লুম, বৌমাকে সে ভারি ভয় করে—তাই বড় হয়েও ছোট ভাইটীর মতই আছে। এক এক জন রাশভারি মানুষ আছে, বৃন্দাবন, তাদের ভয় না করে' থাক্‌বার যো নেই—তা বয়সে বড়ই হক। আমার বৌমাও সেই ধাতের মানুষ—শান্ত, অথচ শক্ত। এমনি মানুষই আমি চাই যে, ভার দিলে ভার সইতে পারবে। তবেই ত, আমি সংসার ছেড়ে নিশ্চিন্ত হয়ে একবার বেরিয়ে পড়তে পারব।"

ক্ষণকাল চুপ করিয়া তখনি বলিয়া উঠিলেন "একটী দিনের দেখায় যে তাকে কি যে ভালবেসেচি তা আমি তোকে মুখে বল্‌তে পার্‌ব না—সারা সন্ধ্যে বেলাটা কেবল মনে হয়েছে কতক্ষণে ঘরে নিয়ে আস্‌ব, আবার কতক্ষণে দেখ্‌ব।"

বৃন্দাবনের মনে মনে লজ্জা করিতে লাগিল, সে কথাটা চাপা দিবার অভিপ্রায়ে বলিল, "কুঞ্জদার কথা কি বল্‌ছিলে মা ?"

মা বলিলেন "হাঁ তার কথা। বৌমাকে নিয়ে আসার আগে কুঞ্জনাথকে সংসারী করাও আমার একটা কাজ। কাল খুব ভোরে তুই গোপালকে গাড়ী আন্‌তে বলে দিস্‌, আমি একবার নলডাঙ্গায় যাব। ওখানে গোকুলবৈরাগীর মেয়েকে আমার বেশ পছন্দ হয়। দেখতে শুন্‌তেও মন্দ নয়, তা ছাড়া—"

কথাটা শেষ হইবার পূর্ব্বে বৃন্দাবন হাসিয়া বলিল, "তা ছাড়া ঐ একমেয়ে, বৈরাগীও কিছু বিষয় আশয় রেখে মরেচে, না মা ?"

মাও হাসিলেন। বলিলেন, "সে কথা সত্যি বাছা। কুঞ্জর পক্ষে সব চেয়ে দরকার। নইলে, বিয়ে করলেই ত হয় না, খেতে পরতে দেওয়া চাই। আর, মেয়েটাই বা মন্দ কি বৃন্দাবন, একটু কাল, কিন্তু, মুখশ্রী আছে। যাই হোক, দেখি কাল কি করে আস্‌তে পারি।"

বৃন্দাবন মাথা নাড়িয়া বলিল—"আমিও দিনক্ষণ দেখাই গে, মা ! তুমি নিজে যখন যাচ্চ, তখন শুধু যে ফির্‌বে না, সে নিশ্চয় জানি।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

কুঞ্জনাথের বিবাহের কথা, দেনা পাওনার কথা, খাওয়ান দাওয়ানর কথা, সমস্তই প্রায় স্থির করিয়া পরদিন অপরাহ্নে বৃন্দাবনের জননী বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন।

তখন, চণ্ডীমণ্ডপের সুমুখে, সারি দিয়া দাঁড়াইয়া পোড়োরা নামতা আবৃত্তি করিতেছিল; বৃন্দাবন, একধারে দাঁড়াইয়া তাহাই শুনিতেছিল। গরুর-গাড়ী সুমুখে আসিয়া থামিতেই তাহার শিশুপুত্র চরণ গাড়ী হইতে নামিয়া চেঁচামেচি করিয়া বাপের কাছে ছুটিয়া আসিল, মাতুলানী পছন্দ করিতে সেও আজ পিতামহীর সঙ্গে গিয়াছিল। বৃন্দাবন তাহাকে কোলে তুলিয়া লইয়া গাড়ীর কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। মা তখন নামিতেছিলেন, তাঁহার প্রসন্ন মুখ লক্ষ্য করিয়া সে কহিল, "কবে দিন স্থির করে এলে মা?"

"এই মাসের শেষে আর দিন নেই, তুই ভিতরে আয়—অনেক কথা আছে—" বলিয়া তিনি হাসি মুখে ভিতরে চলিয়া গেলেন।

তাঁর নিজের ঘরে বৌ আস্‌বে এই আনন্দে তাঁহার বুক ভরিয়া গিয়াছিল। তা' ছাড়া, ঐ একটী দিনে ঘরকন্নার গৃহিণীপণায় কুসুমকে তিনি সত্যই ভালবাসিয়াছিলেন। নিজে সুখী হইবেন, একমাত্র সন্তানকে যথার্থ সুখী করিবেন, তাহাদের হাতে ঘর-সংসার সঁপিয়া দিয়া তীর্থ ধর্ম্ম করিয়া বেড়াইবেন—এই সব সুখস্বপ্নের কাছে, আর সমস্ত কাজই তাঁর সহজসাধ্য হইয়া গিয়াছিল। তাই গোকুলের বিধবার সমস্ত প্রস্তাবেই

তিনি সম্মত হইয়া, সমস্ত ব্যয়ভার নিজের মাথায় তুলিয়া লইয়া বিবাহ স্থির করিয়া আসিয়াছিলেন।

ও-বেলায় তাঁহার খাওয়া হয় নাই। সহজে তিনি কোথাও কিছু খাইতে চাহিতেন না, বৃন্দাবন তাহা জানিত। সে পাঠশালের ছুটী দিয়া ভিতরে আসিয়া দেখিল সে দিকের কোন উদ্যোগ না করিয়াই তিনি চুপ করিয়া বসিয়া আছেন। বৃন্দাবন বলিল, "উপোস করে' ভাব্‌লে সমস্ত গোলমাল হয়ে যায়। পরের ভাবনা পরে ভেব মা, আগে সেই চেষ্টা কর।"

মা বলিলেন, "সে সন্ধ্যার পরে হবে। নারে তামাসা নয়, আর সময় নেই—সে পাগলের না আছে টাকাকড়ি, না আছে লোকজন, আমাকেই সব ভার বইতে হবে—মেয়ের মা দেখ্‌লুম বেশ শক্ত মানুষ—সহজেই কিছুতেই রাজী হতে চায় না। তবে আমিও ছাড়বার লোক নই—ওরে ঐ যে! সহস্র বৎসর পরমায়ু হোক্ বাবা, তোমার কথাই হচ্ছিল, এস বোস। হঠাৎ এ সময়ে যে?"

বাস্তবিক গ্রামান্তর হইতে পরের বাড়ী আসার এটা সময় নয়।

কুঞ্জনাথ বাড়ী ঢুকিয়াই এ রকমের সম্বর্দ্ধনা পাইয়া প্রথমটা থতমত খাইল তারপর অপ্রতিভভাবে কাছে আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বসিল।

বৃন্দাবন পরিহাস করিয়া কহিল—"আচ্ছা, কুঞ্জদা, টের পেলে কি করে। রাতটাও কি চুপ করে থাকৃতে পার্‌লে না; না হয় কাল সকালে এসেই শুন্‌তে?"

মা একটু হাসিলেন, কুঞ্জ কিন্তু এদিক দিয়াও গেল না। সে চোখ কপালে তুলিয়া বলিল, "বাপ্‌রে! বোন নয়ত, যেন দারোগা!"

বৃন্দাবন ঘাড় ফিরাইয়া হাসি গোপন করিল; মা, মুখ টিপিয়া হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বউমা কিছু বলে' পাঠিয়েছেন বুঝি?"

কুঞ্জ সে প্রশ্নেরও জবাব না দিয়া ভয়ানক গম্ভীর হইয়া বলিল,— "আচ্ছা, মা, তোমার এ কিরকম ভুল? ধর, কুসুমের চোখে না পড়ে' যদি আর কারও চোখে পড়ত, তা'হলে কি সর্ব্বনাশ হত বলত?"

কথাটা তিনি বুঝিতে না পারিয়া ঈষৎ উদ্বিগ্নমুখে চাহিয়া রহিলেন।

বৃন্দাবন জিজ্ঞাসা করিল, "ব্যাপারটা কি কুঞ্জদা?"

ব্যাপারটা তৎক্ষণাৎ ভাঙ্গিয়া দিয়া নিজেকে হাল্কা করিতে চাহিল না; তাই, বৃন্দাবনের প্রশ্ন কাণেও তুলিল না। মাকে বলিল, "আগে বল কি খাওয়াবে, তবে বল্‌ব।"

মা এবার হাসিলেন; বলিলেন, "তা বেশ ত বাবা, এ তোমারই বাড়ী, কি খাবে বল?"

কুঞ্জ কহিল, "আচ্ছা, সে আর একদিন হবে—তোমার কি হারিয়েচে আগে বল?"

বৃন্দাবনের মা চিন্তিত হইলেন। একটু থামিয়া, সন্দিগ্ধস্বরে বলিলেন, "কৈ কিছুই ত হারায়নি!"

কথা শুনিয়া কুঞ্জ হো-হো করিয়া উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিল; পরে, নিজের চাদরের মধ্যে হাত দিয়া এক জোড়া সোনার বালা মেলিয়া ধরিয়া বলিল, "তা'হলে এটা তোমার নয় বল?" বলিয়া মহা আহ্লাদে নিজের মনেই হাসিতে লাগিল।

এ সেই বালা যাহা কাল এমনই সময়ে পরম স্নেহে স্বহস্তে তিনি পুত্রবধূর হাতে পরাইয়া দিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন। আজ

সেই অলঙ্কার, সেই আশীর্ব্বাদ সে নির্ব্বোধ কুঞ্জ'র হাতে ফিরাইয়া দিয়াছে।

বৃন্দাবন এক মুহূর্ত্ত সে দিকে চাহিয়া, মায়ের দিকে চোখ ফিরাইয়া ভীত হইয়া উঠিল। মুখে এক ফোঁটা রক্তের চিহ্ন পর্য্যন্ত নাই। অপরাহ্নের ম্লান-আলোকে তাহা শবের মুখের মত পাণ্ডুর দেখাইল। বৃন্দাবনের নিজের বুকের মধ্যে যে কি করিয়া উঠিয়াছিল সে শুধু অন্তর্য্যামী জানিলেন, কিন্তু নিজেকে সে প্রবল চেষ্টায় চক্ষের নিমিষে সাম্‌লাইয়া লইয়া মায়ের কাছে সরিয়া আসিয়া সহজ ও শান্তভাবে বলিল, "মা, আমার বড় ভাগ্য যে, ভগবান আমাদের জিনিস আমাদেরই ফিরিয়া দিলেন। এ তোমার হাতের বালা, সাধ্য কি মা যে সে পরে? কুঞ্জদা! চল আমরা বাইরে গিয়ে বসিগে"—বলিয়া কুঞ্জ'র একটা হাত ধরিয়া জোর করিয়া টানিয়া লইয়া বাহিরে চলিয়া গেল।

কুঞ্জ সোজা মানুষ, তাই, মহা আহ্লাদে অসময়ে এতটা পথ ছুটিয়া আসিয়াছিল। আজ দুপুর-বেলা, তাহার খাওয়া দাওয়ার পরে যখন, কুসুম, ম্লান মুখে বালা জোড়াটী হাতে করিয়া আনিয়া শুষ্ক মৃদু কণ্ঠে বলিয়াছিল, "দাদা, কাল তাঁরা ভুলে ফেলে রেখে গেছেন, তোমাকে একবার গিয়ে দিয়ে আস্‌তে হবে;" তখন আনন্দের আতিশয্যে সে তাহার মলিন মুখ লক্ষ্য করিবার অবকাশও পায় নাই।

ঘোর প্যাঁচ সে বুঝিতে পারে না, তাহার বোনের কথা সত্য নয়, মানুষ মানুষকে এত দামী জিনিস দিতে পারে কিংবা দিলে আর একজন তাহা গ্রহণ করে না—ফিরাইয়া দেয়, এসব অসম্ভব কাণ্ড তাহার বুদ্ধির অগোচর। তাই, সারাটা পথ শুধু ভাবিতে ভাবিতে আসিয়াছে, এই

হারানো জিনিস অকস্মাৎ ফিরিয়া পাইয়া, তাঁহারা কিরূপ খুসী হইবেন, তাহাকে কত আশীর্ব্বাদ করিবেন—এই সব।

কিন্তু কৈ সে রকম ত কিছুই হইল না? যাহা হইল তাহা ভাল কি মন্দ, সে ঠিক ধরিতে পারিল না; কিন্তু এত বড় একটা কাজ করিয়াও মায়ের মুখের একটা ভাল কথা, একটা আশীর্ব্বচন না পাইয়া তাহার মন ভারী খারাপ হইয়া গেল। বরং বৃন্দাবন তাহাকে যেন, তাঁহার সুমুখ হইতে বাহিরে তাড়াইয়া আনিয়াছে, এমনই একটা লজ্জাকর অনুভূতি তাহাকে ক্রমশঃ চাপিয়া ধরিতে লাগিল। সে লজ্জিত বিষণ্ণ মুখে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল, তাহার পাশে বসিয়া বৃন্দাবনও কথা কহিল না। বাক্যালাপ করিবার অবস্থা তাহার নহে—তাহার বুকের ভিতরটা তখন অপমানের আগুনে পুড়িয়া যাইতেছিল। অপমান তাহার নিজের নয়—মায়ের।

নিজের ভাল মন্দ, মান অপমান তার ছিল না। মৃত্যু যাতনা যেমন অপর সর্ব্বপ্রকার যাতনা আকর্ষণ করিয়া একা বিরাজ করে, জননীর অপমানাহত বিবর্ণ মুখের স্মৃতি ঠিক্ তেমনই করিয়া তাহার সমস্ত অনুভূতি গ্রাস করিয়া, একটী মাত্র নিবিড় ভীষণ অগ্নিশিখার মত জ্বলিতে লাগিল।

সন্ধ্যার আঁধার গাঢ় হইয়া আসিল। কুঞ্জ আস্তে আস্তে কহিল, "বৃন্দাবন, আজ তবে যাই ভাই।"

বৃন্দাবন, বিহ্বলের মত চাহিয়া দেখিয়া বলিল, "যাও, কিন্তু আর একদিন এস।"

কুঞ্জ চলিয়া গেল, বৃন্দাবন সেইখানে উপুড় হইয়া শুইয়া পড়িল;

ভাবিতে লাগিল, জননীর কি আশা কি ভবিষ্যতের কল্পনাই এক নিমিষে ভূমিসাৎ হইয়া গেল! এখন, কি উপায়ে তাঁহাকে সুস্থ করিয়া তুলিবে —কাছে গিয়াকোন সান্ত্বনার কথা উচ্চারণ করিবে!

আবার সব চেয়ে নিষ্ঠুর পরিহাস এই যে, যে এমন করিয়া সমস্ত নির্ম্মূল করিয়া দিয়া তাহার উপবাসী শ্রান্ত অবসন্ন সন্ন্যাসিনী মাকে এমন করিয়া আঘাত করিতে পারিল,—সে তাহার স্ত্রী, তাহাকেই সে ভাল বাসে!

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

কাল একটি দিনের মেলা-মেশায় কুসুম তাহার শাশুড়ী ও স্বামীকে যেমন চিনিয়াছিল, তাঁহারাও যে, ঠিক তেমনি চিনিয়া গিয়াছিলেন, ইহাতে তাহার লেশ মাত্র সংশয় ছিল না।

যাঁহারা চিনিতে জানেন, তাঁহাদের কাছে এমন করিয়া নিজেকে সারাদিন ধরা দিতে পাইয়া শুধু অভূতপূর্ব্ব আনন্দে হৃদয় তাহার স্ফীত হইয়া উঠে নাই, নিজের অগোচরে একটা দুশ্ছেদ্য স্নেহের বন্ধনে আপনাকে বাঁধিয়া ফেলিয়াছিল।

সেই বাঁধন আজ আপনার হাতে ছিঁড়িয়া ফেলিয়া বালা জোড়াটি যখন ফিরাইয়া দিতে দিল, এবং নিরীহ কুঞ্জনাথ মহা উল্লাসে বাহির হইয়া গেল, তখন মুহূর্ত্তের জন্য সেই ক্ষত-বেদনা তাহার অসহ্য বোধ হইল। সে ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া কাঁদিতে লাগিল। যেন চোখের উপর স্পষ্ট দেখিতে লাগিল, তাহার এই নিষ্ঠুর আচরণ তাঁহাদের নিকট কত অপ্রত্যাশিত, আকস্মিক ও কিরূপ ভয়ানক মর্ম্মান্তিক হইয়া বাজিবে, এবং তাহার সম্বন্ধে মনের ভাব তাঁহাদের কি হইয়া যাইবে!

সন্ধ্যা বহুক্ষণ উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছিল। কুঞ্জ বাড়ী ফিরিয়া চারিদিকে অন্ধকার দেখিয়া ভগিনীর ঘরের সুমুখে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কুসি, আলো জ্বালিস্‌নি রে?"

কুসুম তখনও মেঝের উপর চুপ করিয়া বসিয়াছিল, ব্যস্ত ও লজ্জিত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "এই দিই দাদা। কখন্ এলে?"

"এই ত আস্‌চি" বলিয়া কুঞ্জ সন্ধান করিয়া হুঁকা-কলিকা সংগ্রহ করিয়া তামাক সাজিতে প্রবৃত্ত হইল।

তখনও প্রদীপ সাজানো হয় নাই, অতএব, সেই সব প্রস্তুত করিয়া আলো জ্বালিতে তাহার বিলম্ব ঘটিল; ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, তামাক সাজিয়া লইয়া দাদা চলিয়া গিয়াছে;

প্রতিদিনের মত আজ রাত্রেও ভাত বাড়িয়া দিয়া কুসুম অদূরে বসিয়া রহিল। কুঞ্জ গম্ভীর মুখে ভাত খাইতে লাগিল, একটি কথাও কহিল না। যে-লোক কথা কহিতে পাইলে আর কিছু চাহে না, তাহার সহসা আজ এত বড় মৌনাবলম্বনে কুসুম আশঙ্কায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।

একটা কিছু অপ্রীতিকর ব্যাপার ঘটিয়াছে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই, কিন্তু, তাহা কি, এবং কতদূরে গিয়াছে, ইহাই জানিবার জন্য সে ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল। তাহার কেবলি মনে হইতে লাগিল দাদাকে তাঁহারা অতিশয় অপমান করিয়াছেন। কারণ ছোট খাটো অপমান তাহার দাদা ধরিতে পারে না, এবং পারিলেও এতক্ষণ মনে রাখিতে পারে না, ইহা সে নিশ্চিত জানিত।

আহার শেষ করিয়া কুঞ্জ উঠিতে যাইতেছিল, কুসুম আর চুপ করিয়া থাকিতে না পারিয়া মৃদু কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "তা'হলে কার হাতে দিয়ে এলে দাদা?"

কুঞ্জ বিস্ময়াপন্ন হইয়া বলিল, "আবার কার হাতে, মা'র হাতে দিয়ে এলুম।"

"কি বল্‌লেন তিনি?"

"কিছুনা" বলিয়া কুঞ্জ বাহিরে চলিয়া গেল।

পরদিন ফেরি করিতে বাহির হইবার সময় সে নিজেই ডাকিয়া বলিল, "তোর শাশুড়ী ঠাকরুণ কি একরকম যেন হয়ে গেছে কুসুম। অমন জিনিস হাতে দিয়ে এলুম, তা' একটি কথা বল্লে না। বরং বৃন্দাবনকে ভাল বল্‌তে হয়, সে খুসী হয়ে বল্‌তে লাগ্‌ল,—সাধ্য কি মা, যে-সে-লোক তোমার হাতের বালা হাতে রাখ্‌তে পারে! আমার বড় ভাগ্য মা, তাই ভগবান আমাদের জিনিস আমাদের ফিরিয়ে দিয়ে সাবধান করে দিলেন—ওকি রে?"

কুসুমের গৌরবর্ণ মুখ একেবারে পাণ্ডুর হইয়া গিয়াছিল। সে প্রবল বেগে মাথা নাড়িয়া বলিল, "কিছু না। এ কথা তিনি বল্‌লেন?"

"হাঁ, সেই বল্‌লে। মা একটা কথাও কইলেন না। তা'ছাড়া তিনি কোথায় নাকি সারাদিন গিয়েছিলেন, তখনও নাওয়া খাওয়া হয়নি—এমন করে আমার পানে চেয়ে রইলেন, যে কি দিলুম, কি বল্‌লুম, তা' যেন বুঝতেই পারলেন না।" বলিয়া কুঞ্জ নিজের মনে বার দুই ঘাড় নাড়িয়া ধামা মাথায় লইয়া বাহির হইয়া গেল।

তিন চারি দিন গত হইয়াছে, রান্না ভাল হয় নাই বলিয়া কুঞ্জ পরশু ও কাল মুখ ভার করিয়াছিল, আজ স্পষ্ট অভিযোগ করিতে গিয়া এই মাত্র ভাই-বোনে তুমুল কলহ হইয়া গেল।

কুঞ্জ ভাত ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, "এ পুড়ে যায় ও পুড়ে যায়, আজকাল মন তোর কোথায় থাকে কুসী?"

কুসীও ভয়ানক ক্রুদ্ধ হইয়া জবাব দিল—"আমি কারো কেনা দাসী নই—পারবনা রাঁধ্‌তে—যে ভাল রেঁধে দেবে তাকে আনোগে।"

কুঞ্জর পেট জ্বলিতেছিল, আজ সে ভয় পাইল না। হাত নাড়িয়া বলিল—"তুই আগে দূর হ,' তখন আনি কিনা দেখিস।" বলিয়া ধামা লইয়া নিজেই তাড়াতাড়ি দূর হইয়া গেল।

সেই দিন হইতে প্রাণ ভরিয়া কাঁদিবার জন্য কুসুম ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল, আজ এত বড় সুযোগ সে ত্যাগ করিল না।

দাদার অভুক্ত ভাতের থালা পড়িয়া রহিল, সদর দরজা তেমনি খোলা রহিল, সে আঁচল পাতিয়া রান্নাঘরের চৌকাটে মাথা দিয়া একেবারে মড়াকান্না সুরু করিয়া দিল।

বেলা বোধ করি তখন দশটা, ঘণ্টা খানেক কাঁদিয়া কাটিয়া শ্রান্ত হইয়া এইমাত্র ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, চমকিয়া চোক মেলিয়া দেখিল, বৃন্দাবন উঠানে দাঁড়াইয়া 'কুঞ্জদা' 'কুঞ্জদা' করিয়া ডাকিতেছে। তাহার হাত ধরিয়া বছর ছয়েকের একটি হৃষ্টপুষ্ট সুন্দর শিশু। কুসুম শশব্যস্তে মাথায় আঁচল টানিয়া দিয়া কবাটের আড়ালে উঠিয়া দাঁড়াইল এবং সব ভুলিয়া শিশুর সুন্দর মুখের পানে কবাটের ছিদ্র পথে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল।

এ যে তাহারি স্বামীর সন্তান তাহা সে দেখিবামাত্রই চিনিতে পারিয়াছিল। চাহিয়া চাহিয়া সহসা তাহার দুই চোখ জলে ভরিয়া গেল, এবং দুই বাহু যেন সহস্র বাহু হইয়া উহাকে ছিনিয়া লইবার জন্য তাহার বক্ষপঞ্জর ভেদ করিয়া বাহিরে আসিতে চাহিল। তথাপি সে সাড়া দিতে, পা' বাড়াইতে পারিল না, পাথরের মূর্ত্তির মত একভাবে পলক বিহীন চক্ষে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কাহারো সাড়া না পাইয়া বৃন্দাবন কিছু বিস্মিত হইল।

আজ সকালে নিজের কাযে সে এই দিকে আসিয়াছিল, এবং কায সারিয়া ফিরিবার পথে ইহাদের দোর খোলা দেখিয়া কুঞ্জ ঘরে আছে মনে করিয়াই গাড়ী হইতে নামিয়া ভিতরে ঢুকিয়াছিল। কুঞ্জর কাছে তাহার বিশেষ আবশ্যক ছিল। গো-যান সজ্জিত দেখিয়া তাহার পুত্র 'চরণ' পূর্ব্বাহ্লেই চড়িয়া বসিয়াছিল, তাই সেও সঙ্গে ছিল।

বৃন্দাবন আবার ডাক দিল—"কেউ বাড়ী নেই নাকি?"

তথাপি সাড়া নাই।

চরণ কহিল—"জল খাবো বাবা, বড় তেষ্টা পেয়েচে।"

বৃন্দাবন বিরক্ত হইয়া ধমক্ দিল—"না, পায়নি, যাবার সময় নদীতে খাস্।"

সে বেচারা শুষ্কমুখে চুপ করিয়া রহিল।

সেদিন কুসুম লজ্জার প্রথম বেগটা কাটাইয়া দিয়া স্বচ্ছন্দে বৃন্দাবনের সুমুখে বাহির হইয়াছিল এবং প্রয়োজনীয় কথাবার্ত্তা অতি সহজেই কহিতে পারিয়াছিল, কিন্তু আজ তাহার সর্ব্বাঙ্গ লজ্জায় অবশ হইয়া আসিতে লাগিল।

চরণ পিপাসার কথা না জানাইলে সে বোধ করি কোন মতেই সুমুখে আসিতে পারিত না। সে একবার এক মুহূর্ত্ত দ্বিধা করিল, তারপর একখানি ক্ষুদ্র আসন হাতে করিয়া আনিয়া দাওয়ায় পাতিয়া দিয়া কাছে আসিয়া চরণকে কোলে করিয়া নিঃশব্দে ঘরে চলিয়া গেল।

বৃন্দাবন এ ইঙ্গিত বুঝিল, কিন্তু চরণ যে কি ভাবিয়া কথাটি না কহিয়া এই সম্পূর্ণ অপরিচিতার ক্রোড়ে উঠিয়া চলিয়া গেল, তাহা বুঝিতে পারিল না। পুত্রের স্বভাব পিতা ভাল করিয়াই জানিত।

এদিকে চরণ হতবুদ্ধি হইয়া গিয়াছিল। একেত এইমাত্র সে ধমক খাইয়াছে, তাহাতে অচেনা জায়গায় হঠাৎ কোথা হইতে কে বাহির হইয়া এমন ছোঁ মারিয়া কোন দিন কেহ তাহাকে লইয়া যায় নাই।

কুসুম ঘরের ভিতর লইয়া গিয়া তাহাকে বাতাসা দিল, তারপর কিছুক্ষণ নির্ণিমেষ চক্ষে চাহিয়া থাকিয়া সহসা প্রবল বেগে বুকের উপর টানিয়া লইয়া দুই বাহুতে দৃঢ়রূপে চাপিয়া ধরিয়া ঝর্ ঝর্ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

চরণ নিজেকে এই সুকঠিন বাহুপাশ হইতে মুক্ত করিবার চেষ্টা করিলে সে চোখ মুছিয়া বলিল, 'ছি, বাবা, আমি যে মা হই।'

ছেলের উপর বরাবরই তাহার ভয়ানক লোভ ছিল, কাহাকেও কোন মতে একবার হাতের মধ্যে পাইলে আর ছাড়িতে চাহিত না, কিন্তু আজিকার মত এমন বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধার ঝড় বুঝি আর কখনও তাহার মধ্যে উঠে নাই। বুক যেন তাহার ভাঙিয়া ছিঁড়িতে পড়িতে লাগিল। এই মনোহর সুস্থ সবল শিশু তাহারই হইতে পারিত, কিন্তু কেন হইল না? কে এমন বাদ সাধিল? সন্তান হইতে জননীকে বঞ্চিত করিবার এত বড়, অনধিকার সংসারে কা'র আছে? চরণকে সে যতই নিজের বুকের উপর অনুভব করিতে লাগিল, ততই তাহার বঞ্চিত, তৃষিত মাতৃ-হৃদয় কিছুতেই যেন সান্ত্বনা মানিতে চাহিল না। তাহার কেবলই মনে হইতে লাগিল তার নিজের ধন জোর করিয়া, অন্যায় করিয়া অপরে কাড়িয়া লইয়াছে।

কিন্তু চরণের পক্ষে অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল। এমন জানিলে সে বোধ করি নদীতেই জল খাইত। এই স্নেহের পীড়ন হইতে পিপাসা বোধ করি অনেক সুসহ হইতে পারিত। কহিল—"ছেড়ে দাও।"

কুসুম দুই হাতের মধ্যে তাহার মুখখানি লইয়া বলিল, "মা বল, তা'হলে ছেড়ে দেব।"

চরণ ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "না।"

"তা'হলে ছেড়ে দেবনা" বলিয়া কুসুম বুকের মধ্যে আবার চাপিয়া ধরিল। টিপিয়া, পিষিয়া চুমা খাইয়া তাহাকে হাঁপাইয়া তুলিয়া বলিল, "মা না বল্‌লে কিছুতেই ছেড়ে দেব না।"

চরণ কাঁদ কাঁদ হইয়া বলিল, 'মা।'

ইহার পরে ছাড়িয়া দেওয়া কুসুমের পক্ষে একেবারে অসম্ভব হইয়া উঠিল। আর একবার তাহাকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল।

বিলম্ব হইতেছিল। বাহির হইতে বৃন্দাবন কহিল, 'তোর জল খাওয়া হ'লরে চরণ?"

চরণ কাঁদিয়া বলিল, 'ছেড়ে দেয় না যে।'

কুসুম চোখ মুছিয়া ভাঙা গলায় কহিল, "আজ চরণ আমার কাছে থাক।"

বৃন্দাবন দ্বারের সন্নিকটে আসিয়া বলিল, "ও থাকৃতে পার্‌বে কেন? তা' ছাড়া এখনও খায়নি, মা বড় ব্যস্ত হবেন।"

কুসুম তেম্‌নি ভাবে জবাব দিল—"না, ও থাক্‌বে। আজ আমার বড় মন খারাপ হয়ে আছে।"

"মন খারাপ কেন?"

কুসুম সে কথার উত্তর দিল না।

ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "গাড়ী ফিরিয়ে দাও বেলা হয়েচে, আমি নদী থেকে চরণকে স্নান করিয়ে আনি।" বলিয়া আর

কোনরূপ প্রতিবাদের অপেক্ষা না করিয়া গামছা ও তেলের বাটি হাতে লইয়া চরণকে কোলে করিয়া নদীতে চলিয়া গেল।

বাটীর নীচেই স্বচ্ছ ও স্বল্পতোয়া নদী, জল দেখিয়া চরণ খুসী হইয়া উঠিল। তাহাদের গ্রামে নদী নাই, পুষ্করিণী আছে, কিন্তু তাহাকে নামিতে দেওয়া হয় না, সুতরাং এ সৌভাগ্য তাহার ইতিপূর্ব্বে ঘটে নাই। ঘাটে গিয়া সে স্থির হইয়া তেল মাখিল, এবং উপর হইতে হাঁটু জলে লাফাইয়া পড়িল। তাহার পর কিছুক্ষণ মাতামাতি করিয়া স্নান সারিয়া, কোলে চড়িয়া যখন ফিরিয়া আসিল, তখন মাতাপুত্রে বিলক্ষণ সদ্ভাব হইয়া গিয়াছে।

ছেলে কোলে করিয়া কুসুম সুমুখে আসিল। মুখ তাহার সম্পূর্ণ অনাবৃত। মাথার আঁচল ললাট স্পর্শ করিয়াছিল মাত্র। যাইবার সময় সে মন খারাপের কথা বলিয়া গিয়াছিল, কিন্তু দুঃখকষ্টের আভাস-মাত্রও বৃন্দাবন সে মুখে দেখিতে পাইল না। বরং সদ্য-বিকশিত গোলাপের মত ওষ্ঠাধর চাপা-হাসিতে ফাটিয়া পড়িতেছিল। তাহার আচরণে সঙ্কোচ বা কুণ্ঠা একেবারে নাই, সহজভাবে কহিল, "এবার তুমি যাও, স্নান করে এস।"

"তার পরে?"

"খাবে।"

"তার পরে?"

"খেয়ে একটু ঘুমোবে।"

"তার পরে?"

"যাও, আমি জানিনে। এই গামছা নাও—আর দেরী ক'র না"

বলিয়া সে সহাস্যে গামছাটা স্বামীর গায়ের উপর ছুড়িয়া ফেলিয়া দিল।

বৃন্দাবন, গামছা ধরিয়া ফেলিয়া একবার মুখ ফিরাইয়া একটা অতি দীর্ঘশ্বাস অলক্ষ্যে মোচন করিয়া শেষে কহিল, "বরং তুমি বিলম্ব করো না। চরণকে যা'হোক দুটো খাইয়ে দাও—আমাকে বাড়ী যেতেই হবে!"

"যেতেই হবে কেন? গাড়ী ফিরে গেলেই মা বুঝতে পারবেন।"

"ঠিক সেই জন্যেই গাড়ী ফিরে যায়নি, একটু আগে গাছতলায় দাঁড়িয়ে আছে।"

সম্বাদ শুনিয়া কুসুমের হাসি-মুখ মলিন হইয়া গেল। শুষ্কমুখে ক্ষণকাল স্থির থাকিয়া, মুখ তুলিয়া বলিল, "তা'হলে আমি বলি, মায়ের অমতে এখানে তোমার আসাই উচিত হয়নি।"

তাহার গূঢ় অভিমানের সুর লক্ষ্য করিয়া বৃন্দাবন হাসিল, কিন্তু, সে হাসিতে আনন্দ ছিল না। তার পরে সহজ ভাবে বলিল, "আমি এমন হয়ে মানুষ হয়েছি, কুসুম, যে মায়ের অমতে এ বাড়ীতে কেন, এ গ্রামেও পা দিতে পারতুম না। যাক্, সে কথা শেষ হয়ে গেছে, সে কথা তুলে কোন পক্ষেই আর লাভ নেই—তোমারও না, আমারও না। যাও, আর দেরী কোরো না, ওকে খাইয়ে দাওগে।" বলিয়া বৃন্দাবন ফিরিয়া গিয়া আসনে বসিল।

কুসুম চোখের জল চাপিয়া মৌন অধোমুখে ছেলে লইয়া ঘরে চলিয়া গেল।

ঘণ্টাখানেক পরে পিতা-পুত্রে গাড়ী চড়িয়া যখন গৃহে ফিরিয়া চলিল, তখন পথে চরণ জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা, মা অত কাঁদছিল কেন?"

বৃন্দাবন আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, "তোর মা হয় কে বলে দিলেরে ?"

চরণ জোর দিয়া কহিল, "হাঁ, আমার মা-ই'ত হয়—হয় না ?"

বৃন্দাবন এ কথার জবাব না দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তুই থাকৃতে পারিস তোর মার কাছে ?"

চরণ খুসি হইয়া মাথা নাড়িয়া বলিল, "পারি বাবা।"

"আচ্ছা" বলিয়া বৃন্দাবন মুখ ফিরাইয়া গাড়ীর একধারে শুইয়া পড়িল, এবং রৌদ্রতপ্ত স্বচ্ছ আকাশের পানে স্তব্ধ হইয়া চাহিয়া রহিল।

পরদিন অপরাহ্ন বেলায় কুসুম নদীতে জল আনিবার জন্য সদর দরজায় শিকল তুলিয়া দিতেছিল, একটি বার তের বছরের বালক এদিকে ওদিকে চাহিয়া কাছে আসিয়া বলিল, "তুমি কুঞ্জ বৈরাগীর বাড়ী দেখিয়ে দিতে পার ?"

"পারি, তুমি কোথা থেকে আস্‌চ ?"

"বাড়ল থেকে। পণ্ডিত মশাই চিঠি দিয়েছেন" বলিয়া সে মলিন উত্তরীয়ের মধ্যে হাত দিয়া একখানি চিঠি বাহির করিয়া দেখাইল।

কুসুমের শিরার রক্ত উত্তপ্ত হইয়া উঠিল। চাহিয়া দেখিল, উপরে তাহারই নাম। খুলিয়া দেখিল, অনেক লেখা—বৃন্দাবনের স্বাক্ষর।

কি কথা লেখা আছে তাহাই জানিবার উন্মত্ত আগ্রহ সে প্রাণপণে দমন করিয়া ছেলেটিকে ভিতরে ডাকিয়া আনিয়া প্রশ্ন করিল, "তুমি পণ্ডিত মশাই কাকে বল্‌ছিলে ? কে তোমার হাতে চিঠি দিলে ?"

ছেলেটি আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, "পণ্ডিত মশাই দিলেন।"

কুসুম পাঠশালার কথা জানিত না, বুঝিতে না পারিয়া আবার প্রশ্ন করিল, তুমি চরণের বাপকে চেনো ?

"চিনি,—তিনিইত পণ্ডিত মশাই।"

"তার কাছে তুমি পড় ?"

"আমি পড়ি, পাঠশালে আরো অনেক পোড়ো আছে ?"

কুসুম উৎসুক হইয়া উঠিল, এবং তাহাকে প্রশ্ন করিয়া এ সম্বন্ধে সমস্ত সম্বাদ জানিয়া লইল। পাঠশালা বাটীতে প্রতিষ্ঠিত, বেতন লাগে না, পণ্ডিত মশাই নিজেই বই, শ্লেট, পেন্‌সিল প্রভৃতি কিনিয়া দেন, যে সকল দরিদ্র ছাত্র দিনের বেলা অবকাশ পায় না, তাহারা সন্ধ্যার সময় পড়িতে আসে, এবং ঠাকুরের আরতি শেষ হইয়া গেলে প্রসাদ খাইয়া কলরব করিয়া ঘরে ফিরিয়া যায়। দুই জন বয়স্ক ছাত্র, পাঠশালে ইংরাজি পড়ে ইত্যাদি যাবতীয় তথ্য জানিয়া লইয়া কুসুম ছেলেটিকে মুড়ি, বাতাসা প্রভৃতি দিয়া বিদায় করিয়া চিঠি খুলিয়া বসিল।

সুখের স্বপ্ন কে যেন প্রবল ঝাঁকানি দিয়া ভাঙিয়া দিল। পত্র তাহাকেই লেখা বটে, কিন্তু একটা সম্ভাষণ নাই, একটা স্নেহের কথা নাই, একটু আশীর্ব্বাদ পর্য্যন্ত নাই। অথচ, এই তাহার প্রথম পত্র। ইতিপূর্ব্বে আর কেহ তাহাকে পত্র লেখে নাই সত্য, কিন্তু সে তার সঙ্গিনীদের অনেকেরই চিঠিপত্র দেখিয়াছে—তাহাতে ইহাতে কি কঠোর প্রভেদ ! আগাগোড়া কাযের কথা। কুঞ্জনাথের বিবাহের কথা। এই কথা বলিতেই সে কাল আসিয়াছিল। বৃন্দাবন জানাইয়াছে, মা সম্বন্ধ স্থির করিয়াছেন এবং সমস্ত ব্যয়ভার তিনিই বহিবেন। সব দিক দিয়াই এ বিবাহ প্রার্থনীয়, কেন না, ইহাতে কুঞ্জনাথের এবং সেই সঙ্গে তাহারও সাংসারিক দুঃখ কষ্ট ঘুচিবে। এই ইঙ্গিতটা প্রায় স্পষ্ট করিয়াই দেওয়া হইয়াছে।

একবার শেষ করিয়া সে আর একবার পড়িবার চেষ্টা করিল, কিন্তু, এবার সমস্ত অক্ষরগুলা তাহার চোখের সুমুখে নাচিয়া বেড়াইতে লাগিল। সে চিঠিখানা বন্ধ করিয়া ফেলিয়া কোন মতে ঘরে আসিয়া শুইয়া পড়িল। তাহাদের এত বড় সৌভাগ্যের সম্ভাবনাও তাহার মনের মধ্যে একবিন্দু পরিমাণও আনন্দের আভাস জানাইতে পারিল না।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

মাস খানেক হইল কুঞ্জনাথের বিবাহ হইয়া গিয়াছে। বৃন্দাবন সেদিন হইতে আর আসে নাই। বিবাহের দিনেও জ্বর হইয়াছে বলিয়া অনুপস্থিত ছিল। মা চরণকে লইয়া শুধু সেই দিনটীর জন্য আসিয়াছিলেন, কারণ, গৃহদেবতা ফেলিয়া রাখিয়া কোথাও তাঁহার থাকিবার যো ছিল না। শুধু চরণ আরও পাঁচ ছয় দিন ছিল। মনের মত নূতন মা পাইয়াই হোক, বা নদীতে স্নান করিবার লোভেই হোক, সে ফিরিয়া যাইতে চাহে নাই, পরে, তাহাকে জোর করিয়া লইয়া যাওয়া হইয়াছিল। সেই অবধি কুসুমের জীবন দুর্ভর হইয়া উঠিয়াছিল।

এই বিবাহ না হইতেই সে যে সমস্ত আশঙ্কা করিয়াছিল, তাহাই এখন অক্ষরে অক্ষরে ফলিবার উপক্রম করিতেছিল। দাদাকে সে ভাল মতেই চিনিত, ঠিক বুঝিয়াছিল দাদা শাশুড়ীর পরামর্শে এই দুঃখকষ্টের সংসার ছাড়িয়া ঘর-জামাই হইবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিবে। ঠিক তাহাই হইয়াছিল। যে মাথায় টোপর পরিয়া কুঞ্জ বিবাহ করিতে গিয়াছিল, সেই মাথায় আর ধামা বহিতে চাহিল না। নলডাঙার লোক শুনিলে কি বলিবে? বিবাহের সময় বৃন্দাবনের জননী কৌশল করিয়া কিছু নগদ টাকা দিয়াছিলেন, তাহাতে কিছু মাল খরিদ করিয়া, বাহিরে পথের ধারে একটা চালা বাঁধিয়া, সে মনোহারীর দোকান খুলিয়া বসিল। এক পয়সাও বিক্রী হইল না। অথচ, এই একমাসের মধ্যেই সে নূতন জামা কাপড় পরিয়া, জুতা পায়ে দিয়া, তিন চারিবার শ্বশুরবাড়ী যাতায়াত করিল। পূর্ব্বে কুঞ্জ কুসুমকে

ভারী ভয় করিত, এখন আর করে না। চাল-ডাল নাই জানাইলে সে চুপ করিয়া দোকানে গিয়া বসে, না হয়, কোথায় সরিয়া যায়— সমস্ত দিন আসে না। চারিদিকে চাহিয়া কুসুম প্রমাদ গণিল। তাহার যে কয়েকটি জমানো টাকা ছিল, তাহাই খরচ হইয়া প্রায় নিঃশেষ হইয়া আসিল, তথাপি কুঞ্জ চোখ মেলিল না। নূতন দোকানে বসিয়া সারাদিন তামাক খায় এবং ঝিমায়। লোক জুটিলে শ্বশুর-বাড়ীর গল্প, এবং নূতন বিষয়-আশয়ের ফর্দ্দ তৈয়ারী করে।

সে দিন সকালে উঠিয়া কুঞ্জ নূতন বার্ণিশ-করা জুতায় তেল মাখাইয়া চকচকে করিতেছিল, কুসুম রান্নাঘর হইতে বাহিরে আসিয়া ক্ষণকাল চাহিয়া কহিল, "আবার আজও নলডাঙায় যাবে বুঝি?"

কুঞ্জ, "হুঁ" বলিয়া নিজের মনে কায করিতে লাগিল।

খানিক পরে কুসুম মৃদু কণ্ঠে কহিল, "সেখানে এই ত সে দিন গিয়েছিলে দাদা। আজ একবার আমার চরণকে দেখে এসো। অনেকদিন ছেলেটার খবর পাইনি, বড় মন খারাপ হয়ে আছে।"

কুঞ্জ উত্ত্যক্ত হইয়া কহিল, "তোর সব তাতেই মন খারাপ হয়। সে ভাল আছে।"

কুসুমের রাগ হইল। কিন্তু, সম্বরণ করিয়া বলিল, "ভালই থাক। তবু একবার দেখে এসোগে, শ্বশুরবাড়ী কাল যেয়ো।"

কুঞ্জ গরম হইয়া উঠিল, "কাল গেলে কি করে হবে? সেখানে একটি পুরুষ মানুষ পর্য্যন্ত নেই। ঘরবাড়ী বিষয়-আশয় কি হচ্চে, না হচ্চে— সব ভার আমার মাথায়—আমি একা মানুষ কত দিক সাম্‌লাই বল্‌ত?"

দাদার কথার ভঙ্গিতে এবার কুসুম রাগিয়াও হাসিয়া ফেলিল, হাসিতে হাসিতে বলিল, "পারবে সামলাতে দাদা। তোমার পায়ে পড়ি, আজ একবারটি যাও—কি জানি, কেন, সত্যিই তার জন্যে বড় মন কেমন কচ্ছে।"

কুঞ্জ জুতা জোড়াটা হাত দিয়া ঠেলিয়া দিয়া অতি রুক্ষ স্বরে কহিল,— "আমি পারব না যেতে। বৃন্দাবন আমার বিয়ের সময় আসেনি, কেন, এতই কি যে আমার চেয়ে বড় লোক যে একবার আসতে পারলে না শুনি ?"

কুসুমের উত্তরোত্তর অসহ্য হইয়া উঠিতেছিল, তথাপি সে শান্ত ভাবে বলিল, "তাঁর জ্বর হয়েছিল।"

"হয়নি। নলডাঙায় বসে মা খবর শুনে বললেন, মিছে কথা। চালাকি। তাঁকে ঠকানো সোজা কায নয় কুসুম, তিনি ঘরে বসে রাজ্যের খবর দিতে পারেন, তা' জানিস ? নেমকহারাম আর কা'কে বলে, একেই বলে। আমি তার মুখ দেখতেও চাইনে।" বলিয়া কুঞ্জ গম্ভীর ভাবে রায় দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া জুতা পায়ে দিল।

কুসুম বজ্রাহতের মত কয়েক মুহূর্ত্ত স্তব্ধ থাকিয়া ধীরে ধীরে বলিল, "—নেমকহারাম তিনি! নুন তাঁকে সেই দিন বেশী করে খাইয়েছিলে, যেদিন ডেকে এনে, ভয়ে, পালিয়ে গিয়েছিলে। দাদা, তুমি এমন হয়ে যেতে পার এ বোধ করি আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারতুম না।"

কুঞ্জর তরফে এ অভিযোগের জবাব ছিল না। তাই, সে যেন শুনিতেই পাইল না এই রকম ভাব করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

কুসুম পুনরপি কহিল, "যা' তুমি তোমার বিষয় আশয় বল্‌চ, সে কা'র হতে? কে তোমার বিয়ে দিয়ে দিলে?"

কুঞ্জ ফিরিয়া দাঁড়াইয়া জবাব দিল—"কে কার বিয়ে দিয়ে দেয়? মা বল্‌লেন, ফুল ফুট্‌লে কেউ আট্‌কাতে পারে না! বিয়ে আপনি হয়!"

"আপনি হয়?"

"হয়ই ত।"

কুসুম আর কথা কহিল না, ধীরে ধীরে ঘরে চলিয়া গেল। লজ্জায় ঘৃণায় তাহার বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল। ছি ছি, এসব কথা যদি তাঁরা শুনিতে পান! শুনিলে, প্রথমেই তাঁহাদের মনে হইবে এই দুটি ভাই-বোন্ এক ছাঁচে ঢালা!

মিনিট কুড়ি পরে নূতন জুতার মচ্ মচ্ শব্দ শুনিয়া কুসুম বাহিরে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কবে ফির্‌বে?"

"কাল সকালে।"

"আমাকে বাড়ীতে একা ফেলে রেখে যেতে তোমার ভয় করে না, লজ্জা হয় না?"

"কেন, এখানে কি বাঘ ভালুক আছে তোকে খেয়ে ফেল্‌বে? আমি সকালেইত ফিরে আস্‌ব" বলিয়া কুঞ্জ শ্বশুরবাড়ী চলিয়া গেল।

কুসুম ফিরিয়া গিয়া জ্বলন্ত উনানে জল ঢালিয়া দিয়া বিছানায় আসিয়া শুইয়া পড়িল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

অনুতপ্ত দুষ্কৃতকারী নিরুপায় হইলে যেমন করিয়া নিজের অপরাধ স্বীকার করে, ঠিক তেম্‌নি মুখের চেহারা করিয়া বৃন্দাবন জননীর কাছে আসিয়া বলিল, "আমাকে মাপ কর মা, হুকুম দাও, আমি খুঁজে পেতে তোমাকে একটি দাসী এনে দিই। চিরকাল এই সংসার ঘাড়ে নিয়ে তোমাকে সারা হয়ে যেতে আমি কিছুতেই দেব না।"

মা ঠাকুর ঘরে পূজার সাজ প্রস্তুত করিতেছিলেন, মুখ তুলিয়া বলিলেন, "কি কর্‌বি ?"

"তোমার দাসী আন্‌ব। যে, চরণকে দেখ্‌বে, তোমার সেবা কর্‌বে, আবশ্যক হলে এই ঠাকুর ঘরের কায কর্‌তেও পারবে—হুকুম দেবেত না ?" প্রশ্ন করিয়া বৃন্দাবন উৎসুক ব্যথিত দৃষ্টিতে জননীর মুখের পানে চাহিয়া রহিল।

মা এবার বুঝিলেন। কারণ স্বজাতি ভিন্ন এ ঘরে প্রবেশাধিকার সাধারণ দাসীর ছিল না। কিছুক্ষণ মৌন থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "একি তুই সত্যি বল্‌চিস বৃন্দাবন ?"

"সত্যি বই কি মা। ছেলে বেলা মিথ্যে বলে থাকি ত সে তুমি জান, কিন্তু, বড় হয়ে তোমার সাম্‌নে কখন ত মিথ্যে বলিনি মা।"

"আচ্ছা, ভেবে দেখি" বলিয়া মা একটু হাসিয়া কাযে মন দিলেন।

বৃন্দাবন সুমুখে আসিয়া বসিল। কহিল, "সে হবে না মা। তোমাকে আমি ভাব্‌তে সময় দেব না। যাহোক্‌ একটা হুকুম নিয়ে এ ঘর থেকে বার হব বলে এসেছি, হুকুম নিয়েই যাব।"

"কেন ভাব্‌তে সময় দিবিনে ?"

"তার কারণ আছে মা। তুমি ভেবে চিন্তে যা' বলবে সে শুধু তোমার নিজের কথাই হবে, আমার মায়ের হুকুম হবে না। আমি ভাল-মন্দ পরামর্শ চাইনে—শুধু অনুমতি চাই।"

মা মুখ তুলিয়া ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন, "কিন্তু, একদিন যখন অনুমতি দিয়েছিলুম, সাধা-সাধি করেছিলুম, তখন ত শুনিস্‌নি বৃন্দাবন ?"

"তা' জানি। সেই পাপের ফলই এখন চারিদিক থেকে ঘিরে ধরেচে" বলিয়া বৃন্দাবন মুখ নত করিল।

সে যে এখন শুধু তাঁহাকেই সুখী করিবার জন্য এই প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছে এবং, ইহা কাযে পরিণত করিতে তাহার যে কিরূপ বাজিবে, ইহা নিশ্চিত বুঝিয়া মা'র চোখে জল আসিল। তিনি সংক্ষেপে কহিলেন, "এখন থাক্‌ বৃন্দাবন, দু'দিন পরে ব'ল্‌ব।"

বৃন্দাবন জিদ্‌ করিয়া কহিল, "যে কারণে ইতস্ততঃ করচ মা, তা' দুদিন পরেও হবে না। যে তোমাকে অপমান করেচে, ইচ্ছে হয় তাকে তুমি ক্ষমা কোরো, কিন্তু, আমি কোরবোনা। আর পারিনে মা, আমাকে অনুমতি দাও, আমি একটু সুস্থ হয়ে বাঁচি।"

মা মুখ তুলিয়া আবার চাহিলেন। ক্ষণকাল ভাবিয়া একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "আচ্ছা, অনুমতি দিলুম।"

এ নিঃশ্বাসের মর্ম্ম বৃন্দাবন বুঝিল, কিন্তু, সেও আর কথা কহিল না। নিঃশব্দে পায়ে মাথা ঠেকাইয়া পায়ের ধূলা মাথায় লইয়া ঘরের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল।

"পণ্ডিত মশাই, আপনার চিঠি" বলিয়া পাঠশালের এক ছাত্র আসিয়া একখানি পত্র হাতে দিল।

মা ভিতর হইতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কা'র চিঠি বৃন্দাবন?"

"জানিনে মা, দেখি" বলিয়া বৃন্দাবন অন্যমনস্কের মত নিজের ঘরে চলিয়া গেল। খুলিয়া দেখিল, মেয়েলি অক্ষরে পরিষ্কার স্পষ্ট লেখা। কাটাকুটি নাই, বর্ণাশুদ্ধি নাই, উপরে "শ্রীচরণকমলেষু" পাঠ লেখা আছে কিন্তু নীচে দস্তখত্ নাই। কুসুমের হস্তাক্ষর সে পূর্ব্বে না দেখিলেও, তৎক্ষণাৎ বুঝিল,ইহা তাহারই পত্র।

সে লিখিয়াছে—"দাদাকে দেখিলে এখন তুমি আর চিনিতে পারিবে না। কেন, তাহা, অপরকে কিছুতেই বলা যায়না, এমন কি, তোমাকে বলিতেও আমার লজ্জায় মাথা হেঁট হইতেছে। তিনি আবার আজিও শ্বশুরবাড়ী গেলেন। হয়ত, কাল ফিরিবেন। নাও ফিরিতে পারেন, কারণ, বলিয়া গিয়াছেন, এখানে বাঘ ভালুক নাই, একা পাইয়া আমাকে কেহ খাইয়া ফেলিবে এ আশঙ্কা তাঁহার নাই। তোমার অত সাহস যদি না থাকে, আমার চরণকে দিয়া যাও।"

সকালে দাদার উপর অভিমান করিয়া কুসুম উনানে জল ঢালিয়া দিয়াছিল, আর তাহা জ্বালে নাই। সারা দিন অভুক্ত। ভয়ে ভাবনায় সহস্র বার ঘর বার করিয়া যখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গেল, কেহ আসিবে এ ভরসা আর যখন রহিলনা এবং এই নির্জ্জন নিস্তব্ধ বাটীতে সমস্ত রাত্রি নিজেকে নিছক একাকী কল্পনা করিয়া যখন বারম্বার তাহার গায়ে কাঁটা দিতে লাগিল, এম্‌নি সময়ে বাহিরে চরণের সুতীক্ষ্ণ কণ্ঠের মাতৃ-সম্বোধন

শুনিয়া তাহার জল-মগ্ন মন অতল জলে যেন অকস্মাৎ মাটিতে পা'দিয়া দাঁড়াইল।

সে ছুটিয়া আসিয়া চরণকে কোলে তুলিয়া লইল এবং তাঁহার মুখ নিজের মুখের উপর রাখিয়া, সে যে একলা নহে, ইহাই প্রাণ ভরিয়া অনুভব করিতে লাগিল।

চরণ চাকরের সঙ্গে আসিয়াছিল। রাত্রে আহারাদির পরে কুঞ্জ-নাথের নূতন দোকানে তাহার স্থান করা হইল। বিছানায় শুইয়া ছেলেকে বুকের কাছে টানিয়া কুসুম নানাবিধ প্রশ্ন করিয়া শেষে চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করিল, "হাঁ চরণ, তোমার বাবা কি কচ্চেন ?"

চরণ ধড় ফড়্ করিয়া উঠিয়া গিয়া তাহার জামার পকেট হইতে একটি ছোট পুঁটুলি আনিয়া তাহার হাতে দিয়া বলিল, "আমি ভুলে গেছি মা, বাবা তোমাকে দিলেন।"

কুসুম হাতে লইয়াই বুঝিল তাহাতে টাকা আছে।

চরণ কহিল, "দিয়েই বাবা চলে গেলেন।"

কুসুম ব্যগ্র হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কোথা থেকে চলে গেলেন রে ?"

চরণ হাত তুলিয়া বলিল, "ঐ যে হোথা থেকে।"

"এ পারে এসেছিলেন তিনি ?"

চরণ মাথা নাড়িয়া কহিল, "হাঁ এসেছিলেন ত'।"

কুসুম আর প্রশ্ন করিল না। নিদারুণ অভিমানে স্তব্ধ হইয়া পড়িয়া রহিল। সেই যে দিন দ্বিপ্রহরে তিনি একবিন্দু জল পর্য্যন্ত না খাইয়া চরণকে লইয়া চলিয়া গেলেন, সেও রাগ করিয়া দ্বিতীয় অনুরোধ করিল না, বরং, শক্ত কথা শুনাইয়া দিল, তখন হইতে আর একটি দিনও তিনি দেখা

দিলেন না। আগে এই পথে তাঁহার কত প্রয়োজন ছিল, এখন, সে প্রয়োজন একেবারে মিটিয়া গিয়াছে! তাঁর মিটিতে পারে, কিন্তু, অন্তর্যামী জানেন, সে কেমন করিয়া দিনের পর দিন, প্রভাত হইতে সন্ধ্যা কাটাইতেছে। পথে গরুর গাড়ীর শব্দ শুনিলেও তাহার শিরার রক্ত কি ভাবে উদ্দাম হইয়া উঠে, এবং, কি আশা করিয়া সে আড়ালে দাঁড়াইয়া একদৃষ্টে চাহিয়া থাকে। দাদার বিবাহের রাত্রে আসিলেন না, আজ আসিয়াও দ্বারের বাহির হইতে নিঃশব্দে ফিরিয়া গেলেন।

তাহার সে দিনের কথা মনে পড়িল। দাদা যেদিন বালা ফিরাইতে গিয়া তাঁহার মুখ হইতে শুনিয়া আসিয়াছিল, "ভগবান তাহাদের জিনিস তাহাদিগকেই প্রত্যার্পণ করিয়া সতর্ক করিয়া দিয়াছেন।"

অবশেষে সত্যই এই যদি তাঁহার মনের ভাব হইয়া থাকে! সে নিজে আঘাত দিতে ত বাকী রাখে নাই। বারম্বার প্রত্যাখ্যান করিয়াছে, মাকেও অপমান করিতে ছাড়ে নাই! ক্ষণকালের নিমিত্ত সে কোন-মতেই ভাবিয়া পাইল না, সেদিন এত বড় দুর্ম্মতি তাহার কি করিয়া হইয়াছিল! যে সম্বন্ধ সে চিরদিন প্রাণপণে অস্বীকার করিয়া আসিয়াছে, এখন তাহারি বিরুদ্ধে তাহার সমস্ত দেহ মন বিদ্রোহ করিয়া উঠিল। সে ভয়ানক ক্রুদ্ধ হইয়া তর্ক করিতে লাগিল, "কেন, একি আমার নিজের হাতে গড়া সম্বন্ধ, যে আমি 'না-না' করিলেই তাহা উড়িয়া যাইবে! তাই যদি যাইবে, সত্যই তিনি যদি স্বামী ন'ন, হৃদয়ের সমস্ত ভক্তি আমার, অন্তরের সমস্ত কামনা আমার, তাঁহারি উপরে এমন করিয়া একাগ্র হইয়া উঠিয়াছে কি জন্য? শুধু একটি দিনের ছুটো তুচ্ছ সাংসারিক কথাবার্ত্তায়, একটি বেলার অতি ক্ষুদ্র একটু খানি সেবায়

এত ভালবাসা আসিল কোথা দিয়া ? সে জোর করিয়া বারম্বার বলিতে লাগিল—কখন সত্য নয়, আমার দুর্নাম কিছুতেই সত্য হইতে পারে না, এ আমি যে কোন শপথ করিয়া বলিতে পারি। মা শুধু অপমানের জ্বালায় আত্মহারা হইয়া এই দুরপনেয় কলঙ্ক আমার সঙ্গে বাঁধিয়া দিয়া গিয়াছেন।"

খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া আবার মনে মনে বলিল, "মা মরিয়াছে, সত্য-মিথ্যা প্রমাণ হইবার আর পথ নাই, কিন্তু আমি যাই বলিনা কেন, তিনি নিজে ত জানেন, আমিই তাঁর ধর্ম্মপত্নী, তবে কেন তিনি আমার এই অন্যায় স্পর্দ্ধা গ্রাহ্য করিবেন ? কেন জোর করিয়া আসেন না ? কেন আমার সমস্ত দর্প পা দিয়া ভাঙিয়া গুঁড়াইয়া দিয়া যেথায় ইচ্ছা টানিয়া লইয়া যান না ? অস্বীকার করিবার, প্রতিবাদ করিবার আমি কেহ নয়, কিন্তু তাহা মানিয়া লইবার অধিকার তাঁহারও ত নাই !"

হঠাৎ তাহার সর্ব্বশরীর শিহরিয়া উঠিতেই বক্ষলগ্ন চরণের তন্দ্রা ভাঙ্গিয়া গেল—"কি মা ?"

কুসুম তাহাকে বুকে চাপিয়া, চুপি চুপি বলিল,—"কা'কে বেশী ভাল বাসিস্ বল্ ত চরণ ? তোর বাবাকে, না, আমাকে ?"

চরণ তৎক্ষণাৎ জবাব দিল, "তোমাকে মা।"

"বড় হয়ে তোর মাকে খেতে দিবি চরণ ?"

"হাঁ' দেব।"

"তোর বাবা যখন আমাকে তাড়িয়ে দেবে, তখন মাকে আশ্রয় দিবি ত ?"

"হাঁ দেব।"

কোন্ অবস্থায় কি দিতে হইবে ইহা সে বোঝে নাই, কিন্তু কোনো অবস্থাতেই নূতন মাকে তাহার অদেয় কিছু নাই, ইহা সে বুঝিয়াছিল।

কুসুমের চোখ দিয়া ফোঁটা ফোঁটা জল ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। চরণ ঘুমাইয়া পড়িলে, সে চোখ মুছিয়া তাহার পানে চাহিয়া মনে মনে কহিল—"ভয় কি! আমার ছেলে আছে, আর কেহ আশ্রয় না দিক, সে দেবেই!"

পরদিন সূর্য্যোদয়ের কিছু পরে মাতাপুত্র নদী হইতে স্নান করিয়া আসিয়াই দেখিল একটি প্রৌঢ়া নারী প্রাঙ্গণের মাঝখানে দাঁড়াইয়া নানাবিধ প্রশ্ন করিতেছেন এবং কুঞ্জনাথ সবিনয়ে যথাযোগ্য উত্তর দিতেছে। ইনি কুঞ্জনাথের শাশুড়ী। শুধু, কৌতূহলবশে জামাতার কুটীর খানি দেখিতে আসেন নাই, নিজের চোখে দেখিয়া নিশ্চয় করিতে আসিয়াছেন, একমাত্র কন্যা-রত্নকে কোনদিন এখানে পাঠানো নিরাপদ কিনা!

হঠাৎ কুসুমকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া তিনি অবাক হইয়া তাহার মুখপানে চাহিয়া রহিলেন। তাহার সিক্ত বসনে যৌবনশ্রী আঁটিয়া রাখিতে পারিতেছিলনা। দেহের তপ্তকাঞ্চন বর্ণ ভিজা কাপড় ফুটিয়া বাহির হইতেছিল, আর্দ্র এলো চুলের রাশি সমস্ত পিঠ ব্যাপিয়া জানু স্পর্শ করিয়া ঝুলিতেছিল। তাহার বাম কক্ষে পূর্ণ কলস, ডান হাতে চরণের বাম হাত ধরা। তাহার হাতেও একটি ক্ষুদ্র জলপূর্ণ ঘটি। সংসারে এমন মাতৃমূর্ত্তি কদাচিৎ চোখে পড়ে এবং যখন পড়ে

তখন অবাক হইয়াই চাহিয়া থাকিতে হয়।) কুঞ্জনাথও হাঁ করিয়া চাহিয়া আছে দেখিয়া কুসুমের লজ্জা করিয়া উঠিল, সে ব্যস্ত হইয়া 'চলিয়া যাইবার উপক্রম করিতেই কুঞ্জর শাশুড়ী বলিয়া উঠিলেন, "এই কুসুম বুঝি ?"

কুঞ্জ খুসী হইয়া কহিল "হাঁ মা, আমার বোন্।"

সমস্ত প্রাঙ্গণটাই গোময় দিয়া নিকানো, তা'ই কুসুম সেই খানেই ঘড়াটা নামাইয়া রাখিয়া প্রণাম করিল। মায়ের দেখাদেখি চরণও প্রণাম করিল।

তিনি বলিলেন, "এ ছেলেটিকে কোথায় দেখেচি যেন।"

ছেলেটি তৎক্ষণাৎ আত্ম পরিচয় দিয়া কহিল, "আমি চরণ। ঠাকুমার সঙ্গে আপনাদের বাড়ীতে মামাবাবুর মেয়ে দেখ্‌তে গিয়েছিলুম।"

কুসুম সস্নেহে হাসিয়া তাহাকে কোলের কাছে টানিয়া লইয়া বলিল —"ছি, বাবা বল্‌তে নেই। মামীমাকে দেখ্‌তে গিয়েছিলুম বল্‌তে হয়।"

কুঞ্জর শাশুড়ী বলিলেন, "বেন্দা বোষ্টমের ছেলে বুঝি ? এক ফোঁটা ছোঁড়ার কথা দেখ !"

দারুণ বিস্ময়ে কুসুমের হাসি-মুখ এক মুহূর্ত্তে কালী হইয়া গেল। সে একবার দাদার মুখের প্রতি চাহিল, একবার এই নিরতিশয় অশিক্ষিতা অপ্রিয়বাদিনীর মুখের প্রতি চাহিল, তার পর, ঘড়া তুলিয়া লইয়া ছেলের হাত ধরিয়া রান্নাঘরে চলিয়া গেল। অকস্মাৎ একি ব্যাপার হইয়া গেল !

কুঞ্জ নির্ব্বোধ হইলেও শাশুড়ীর এত বড় রুক্ষ কথাটা তাহার কাণে

বাজিল, বিশেষ ভগিনীকে ভাল করিয়াই চিনিত, তাহার মুখ দেখিয়া মনের কথা স্পষ্ট অনুমান করিয়া সে অন্তরে উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল।

সে বুঝিয়াছিল, কুসুম ইহাকে আর কিছুতেই দেখিতে পারিবে না। তাহার শাশুড়ীও মনে মনে লজ্জা পাইয়াছিল। ঠিক এইরূপ বলা তাহারও অভিপ্রায় ছিল না। শুধু শিক্ষা ও অভ্যাসের দোষেই মুখ দিয়া বাহির হইয়া গিয়াছিল।

রান্নাঘর হইতে কুসুম গোকুলের বিধবার দিকে ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিল। বয়স, চল্লিশ পূর্ণ হয় নাই। পরণে থান কাপড়, কিন্তু, গলায় সোণার হার, কাণে মাকড়ি, বাহুতে তাগা এবং বাজু—নিজের শাশুড়ীর সহিত তুলনা করিয়া ঘৃণা বোধ হইতে লাগিল।

দাদার সহিত তাঁহার কথাবার্ত্তা হইতেছিল, কি কথা তাহা শুনিতে না পাইলেও, ইহা যে তাহারই সম্বন্ধে হইতেছে, তাহা বেশ বুঝিতে পারিল।

তিনি পান এবং দোক্তাটা কিছু বেশী খান। সকাল হইতে সুরু করিয়া সারাদিনই সেটা ঘন ঘন চলিতে লাগিল। স্নানান্তে তিলক-সেবা অনুষ্ঠানটি নিখুঁত করিয়া সম্পন্ন করিলেন। এই দুটি ব্যাপারের সমস্ত আয়োজন সঙ্গে করিয়াই আনিয়াছিলেন। ছোট আর্শিটি পর্য্যন্ত ভুলিয়া আসেন নাই।

কুসুম নিত্য পূজা সারিয়া, রাঁধিতে বসিয়া ছিল, তিনি কাছে আসিয়া বসিলেন। এদিক ওদিক চাহিয়া একটু হাসিয়া বলিলেন, "কইগা, তোমার গলায় মালা নেই, তেলক-সেবা কর্‌লে না, কি রকম বোষ্টমের মেয়ে তুমি বাছা?"

কুসুম সংক্ষেপে কহিল, "আমি ওসব করিনে।"

"করিনে, বল্‌লে চল্‌বে কেন ?" লোকে তোমার হাতে জল পর্য্যন্ত খাবে না যে!—"

কুসুম ফিরিয়া বসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার তা'হলে আলাদা রান্নাঘর যোগাড় করে দি ?"

"আমি আপনার লোক, তোমার হাতে না হয় খেলুম—কিন্তু পরে খাবে না ত।"

কুসুম জবাব দিল না।

কুঞ্জ আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "চরণ কখন এল কুসুম ?"

"কাল সন্ধ্যার সময়।"

কুঞ্জর শাশুড়ী কহিলেন, "এই শুনি, বেন্দা বোষ্টম আর নেবে না, কিন্তু ছেলে চাকর পাঠিয়ে দিয়েচে ত!"

কুঞ্জ আশ্চর্য্য হইয়া প্রশ্ন করিল, "তুমি কোথায় শুন্‌লে মা ?"

মা গাম্ভীর্য্যের সহিত বলিলেন, "আমার আরও চারটে চোক কাণ আছে। তা' সত্যি কথা বাছা। তারা এত সাধাসাধি হাঁটাহাঁটি কর্‌লে তবু তোমার বোন রাজী হ'ল না। লোকে নানা কথা বল্‌বেই ত। পাড়ায় পাঁচ জন ছেলে ছোক্‌রা আছে, তোমার বোনের এই সোমত্ত বয়স, এমন কাঁচা সোণার রঙ—লোকে কথায় বলে মন না মতি, পা ফস্‌কাতে, মন টল্‌তে, মানুষের কতক্ষণ বাছা ?"

কুঞ্জ সায় দিয়া বলিল, "সে ঠিক কথা মা।"

কুসুম সহসা মুখ তুলিয়া ভীষণ ভ্রুকুটি করিয়া কহিল, "তুমি এখানে বসে কি কচ্চ দাদা! উঠে যাও।"

কুঞ্জ থতমত খাইয়া উঠিতে গেল, কিন্তু তাহার শাশুড়ী উষ্ণ হইয়া বলিলেন, "দাদাকে ঢাক্‌লেই ত আর লোকের চোখ ঢাকা পড়্‌বে না বাছা! এই যে তুমি নদীতে চান করে, ভিজে কাপড়ে চুল এলিয়ে দিয়ে এলে, ও দেখ্‌লে মুনির মন টলে কি না, তোমার দাদাই বুকে হাত দিয়ে বলুক দেখি?"

কুসুম চেঁচাইয়া উঠিল, "তোমার পায়ে পড়ি দাদা, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনো না—যাও এখান থেকে।"

তাহার চীৎকার ও চোখ মুখ দেখিয়া কুঞ্জ শশব্যস্তে উঠিয়া পলাইল। কুসুম উনান হইতে তরকারির কড়াটা দুম্ করিয়া নীচে নামাইয়া দিয়া দ্রুতপদে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

কুঞ্জর শাশুড়ী মুখ কালী করিয়া বসিয়া রহিলেন। তাঁহার সমকক্ষ কলহ-বীর সংসারে নাই, ইহাই ছিল তাঁহার ধারণা; এই সহায়-সম্বল হীন মেয়েটা তাঁহাকে যে এমন হতভম্ব করিয়া দিয়া উঠিয়া যাইতে পারে, ইহা তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নাই।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

কেন, তাহা না বুঝিলেও সেদিন দাদার শাশুড়ী যে বিবাদ-সঙ্কল্প করিয়াই এখানে আসিয়াছিলেন, তাহাতে কুসুমের সন্দেহ ছিল না। তা'ছাড়া তাঁহার বলার মর্ম্মটা ঠিক এই রকম শুনাইল, যেন বৃন্দাবন এক সময়ে গ্রহণেচ্ছু থাকা সত্বেও কুসুম বিশেষ কোন গূঢ় কারণে যায় নাই। সেই গূঢ় কারণটি সম্ভবতঃ কি, তাহা তাঁহার ত অগোচর নাই-ই, বৃন্দাবন নিজেও আভাস পাইয়া সে প্রস্তাব পরিত্যাগ করিয়াছে। এই ইঙ্গিতই কুসুমকে অমন আত্মহারা করিয়া ফেলিয়াছিল। তথাপি অমন করিয়া ঘর হইতে চলিয়া যাওয়াটা তাহারো যে ভাল কায হয় নাই, ইহা সে নিজেও টের পাইয়াছিল।

কুঞ্জর শাশুড়ী সে দিন সারাদিন আহার করেন নাই, শেষে অনেক সাধ্যসাধনায়, অনেক ঘাটমানায় রাত্রে করিয়াছিলেন। তাঁহার মানরক্ষার জন্য কুঞ্জ সমস্ত দিন ভগিনীকে ভর্ৎসনা করিয়াছিল, কিন্তু রাগারাগি, মান-অভিমান সমাপ্ত হইবার পরেও তাহাকে একবার খাইতে বলে নাই। পরদিন বাটী ফিরিবার পূর্ব্বে, কুসুম প্রণাম করিয়া পায়ের ধূলা লইয়া দাঁড়াইলে কুঞ্জর শাশুড়ী কথা কহেন নাই। বরং জামাইকে উপলক্ষ্য করিয়া কহিয়াছিলেন, "কুঞ্জনাথকে ঘরবাড়ী বিষয়-সম্পত্তি দেখ্‌তে হবে, এখানে বোন্ আগ্‌লে বসে থাক্‌লেইত' তার চল্‌বে না!"

কুসুমের দিক হইতে একথার জবাব ছিল না। তাই, সে নিরুত্তর অধোমুখে শুনিয়াছিল। সত্যইত! দাদা এদিক ওদিক দুদিক সামলাইবে কি করিয়া?

তখন হইতে প্রায় মাস দুই গত হইয়াছে। ইহারই মধ্যে কুঞ্জকে তাহার শাশুড়ী যেন একেবারে ভাঙিয়া গড়িয়া লইয়াছে। এখন, প্রায়ই কুঞ্জ এখানে থাকে না। যখন থাকে, তখনও ভাল করিয়া কথা কহে না। কুসুম ভাবে, এমন মানুষ এমন হইয়া গেল কিরূপে? শুধু, যদি সে জানিত, সংসারে ইহারাই এরূপ হয়, এতটা পরিবর্ত্তন তাহারি মত সরল অল্পবুদ্ধি লোকের দ্বারাই সম্ভব, দুঃখ বোধ করি তাহার এমন অসহ্য হইয়া উঠিত না। ভাই-বোনের সে স্নেহ নাই, এখন, কলহও হয় না। কলহ করিতে কুসুমের আর প্রবৃত্তিও হয় না, সাহসও হয় না। সেদিন, এক রাত্রি বাড়ীতে একা থাকিতে সে ভয়ে ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল, এখন কত রাত্রিই একা থাকিতে হয়। অবশ্য, দুঃখে পড়িয়া তাহার ভয়ও ভাঙিয়াছে।

তথাপি, এসব দুঃখও সে তত গ্রাহ্য করে না, কিন্তু, সে যে দাদার গলগ্রহ হইয়া দাঁড়াইয়াছে, ইহাই তাহাকে উঠিতে বসিতে বিঁধে। রহিয়া রহিয়া কেবলি মনে হয়, হঠাৎ সে মরিয়া গেলেও বোধ করি দাদা একবার কাঁদিবে না,—এক ফোঁটা চোখের জলও ফেলিবে না। ভবিষ্যতে, দাদার এই নিষ্ঠুর ত্রুটি সে তখনি নিজের চোখের জল দিয়া ক্ষালন করিয়া দিতে ঘরে দোর দিয়া বসে, আর সেদিন দোর খোলে না। হৃদয় বড় ভারাতুর হইয়া উঠিলে চরণের কথা মনে করে। শুধু, সেই 'মা, মা,' করিয়া যখন-তখন ছুটিয়া আসে, এবং, কিছুতেই ছাড়িয়া যাইতে চাহে না।

তাহারি হাতে একদিন সে অনেক সঙ্কোচ এড়াইয়া বৃন্দাবনকে একখানি চিঠি দিয়াছিল, তাহাতে যে ইঙ্গিত ছিল, বৃন্দাবনের কাছে

তাহা সম্পূর্ণ নিষ্ফল হইল! কারণ, যে প্রত্যুত্তর প্রত্যাশা করিয়া কুসুম পথ চাহিয়া রহিল, তাহা'ত আসিলই না, দুছত্র কাগজে-লেখা জবাবও আসিল না। শুধু, আসিল কিছু টাকা। বাধ্য হইয়া, নিরুপায় হইয়া, কুসুমকে তাহাই গ্রহণ করিতে হইল।

কাল রাত্রে কুঞ্জ ঘরে আসিয়াছিল, সকালেই ফিরিয়া যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া বাহিরে আসিতে, কুসুম কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। আজকাল কোনো বিষয়েই দাদাকে সে অনুরোধ করে না, বাধাও দেয় না। আজ কি যে হইল, মৃদু কণ্ঠে বলিয়া বসিল, "এক্ষণি যাবে দাদা? আমার রান্না শেষ হতে দেরী হবে না, দুটো খেয়ে যাও না।"

কুঞ্জ ঘাড় ফিরাইয়া মুখ খানা বিকৃত করিয়া বলিল, "যা' ভেবেচি তাই। অমনি পিছু ডেকে বস্‌লি?

দায়ে পড়িয়া কুসুম অনেক সহিতে শিখিয়াছিল, কিন্তু, এই অকারণ মুখ-বিকৃতিতে তাহার সর্ব্বাঙ্গে আগুন ধরিয়া গেল, সে পাল্টা মুখ-বিকৃতি করিল না বটে, কিন্তু, অতি কঠোর স্বরে বলিল, "তোমার ভয় নেই দাদা, তুমি মর্‌বে না। না'হলে আজ পর্য্যন্ত যত পেছু ডেকেচি, মানুষ হলে মরে যেতে।"

"আমি মানুষ নই?"

"না। কুকুর-বেরালও নও—তারা তোমার চেয়ে ভাল—এমন নেমকহারাম নয়" বলিয়াই দ্রুতপদে ঘরে ঢুকিয়া সশব্দে দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিল। কুঞ্জ মূঢ়ের মত কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেল।

বাহিরের দরজা তেম্‌নি খোলা পড়িয়া রহিল। সেই খোলা পথ

দিয়া ঘণ্টা খানেক পরে বৃন্দাবন নিঃশব্দে প্রবেশ করিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেল।

কুঞ্জর ঘর তালা-বন্ধ, কুসুমের ঘর ভিতর হইতে বন্ধ,—রান্নাঘর খোলা। মুখ বাড়াইতেই একটা কুকুর আহার পরিত্যাগ করিয়া 'কেঁউ' করিয়া লজ্জা ও আক্ষেপ জানাইয়া ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল।

কতক রান্না হইয়াছে, কতক বাকি আছে—উনান নিবিয়া গিয়াছে। চরণ চাকরের সঙ্গে হাঁটিয়া আসিতেছিল, সুতরাং কিছু পিছাইয়া পড়িয়াছিল, মিনিট দশেক পরে সু-উচ্চ মাতৃ-সম্বোধনে পাড়ার লোককে নিজের আগমন বার্ত্তা ঘোষণা করিয়া বাড়ী ঢুকিল। হঠাৎ ছেলের ডাকে কুসুম দোর খুলিয়া বাহির হইতেই তাহার অশ্রু-কষায়িত দুই চোখের শ্রান্ত বিপন্ন দৃষ্টি সর্ব্বাগ্রেই বৃন্দাবনের বিস্ময়-বিহ্বল, জিজ্ঞাসু চোখের উপর গিয়া পড়িল।

হঠাৎ ইনি আসিবেন, কুসুম তাহা আশাও করে নাই, কল্পনাও করে নাই। সে এক পা পিছাইয়া গিয়া আঁচলটা মাথায় তুলিয়া দিয়া, ঘরে ফিরিয়া গিয়া, একটা আসন আনিয়া পাতিয়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইতেই চরণ ছুটিয়া আসিয়া জানু জড়াইয়া ধরিল। তাহাকে কোলে লইয়া মুখ চুম্বন করিয়া কুসুম একটা খুঁটির আড়ালে গিয়া দাঁড়াইল।

চরণ, মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া কাঁদ-কাঁদ হইয়া বলিল, "মা কাঁদ্চে বাবা।"

বৃন্দাবন তাহা টের পাইয়াছিল। জিজ্ঞাসা করিল, "ব্যাপার কি? ডেকে পাঠিয়েছিলে কেন?"

কুসুম তখনও নিজেকে সাম্‌লাইয়া উঠিতে পারে নাই; জবাব দিতে পারিল না।

বৃন্দাবন পুনরপি জিজ্ঞাসা করিল, "দাদার সঙ্গে দেখা করতে চিঠি লিখেছিলে, কৈ তিনি?"

কুসুম রুদ্ধ স্বরে কহিল, "মরে গেছে।"

"আহা, মরে গেল? কি হয়েছিল?"

তাহার গম্ভীর স্বরে যে ব্যঙ্গ প্রচ্ছন্ন ছিল, এই দুঃখের সময় কুসুমকে তাহা বড় বাজিল। সে নিজের অবস্থা ভুলিয়া জ্বলিয়া উঠিয়া বলিল, "দেখ, তামাসা কোরো না। দেহ আমার জ্বলে পুড়ে যাচ্চে, এখন ওসব ভাল লাগে না। তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছি বলে কি এম্‌নি করে তার শোধ দিতে এলে?" বলিয়াই সে কাঁদিয়া ফেলিল।

তাহার চাপা-কান্না বৃন্দাবন স্পষ্ট শুনিতে পাইল, কিন্তু, ইহা তাহাকে লেশ মাত্র বিচলিত করিতে পারিল না। খানিক পরে জিজ্ঞাসা করিল, "ডেকে পাঠিয়েচ কেন?"

কুসুম চোখ মুছিয়া ভারী গলায় কহিল, "না এলে আমি বলি কা'কে? আগে বরং নিজের কাযেও এদিকে আস্‌তে যেতে, এখন ভুলেও আর এ পথ মাড়াও না।"

বৃন্দাবন কহিল, "ভুল্‌তে পারিনি বলেই মাড়াইনে, পারলে হয় ত মাড়াতুম। যাক্, কি কথা?"

"এমন করে তাড়া দিলে কি বলা যায়?"

বৃন্দাবন হাসিল। তারপরে শান্তকণ্ঠে কহিল, "তাড়া দিই নি, ভাল ভাবেই জান্‌তে চাচ্চি। যেমন করে বল্‌লে সুবিধে হয়, বেশত, তুমি তেম্‌নি করেই বল না।"

কুসুম কহিল, "একটা কথা জিজ্ঞেসা করব বলে আমি অনেকদিন

অপেক্ষা করে আছি,—আমি চুল এলো করে পথে ঘাটে রূপ দেখিয়ে বেড়াই একথা কে রটিয়েছিল ?"

তাহার প্রশ্ন শুনিয়া বৃন্দাবন ক্ষণকাল অবাক হইয়া থাকিয়া বলিল, "আমি। তারপরে ?"

"তুমি রটাবে এমন কথা আমি বলিনি, মনেও ভাবিনি, কিন্তু—"

কথাটা শেষ করিতে না দিয়াই বৃন্দাবন বলিয়া উঠিল, "কিন্তু, সেদিন বলেও ছিলে, ভেবেও ছিলে। আমি বড়লোক হয়ে, শুধু তোমাদের জব্দ করবার জন্যেই মাকে নিয়ে ভাইদের নিয়ে খেতে এসেছিলুম—সে দিন পেরেছি আর আজ পারিনে ? সে অপরাধের সাজা আমার মাকে দিতে তুমিও ছাড়নি !"

কুসুম নিরতিশয় ব্যথিত ও লজ্জিত হইয়া আস্তে আস্তে বলিল, "আমার কোটি কোটি অপরাধ হয়েচে। তখন তোমাকে আমি চিন্‌তে পারিনি।"

"এখন পেরেচ ?"

কুসুম চুপ করিয়া রহিল। বৃন্দাবনও চুপ করিয়া থাকিয়া সহসা বলিয়া উঠিল, "ভাল কথা, একটা কুকুর রান্নাঘরে ঢুকে তোমার হাঁড়িকুড়ি রান্নাবান্না সমস্ত যে মেরে দিয়ে গেল !"

কুসুম কিছুমাত্র উদ্বেগ বা চাঞ্চল্য প্রকাশ না করিয়া জবাব দিল, "যাক্‌গে। আমি ত খাবোনা,—আগে জান্‌লে রাঁধতেই যেতুম না।"

"আজ একাদশী বুঝি ?"

কুসুম ঘাড় হেঁট করিয়া বলিল, "জানিনে। ও সব আমি করিনে।"

"কর না ?"

কুসুম তেমনি অধোমুখে নিরুত্তর হইয়া রহিল।

বৃন্দাবন সন্দিগ্ধস্বরে বলিল, "আগে করতে, হঠাৎ ছাড়লে কেন ?"

পুনঃ পুনঃ আঘাতে কুসুম অধীর হইয়া উঠিতেছিল। উত্ত্যক্ত হইয়া কহিল, "করিনে আমার ইচ্ছে বলে। জেনে শুনে কেউ নিজের সর্ব্বনাশ করিতে চায়না সেই জন্যে। দাদার ব্যবহার অসহ্য হয়েছে, কিন্তু, সত্যি বল্‌চি, তোমার ব্যবহারে গলায় দড়ি দিতে ইচ্ছে করচে।"

বৃন্দাবন, কহিল, "সেটা কোরোনা। আমার ব্যবহারের বিচার পরে হবে, না হলেও ক্ষতি নাই, কিন্তু দাদার ব্যবহার অসহ্য হ'ল কেন ?"

কুসুম ভয়ানক উত্তেজিত হইয়া জবাব দিল, "সে আর এক মহাভারত —তোমাকে শোনাবার আমার ধৈর্য্য নেই। মোট কথা, তিনি নিজের বিষয়সম্পত্তি ছেড়ে আর আমাকে দেখ্‌তে শুন্‌তে পারবেন না – তাঁর শাশুড়ীর হুকুম নেই। খেতে পরতে দেওয়া বন্ধ করেচেন, চরণ তার মায়ের ভার না নিলে অনেকদিন আগেই আমাকে শুকিয়ে মরতে হোতো। এখন আমি—" সহসা সে থামিয়া গিয়া ভাবিয়া দেখিল, আর বলা উচিত কিনা, তার পর বলিল, "এখন আমি তাঁদের সম্পূর্ণ গলগ্রহ। তাই এক দিন, এক দণ্ডও এখানে আর থাকৃতে চাইনে।"

বৃন্দাবন সহাস্যে প্রশ্ন করিল, "তাই থাকৃতে ইচ্ছে নেই ?"

কুসুম একটিবার চোখ তুলিয়াই মুখ নীচু করিল। এই সহজ, সহাস্য প্রশ্নের মধ্যে যতখানি খোঁচা ছিল, তাহার সমস্তটাই তাহাকে গভীরভাবে বিদ্ধ করিল।

বৃন্দাবন বলিল, "চরণ তার মায়ের ভার নিশ্চয়ই নেবে, কিন্তু, কোথায় থাকৃতে চাও তুমি ?"

কুসুম তেম্‌নি নতমুখেই বলিল, "কি করে জান্‌ব? তাঁরাই জানেন।"

"তাঁরা কে?—আমি?"

কুসুম মৌনমুখে সম্মতি জানাইল।

বৃন্দাবন কহিল, "সে হয় না। আমি তোমার কোন বিষয়েই হাত দিতে পারিনে। পারেন শুধু মা। তুমি যেমন আচরণই তাঁর সঙ্গে করে থাক না কেন, চরণের হাত ধরে, যাও তাঁর কাছে—উপায় তিনি করে দেবেনই। কিন্তু, তোমার দাদা?"

কুসুমের চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িল। মুছিয়া বলিল, "বলেছি ত আমার দাদা মরে গেছেন। কিন্তু, কি করে আমি দিনের বেলা পায়ে হেঁটে ভিক্ষুকের মত গ্রামে গিয়ে ঢুক্‌ব?"

বৃন্দাবন বলিল, "তা' জানিনে, কিন্তু, পারলে ভাল হ'ত। এ ছাড়া আর কোন সোজা পথ আমি দেখ্‌তে পাইনে।"

কুসুম ক্ষণকাল স্থির থাকিয়া বলিল, "আমি যাবনা।"

"খুসী তোমার।"

সংক্ষিপ্ত সরল উত্তর। ইহাতে নিহিত অর্থ বা কিছুমাত্র অস্পষ্টতা নাই। এতক্ষণে কুসুম সত্যই ভয় পাইল।

বৃন্দাবন আর কিছু বলে কি না, শুনিবার জন্য কয়েক মুহূর্ত্ত সে উদ্‌গ্রীব হইয়া অপেক্ষা করিয়া রহিল, তাহার পর অতিশয় নম্র ও কুণ্ঠিত ভাবে ধীরে ধীরে বলিল, "কিন্তু, এখানেও আমার যে, আর দাঁড়াবার স্থান নেই। আমি দাদার দোষও দিতে চাইনে, কেননা, নিজের অনিষ্ট করে পরের ভালো না করতে চাইলে তাকে দোষ দেওয়া যায় না, কিন্তু, তুমি ত অমন করে ঝেড়ে ফেলে দিতে পার না?"

বৃন্দাবন কোন উত্তর না দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "বেলা হ'ল। চরণ তুই থাক্‌বি, না, যাবি রে? থাক্‌বি? আচ্ছা, থাক্‌। তোমার ইচ্ছে হলে যেয়ো। আমার বিশ্বাস, ওবাড়ীতে ওর হাত ধরে মায়ের সাম্‌নে গিয়ে দাঁড়ালে তোমার খুব মস্ত অপমান হোতো না। যাক্‌, চল্লুম—" বলিয়া পা বাড়াইতে কুসুম সহসা চরণকে কোল হইতে নামাইয়া দিয়া সোজা উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "আজ সমস্ত বুঝ্‌লুম। আমার এতবড় দুঃখের কথা মুখ ফুটে জানাতেও যখন দাঁড়িয়ে উঠে জবাব দিলে 'বেলা হ'ল চল্লুম' আমি কত নিরাশ্রয় তা' স্পষ্ট বুঝেও যখন আশ্রয় দিতে চাইলে না, তখন, তোমাকে বল্‌বার, বা আশা করবার আমার আর কিছু নেই। তবু, আরও একটা কথা জিজ্ঞেসা করব, বল, সত্যি জবাব দেবে?"

বৃন্দাবন ক্ষুব্ধ ও বিস্মিত হইয়া মুখ তুলিয়া বলিল, "দেব। আমি আশ্রয় দিতে অস্বীকার করিনি, বরং, তুমিই নিতে বারম্বার অস্বীকার করেচ।"

কুসুম দৃঢ়কণ্ঠে কহিল—"মিছে কথা। আমার কপালের দোষে কি যে দুর্ম্মতি হয়েছিল, মার মনে আঘাত দিয়ে একবার গুরুতর অপরাধ করে ফেলেচি, অন্তর্যামী জানেন, সে দুঃখ আমার ম'লেও যাবে না—তাই, আমার মা, স্বামী—পুত্র, ঘরবাড়ী সব থাকৃতেও আজ আমি পরের গলগ্রহ, নিরাশ্রয়। আজ পর্য্যন্ত শ্বশুর-বাড়ীর মুখ দেখ্‌তে পাইনি। অপরাধ আমার যত ভয়ানকই হোক্‌, তবুত আমি সে বাড়ীর বৌ। কি ক'রে সেখানে আমাকে ভিখারীর মত, দিনের বেলা সমস্ত লোকের সুমুখ দিয়ে পায়ে হেঁটে পাঠাতে চাচ্চ? তুমি আর

কোনো সোজা পথ দেখ্‌তে পাওনি। কেন পাওনি জান? আমরা বড় দুঃখী, আমার মা ভিক্ষা করে আমাদের ভাই-বোন দুটিকে মানুষ করেছিলেন, দাদা উঞ্ছবৃত্তি ক'রে দিনপাত করেন, তাই তুমি ভেবেচ ভিখিরীর মেয়ে ভিখিরীর মতই যাবে, সে আর বেশী কথা কি! এ শুধু তোমার মস্ত ভুল নয়, অসহ্য দর্প! আমি বরং এইখানে না খেয়ে শুকিয়ে মরব, তবু, তোমার কাছে হাত পেতে তোমার হাসি-কৌতুকের আর মাল-মশলা যুগিয়ে দেবনা!"

বৃন্দাবন অবাক্ হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া শেষে ধীরে ধীরে বলিল—"চল্লুম। আমার আর কিছু বল্‌বার নেই!"

কুসুম তেম্‌নি ভাবে জবাব দিল—"যাও। দাঁড়াও, আর একটা কথা। দয়া করে মিথ্যে বোলো না—জিজ্ঞেসা করি, আমার সম্বন্ধে তোমার কি কোন সন্দেহ হয়েছে। যদি হয়ে থাকে, আমি তোমার সাম্‌নে দাঁড়িয়ে শপথ কচ্চি—"

বৃন্দাবন দুই এক পা গিয়াছিল, ফিরিয়া দাঁড়াইয়া অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বাধা দিয়া বলিল, "ওকি, নিরর্থক শপথ কর কেন? আমি তোমার সম্বন্ধে কিছুই শুনি নি।" তাহার অর্দ্ধ-আবরিত মুখের প্রতি চোখ তুলিয়া মৃদু অথচ দৃঢ় ভাবে কহিল, "তা ছাড়া, পরের চলা-ফেরা গতিবিধির ওপর দৃষ্টি রাখা আমার স্বভাবও নয়, উচিত নয়। তোমার স্বভাব-চরিত্র সম্বন্ধে আমার কিছুমাত্র কৌতূহল নেই, ওই নিয়ে আলোচনা করতেও চাইনে। আমি সকলকেই ভাল মনে করি, তোমাকেও মন্দ মনে করিনে" বলিয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল।

কুসুম বজ্রাহতের ন্যায় নির্ব্বাক নিস্তব্ধ হইয়া রহিল।

চরণ কহিল, "মা নদীতে নাইতে যাবে না?"

কুসুম কথা কহিল না, তাহাকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইয়া একপা একপা করিয়া ঘরে আসিয়া, শয্যায় শুইয়া পড়িয়া, তাহাকে প্রাণপণ বলে বুকের উপর চাপিয়া ধরিয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

নবম পরিচ্ছেদ।

অনেক দিন কাটিয়াছে। মাঘ শেষ হইয়া ফাল্গুন আসিয়া পড়িল, চরণ সেই যে গিয়াছে, আর আসিল না। তাহাকে যে জোর করিয়া আসিতে দেওয়া হয় না, ইহা অতি সুস্পষ্ট। অর্থাৎ, কোনরূপ সম্বন্ধ আর তাঁহারা বাঞ্ছনীয় মনে করেন না। ওদিকের কোন সম্বাদ নাই, সেও আর কখনও চিঠিপত্র লিখিয়া নিজেকে অপমানিত করিবে না প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, দাদার সেই একই ভাব,—সর্ব্ব রকমে প্রাণ যেন কুসুমের বাহির হইবার উপক্রম করিতে লাগিল। সেই অবধি প্রকাশ্যে বাটীর বাহির হওয়া, কিংবা পূর্ব্বের ন্যায় সঙ্গিনীদের সহিত দেখা-সাক্ষাৎ করিতে যাওয়াও বন্ধ করিয়াছে। রাত্রি থাকিতেই নদী হইতে স্নান করিয়া জল লইয়া আসে, হাটের দিন গোপালের মা হাটবাজার করিয়া দেয়, এম্‌নি করিয়া বাহিরের সমস্ত সংস্রব হইতে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়া, তাহার গুরুভারাক্রান্ত সুদীর্ঘ দিনরাত্রিগুলি যথার্থই বড় দুঃখে কাটিতেছিল।

সে খুব ভাল স্থচের কায করিতে পারিত। যে যাহা পারিশ্রমিক দিত, তাহাই হাসিমুখে গ্রহণ করিত এবং কেহ দিতে ভুলিয়া গেলে সেও ভুলিয়া যাইত। এই সমস্ত মহৎগুণ থাকায় পাড়ার অধিকাংশ মশারি, বালিশের অড়, বিছানার চাদর সেই সিলাই করিত। আজ অপরাহ্ন বেলায় নিজের ঘরের সুমুখে মাদুর পাতিয়া একটা অর্দ্ধ সমাপ্ত মশারি শেষ করিতে বসিয়াছিল। হাতের স্থচ তাহার অচল হইয়া রহিল, সে সেই প্রথম দিনের আগাগোড়া ঘটনা লইয়া নিজের মনে খেলা করিতে লাগিল।

যে দিন তাঁহারা সদলবলে পলাতক দাদার নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে আসিয়াছিলেন, এবং বড় দায়ে ঠেকিয়া তাহাকে লজ্জাসরম বিসর্জ্জন দিয়া মুখরার মত প্রথম স্বামিসম্ভাষণ করিতে হইয়াছিল—সেই সব কথা। দুঃখ তাহার যখনই অসহ্য হইয়া উঠিত, তখনই সে সব কায ফেলিয়া রাখিয়া এই স্মৃতি লইয়া চুপ করিয়া বসিত। মা যেমন তাঁহার একমাত্র শিশুকে লইয়া নানা ভাবে নাড়াচাড়া করিয়া ক্রীড়াচ্ছলে উপভোগ করেন, সেও তাহার এই একটি-মাত্র চিন্তাকেই অনির্ব্বচনীয় প্রীতির সহিত নানা দিক হইতে তোলাপাড়া করিয়া দেখিয়া অসীম তৃপ্তি অনুভব করিত। তাহার সমস্ত দুঃখ তখনকার মত যেন ধুইয়া মুছিয়া যাইত। দু'জনের সেই বাদ-প্রতিবাদ, অপর সকলকে লুকাইয়া আহারের আয়োজন, তারপরে রাঁধিয়া বাড়িয়া পরিবেশন করিয়া স্বামি-দেবরদিগকে খাওয়ানো, শাশুড়ীর সেবা, সকলের শেষে দিনান্তে নিজের জন্যে সেই অবশিষ্ট শুষ্ক শীতল "যাহোক কিছু।"

তাহার চোখ দিয়া টপ্ টপ্ করিয়া জল ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। নারী দেহ ধরিয়া ইহাপেক্ষা অধিক সুখ সে ভাবিতেও পারিত না, কামনাও করিত না। তাহার মনে হইত, যাহারা এ কায নিত্য করিতে পায়, এ সংসারে বুঝি তাহাদের আর কিছুই বাকি থাকে না।

তাহার পর মনে পড়িয়া গেল, শেষ দিনের কথা। যে দিন তিনি সমুদয় সংস্রব ছিন্ন করিয়া দিয়া চলিয়া গেলেন। সে দিন সে নিজেও বাধা দেয় নাই, বরং ছিঁড়িতেই সাহায্য করিয়াছিল, কিন্তু তখন চরণের কথা ভাবে নাই। ঐ সঙ্গে সেও যে বিচ্ছিন্ন হইয়া দূরে সরিয়া যাইতে পারে, দারুণ অভিমানে তাহা মনে পড়ে নাই। এখন, যত দিন যাইতে-

ছিল, ওই ভয়ই তাহার বুকের রক্ত পলে পলে শুকাইয়া আনিতেছিল, পাছে চরণ আর না আসিতে পায়। সত্যই যদি সে না আসে, তবে, একদণ্ডও সে বাঁচিবে কি করিয়া? আবার সব চেয়ে বড় দুঃখ এই যে, যে সন্দেহ তাহার মনের মধ্যে পূর্ব্বে ছিল, যাহা এ দুর্দ্দিনে হয় ত তাহাকে বল দিতেও পারিত, আর তাহা নাই, একেবারে নিঃশেষে মুছিয়া গিয়াছে। তাহার অন্তরবাসী সুপ্ত বিশ্বাস জাগিয়া উঠিয়া অহর্নিশি তাহার কাণে কাণে ঘোষণা করিতেছে, সমস্ত মিথ্যা! তাহার ছেলেবেলার কলঙ্ক দুর্নাম কিছু সত্য নয়। সে হিঁদুর মেয়ে, অতএব যাহা পাপ, যাহা অন্যায়, তাহা কোন মতেই তাহার হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না। জ্ঞানে হোক, অজ্ঞানে হোক্, স্বামী ছাড়া আর কাহাকেও কখন হিঁদুর ঘরের মেয়ে এত ভালবাসিতে পারে না। তাঁহাকে সেবা করিবার, তাঁহার কাযে লাগিবার জন্য সমস্ত দেহ মন এমন উন্মত্ত হইয়া উঠে না। তিনি স্বামী না হইলে ভগবান নিশ্চয়ই তাহাকে সুপথ দেখাইয়া দিতেন, অন্তরের কোথাও, কোনো একটু ক্ষুদ্র কোণে এতটুকু লজ্জার বাষ্পও অবশিষ্ট রাখিতেন।

আজ হাটবার। গোপালের মা বহুক্ষণ হাটে গিয়াছে, এখনি আসিবে, এই জন্য সদর দরজা খোলা ছিল, হঠাৎ দ্বার ঠেলিয়া কুঞ্জনাথ বাবু চাকর সঙ্গে করিয়া বিলাতি জুতার মচ্ মচ্ শব্দ করিয়া পাড়ার লোকের বিস্ময় ও ঈর্ষ্যা উৎপাদন করিয়া বাড়ী ঢুকিলেন। কুসুম টের পাইল, কিন্তু অশ্রুকলুষিত রাঙা চোখ লজ্জায় তুলিতে পারিল না!

কুঞ্জনাথ সোজা ভগিনীর সুমুখে আসিয়া কহিল, "তোর বৃন্দাবন যে আবার বিয়ে কচ্চে রে!"

কুসুমের বক্ষ-স্পন্দন থামিয়া গেল, সে কাঠের মত নতমুখে বসিয়া রহিল।

কুঞ্জ, গলা চড়াইয়া কহিল, "কুমীরের সঙ্গে বাদ করে কি কোরে জলে বাস করে, আমাকে তাই একবার দেখ্‌তে হবে। ঐ নন্দা বোষ্টম, কত বড় বোষ্টমের ব্যাটা বোষ্টম, আমি তাই দেখতে চাই, আমার জমীদারীতে বাস কোরে আমারই অপমান!"

কুসুম কোন কথাই বুঝিতে পারিল না, অনেক কষ্টে জিজ্ঞাসা করিল, "নন্দ বোষ্টম কে?"

"কে? আমার প্রজা। আমার পুকুরপাড়ে ঘর বেঁধে আছে। ঘরে আগুন লাগিয়ে দেব। সেই ব্যাটার মেয়ে—এই ফাগুন মাসে হবে, সব নাকি ঠিকঠাক হয়ে গেছে—ভূতো, তামাক সাজ্।"

কুসুম এতক্ষণ চোখ তোলে নাই, তাই চাকরের আগমন লক্ষ্য করে নাই, একটু সঙ্কুচিত হইয়া বসিল।

কুঞ্জ প্রশ্ন করিল, "ভূতো, নন্দার মেয়েটা দেখতে কেমন রে?"

ভূতো ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিল, "বেশ।"

কুঞ্জ আস্ফালন করিয়া কহিল, "বেশ? কথ্‌খন না। আমার বোনের মত দেখ্‌তে? হুঃ—এমন রূপ তুই কখন চোখে দেখেচিস্?"

ভূতো জবাব দিবার পূর্ব্বেই কুসুম ঘরে উঠিয়া গেল।

খানিক পরে কুঞ্জ তামাক টানিতে টানিতে ঘরের সুমুখে আসিয়া বলিল, "কিরে কুসী, বলেছিলুম না! বেন্দা বৈরিগীর মত অমন নেমকহারাম বজ্জাত আর দুটি নেই—কেমন, ফল্‌ল কি না? মা বলেন, বেদ মিথ্যে হবে কিন্তু আমার কুঞ্জনাথের বচন মিথ্যে হবে না—ভূতো, মা বলে না?"

ঘরের ভিতর হইতে কোনো জবাব আসিল না, কিন্তু, কি এক রকমের অস্পষ্ট আওয়াজ আসিতে লাগিল।

কুঞ্জ কি মনে করিয়া, হুঁকাটা রাখিয়া দিয়া, দোর ঠেলিয়া, ঘরের ভিতরে আসিয়া দাঁড়াইল।

কুসুম শয্যার উপর উপুড় হইয়া পড়িয়াছিল, ক্ষণকাল সেই দিকে চাহিয়া বহুকালের পর হঠাৎ আজ তাহার চোখ দুটো জ্বালা করিয়া জল আসিয়া পড়িল। হাত দিয়া মুছিয়া ফেলিয়া ধীরে ধীরে শয্যার একাংশে গিয়া বসিল এবং বোনের মাথায় একটা হাত রাখিয়া আস্তে অস্তে বলিল, "তুই কিচ্ছু ভয় করিস্‌নে কুসুম, এ বিয়ে আমি কিছুতেই হতে দেব না। তখন দেখ্‌তে পাবি, তোর দাদা যা'বলে তাই করে কি না! কিন্তু, তুইওত শ্বশুর ঘর করতে চাইলিনি বোন,— আমরা সবাই মিলে কত সাধাসাধি করলুম, তুই একটা কথাও কারু কাণে তুল্‌লিনে।"

কুঞ্জর শেষ কথাগুলা অশ্রুভারে জড়াইয়া আসিল।

কুসুম আর নিজেকে চাপিয়া রাখিতে পারিল না—হুহু করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। তাহার জন্য আজও যে দাদার স্নেহের লেশমাত্রও অবশিষ্ট আছে, এ আশা সে অনেক দিন ছাড়িয়াছিল।

কুঞ্জর চোখ দিয়া দর্ দর্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল, সে নিঃশব্দে তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া সান্ত্বনা দিতে লাগিল।

সন্ধ্যা হইল। কুঞ্জ আর একবার ভাল করিয়া জামার হাতায় চোখ মুছিয়া লইয়া বলিল, "তুই অস্থির হোস্‌নে বোন্, আমি বলে যাচ্ছি, এ বিয়ে কোন মতেই হতে দেব না।"

এবার কুসুম কথা কহিল, কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "তুমি এতে হাত দিয়ো না দাদা।"

কুঞ্জ অত্যন্ত বিস্ময়াপন্ন হইয়া বলিল, "হাত দেব না? আমার চোখের সাম্‌নে বিয়ে হবে, আর আমি দাঁড়িয়ে দেখ্‌ব? তুই বল্‌চিস্ কি কুসুম?"

"না দাদা, তুমি বাধা দিতে পাবে না।"

কুঞ্জ রাগিয়া উঠিয়া বলিল, "বাধা দেব না? নিশ্চয় দেব। এতে তোর অপমান না হয় না হবে, কিন্তু, আমি সইতে পারব না। আমার প্রজা—তুই বলিস্ কিরে! লোকে শুন্‌লে আমাকে ছি ছি করবে না?"

কুসুম বালিসে মুখ লুকাইয়া বারম্বার মাথা নাড়িয়া বলিতে লাগিল,—"আমি মানা করচি দাদা, তুমি কিছুতেই হাত দিয়ো না। আমাদের সঙ্গে তাঁদের কোন সম্পর্ক নেই,—আর ঘাঁটাঘাঁটি করে কেলেঙ্কারি বাড়িয়োনা—বিয়ে হচ্চে হোক্।"

কুঞ্জ মহা ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল—"না"।

"না, কেন? আমাকে ত্যাগ করে তিনি বিয়ে করে ছিলেন, না হয়, আর একবার করবেন। আমার পক্ষে দুইই সমান। তোমার পায়ে ধর্‌চি দাদা, অনর্থক বাধা দিয়ে, হাঙ্গামা করে, আমার সমস্ত সম্ভ্রম নষ্ট করে দিয়ো না—তিনি যাতে সুখী হন, তাই ভাল।"

কুঞ্জ 'হুঁ' বলিয়া খানিকক্ষণ গুম্ হইয়া বসিয়া থাকিয়া বলিল, "জানিত, তোকে চিরকাল। একবার 'না' বল্‌লে কার বাপের সাধ্যি 'হাঁ' বলায়। তুই কারো কথা শুন্‌বি নে, কিন্তু তোর কথা সবাইকে শুন্‌তে হবে।"

কুসুম চুপ করিয়া রহিল।

কুঞ্জ বলিতে লাগিল, "আর ধর্‌লে কথাটা মিথ্যেও নয়। তুই যখন কিছুতেই শ্বশুর ঘর কর্‌বি নে, তখন তাদের সংসারই বা চলে কি কোরে? এখন না হয় মা আছেন, কিন্তু তিনি ত চিরকাল বেঁচে থাক্‌বেন না।"

কুসুম কথা কহিল না।

কুঞ্জ ক্ষণকাল স্থির থাকিয়া হঠাৎ বলিয়া উঠিল, "আচ্ছা কুসুম, সে বিয়ে করুক না করুক; তুই তবে এত কাঁদ্‌চিস্ কেন?"

ইহার আর জবাব কি?

অন্ধকারে কুঞ্জ দেখিতে পাইল না, কুসুমের চোখের জল কমিয়া আসিয়াছিল, এই প্রশ্নে পুনরায় তাহা প্রবল বেগে ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

কুঞ্জ উঠিয়া গেলে কুসুম সে দিনের কথাগুলা স্মরণ করিয়া লজ্জায় ধিক্কারে মনে মনে মরিয়া যাইতে লাগিল। ছি, ছি, মরিলেও ত এ লজ্জার হাত হইতে নিষ্কৃতির পথ নাই। এই জন্যই তাঁহার আশ্রয় দিবার সাধ্য ছিল না, অথচ সে কতই না সাধিয়া ছিল। ওদিকে যখন নূতন করিয়া বিবাহের উদ্যোগ আয়োজন চলিতেছিল, তখন না জানিয়া সে মুখ ফুটিয়া নিজেকে বাড়ীর বধূ বলিয়া দর্প করিয়াছিল। যেখানে বিন্দু পরিমাণ ভালবাসা ছিল না, সেখানে সে পর্ব্বত প্রমাণ অভিমান করিয়াছিল। ভগবান! এই অসহ্য দুঃখের উপর কি মর্ম্মান্তিক লজ্জাই না তাহার মাথায় চাপাইয়া দিলে!

তাহার বুক চিরিয়া দীর্ঘশ্বাস বাহির হইয়া আসিল—উঃ এই জন্যই আমার স্বভাব চরিত্র সম্বন্ধে তাঁর বিন্দুমাত্র কৌতূহল নাই! আর আমি লজ্জাহীনা, তাহাতে শপথ করিতে গিয়াছিলাম!

দশম পরিচ্ছেদ।

বৃন্দাবন লোকটি সেই প্রকৃতির মানুষ, যাহারা কোনো অবস্থাতেই বিচলিত হইয়া মাথা গরম করাকে অত্যন্ত লজ্জাকর ব্যাপার বলিয়া ঘৃণা করে। ইহারা হাজার রাগ হইলেও সামলাইতে পারে এবং কোনো কারণেই প্রতিপক্ষের রাগারাগি হাঁকাহাঁকি বা উচ্চ তর্কে যোগ দিয়া লোক জড় করিতে চাহে না। তথাপি, সেদিন কুসুমের বারম্বার নিষ্ঠুর ব্যবহারে ও অন্যায় অভিযোগে উত্তেজিত ও ক্রুদ্ধ হইয়া কতকগুলা নিরর্থক রূঢ় কথা বলিয়া আসিয়া তাহার মনস্তাপের অবধি ছিলনা। তাই, পরদিন প্রভাতেই চরণকে আনিবার ছলে একজন দাসী, ভৃত্য ও গাড়ী পাঠাইয়া দিয়া যথার্থই আশা করিয়াছিল, বুদ্ধিমতী কুসুম এ ইঙ্গিত বুঝিতে পারিবে, এবং, হয়ত আসিবেও। যদি সত্যই আসে, তাহা হইলে একটা দিনের জন্যও তাহাকে লইয়া যে কি উপায় হইবে, এ দুরূহ প্রশ্নের এই বলিয়া মীমাংসা করিয়া রাখিয়াছিল—যদি আসে, তখন মা আছেন। জননীর কার্য্যকুশলতায় তাহার অগাধ বিশ্বাস ছিল। যত বড় অবস্থাসঙ্কটই হোক, কোন-না-কোনো উপায়ে তিনি সবদিক বজায় রাখিয়া যাহাতে মঙ্গল হয়, তাহা করিবেনই। এই বিশ্বাসের জোরেই মাকে একটি কথা না বলিয়াই গাড়ী পাঠাইয়া দিয়াছিল এবং আশায় আনন্দে লজ্জায় ভয়ে অধীর হইয়া পথ চাহিয়াছিল, অন্ততঃ মায়ের কাছে ক্ষমা-ভিক্ষার জন্যও আজ সে আসিবে।

দুপুর বেলা গাড়ী একা চরণকে লইয়া ফিরিয়া আসিল, বৃন্দাবন চণ্ডীমণ্ডপের ভিতর হইতে আড়চোখে চাহিয়া দেখিয়া স্তব্ধ হইয়া রহিল।

কিছুদিন হইতে তাহার পাঠশালায় পূর্ব্বের শৃঙ্খলা ছিলনা। পণ্ডিত মশায়ের দারুণ অমনোযোগে অনেক পোড়ো কামাই করিতে সুরু করিয়াছিল এবং যাহারা আসিত, তাহাদেরও পুকুরে তালপাতা ধুইয়া আনিতেই দিন কাটিয়া যাইত। শৃঙ্খলা অক্ষুণ্ণ ছিল, শুধু ঠাকুরের আরতি-শেষে প্রসাদ-ভক্ষণে। এটা বোধ করি অকৃত্রিম ভক্তি বশতঃই—ছাত্রেরা এ সময়ে অনুপস্থিত থাকিয়া গৌর-নিতাইয়ের অমর্য্যাদা করিতে পছন্দ করিত না।

এমনি সময়ে অকস্মাৎ এক দিন বৃন্দাবন তাহার পাঠশালায় সমুদয় চিত্ত নিযুক্ত করিয়া দিল। পোড়োদের তালপাতা ধুইয়া আনিবার সময় ছয় ঘণ্টা হইতে কমাইয়া পোনের মিনিট করিল এবং সারাদিন অদর্শনের পর শুধু আরতির সময়টায় গৌরাঙ্গ-প্রেমে আকৃষ্ট হইয়া, তাহারা পঙ্গপালের ন্যায় ঠাকুর-দালান ছাইয়া না ফেলে, সে দিকেও খর দৃষ্টি রাখিল।

দিন দশেক পরে একদিন বৈকালে বৃন্দাবনের তত্ত্বাবধানে পোড়োরা সারিদিয়া দাঁড়াইয়া, তারস্বরে গণিত-বিদ্যায় ব্যুৎপত্তি লাভ করিতেছিল, একজন ভদ্রলোক প্রবেশ করিলেন। বৃন্দাবন সসম্ভ্রমে উঠিয়া বসিতে আসন দিয়া চাহিয়া রহিল, চিনিতে পারিল না।

আগন্তুক তাহারই সমবয়সী। আসন গ্রহণ করিয়া হাসিয়া বলিলেন, "কি ভায়া চিন্‌তে পার্‌লে না।"

বৃন্দাবন সলজ্জে স্বীকার করিয়া বলিল, "কৈ না।"

তিনি বলিলেন, "আমার কায আছে তা' পরে জানাব। মামার চিঠিতে তোমার অনেক সুখ্যাতি শুনে বিদেশ যাবার পূর্ব্বে একবার দেখ্‌তে এলাম—আমি কেশব্‌।"

বৃন্দাবন লাফাইয়া উঠিয়া এই বাল্য-সুহৃৎকে আলিঙ্গন করিল, তাহার ভূতপূর্ব্ব ইংরাজিশিক্ষক দুর্গাদাস বাবুর ভাগিনেয় ইনি। ১৫।১৬ বৎসর পূর্ব্বে এখানে পাঁচ ছয় মাস ছিলেন, সেই সময়ে উভয়ের অতিশয় বন্ধুত্ব হয়। দুর্গাদাস বাবুর স্ত্রীর মৃত্যু হইলে কেশব চলিয়া যায়, সেই অবধি আর দেখা হয় নাই। তথাপি কেহই কাহাকে বিস্মৃত হয় নাই এবং তাহার শিক্ষকের মুখে বৃন্দাবন প্রায়ই এই বাল্য-বন্ধুটির সম্বা পাইতেছিল।

কেশব ৫।৬ বৎসর হইল, এম. এ. পাশ করিয়া কলেজে শিক্ষকত করিতেছিল, সম্প্রতি সরকারী চাকরিতে বিদেশ যাইতেছে।

কুশলাদি প্রশ্নের পর সে কহিল, "আমার মামা মিথ্যেকথা ত দূরের কথা, কখনো বাড়িয়েও বলেন না; গতবারে তিনি চিঠিতে লিখেছিলেন, জীবনে অনেক ছাত্রকেই পড়িয়েছেন, কিন্তু, তুমি ছাড় আর কেউ যথার্থ মানুষ হয়েচে কি না তিনি জানেন না। যথা মানুষ কখনও চোখে দেখিনি ভাই, তাই দেশ ছেড়ে যাবার আগে তোমাকে দেখ্‌তে এসেচি।"

কথাগুলা বন্ধুর মুখ দিয়া বাহির হইলেও বৃন্দাবন লজ্জায় এত অভিভূত হইয়া পড়িল যে, কি জবাব দিবে তাহা খুঁজিয়া পাইল না সংসারে কোন মানুষই যে তাহার সম্বন্ধে এতবড় স্তুতিবাক্য উচ্চার করিতে পারে, ইহা তাহার স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। বিশেষতঃ, এ স্তুতি, তাহারই পরম পূজনীয় শিক্ষকের মুখ দিয়া প্রথম প্রচারিত হইবা সম্বাদে যথার্থই সে হতবুদ্ধি হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

কেশব বুঝিয়া বলিল, "যাক্‌, যাতে লজ্জা পাও, আর তা, বল্‌বনা

শুধু আমার মতটা তোমাকে জানিয়ে দিলাম। এখন কাযের কথা বলি। পাঠশালা খুলেচ, শুনি মাইনে নাওনা, পোড়োদের বইটই কাপড়চোপড় পর্য্যন্ত যোগাও—এতে আমিও রাজী ছিলাম, কিন্তু, ছাত্র জোটাতে পারলাম না। বলি, এতগুলি ছেলে জোগাড় করলে কি করে বলত ভায়া ?"

বৃন্দাবন তাহার কথা বুঝিতে পারিল না, বিস্মিত মুখে চাহিয়া রহিল।

কেশব হাসিয়া বলিল, "খুলে বল্‌চি—নইলে বুঝবে না। আমরা আজকাল সবাই টের পেয়েচি যদি দেশের কোনো কায থাকেত ইতর-সাধারণের ছেলেদের শিক্ষা দেওয়া। শিক্ষা না দিয়ে আর যাই করি না কেন, নিছক পণ্ডশ্রম। অন্ততঃ, আমার ত এই মত যে লেখাপড়া শিখিয়ে দাও, তখন আপনার ভাব্‌না তারা আপনি ভাব্‌বে। ইঞ্জিনে ষ্টিম হলে তবে যদি গাড়ী চলে, নইলে, এতবড় জড় পদার্থ টাকে জনকতক ভদ্রলোকে মিলে গায়ের জোরে ঠেলাঠেলি কোরে একচুলও নড়াতে পারবে না। যাক্, তুমি এ সব জানই, নইলে গাঁটের পয়সা খরচ করে পাঠশালা খুল্‌তে না। আমি এই জন্যে বিয়ে পর্য্যন্ত করিনি হে, তোমাদের মত আমাদের গাঁয়েও লেখাপড়া শেখাবার বালাই নেই, তাই, প্রথমে একটা পাঠশালা খুলে—শেষে একটা স্কুলে দাঁড় করাব মনে ক'রে—তা' আমার পাঠশালাই চল্‌লনা—ছেলে জুট্‌লনা। আমাদের গাঁয়ের ছোটলোকগুলো এম্‌নি সয়তান যে, কোনো মতেই ছেলেদের পড়্‌তে দিতে চায়না। নিজের মানসম্ভ্রম নষ্ট কোরে দিনকতক ছোট-লোকদের বাড়ী বাড়ী পর্য্যন্ত ঘুরে ছিলাম,—না, তবুও না।"

বৃন্দাবনের মুখ রাঙা হইয়া উঠিল। কিন্তু শান্তভাবে বলিল, "ছোট-লোকদের ভাগ্য ভাল যে, ভদ্রলোকের পাঠশালে ছেলে পাঠায়নি। কিন্তু, তোমারও ভাই, আমাদের মত ছোটলোকদের বাড়ী বাড়ী ঘুরে মান-ইজ্জত নষ্ট করা উচিত হয়নি।"

তাহার কথার খোঁচাটা কেশবকে সম্পূর্ণ বিঁধিল। সে ভারী অপ্রতিভ হইয়া বলিয়া উঠিল—"না হে, না,—তোমাকে—তোমাদের সে কি কথা! ছি ছি! তা' আমি বলিনি সে কথা নয়—কি জানো—"

বৃন্দাবন হাসিয়া উঠিল। বলিল, "আমাকে বলনি তা বিলক্ষণ জানি। কিন্তু আমার আত্মীয়স্বজনকে বলেচ। আমরা সব তাঁতি কামার গয়লা চাষা—তাঁত বুনি, লাঙল ঠেলি, গরু চরাই—জামাজোড়া পরতে পাইনে, সরকারী আফিসের দোর গোড়ায় যেতে পারিনে, কাযেই তোমরা আমাদের ছোটলোক বলে ডাকো—ভাল কাযেও আমাদের বাড়ীতে ঢুক্‌লে তোমার মত উচ্চশিক্ষিত সদাশয় লোকেরও সম্ভ্রম নষ্ট হয়ে যায়।"

কেশব মাথা হেঁট করিয়া বলিল, "বৃন্দাবন, সত্যি বল্‌চি ভাই, তোমাকে আমি চাষা-ভুষোর দল থেকে সম্পূর্ণ পৃথক্ মনে করেই অমন কথা বলে ফেলেচি। যদি জান্‌তাম, তুমি নিজেকে ওদের সঙ্গে জড়িয়ে নিয়ে রাগ করবে, কক্ষণ এ কথা মুখ দিয়ে বার করতাম না।"

বৃন্দাবন কহিল, "তাও জানি। কিন্তু, তুমি আলাদা করে দিলেই ত আলাদা হতে পারিনে ভাই। আমার সাতপুরুষ এদেশের ছোটলোকদের সঙ্গেই মিশে রয়েচে! আমিও চাষা, আমিও নিজের হাতে চাষ-আবাদ করি। কেশব, এই জন্মেই তোমার পাঠশালায় ছেলে জোটেনি—আমার

পাঠশালায় জুটেচে। আমি দলের মধ্যে থেকেই বড়, দল-ছাড় বড় নই, তাই তারা অসঙ্কোচে আমার কাছে এসেচে—তোমার কাছে যেতে ভরসা করেনি। আমরা অশিক্ষিত, দরিদ্র, আমরা মুখে আমাদের অভিমান প্রকাশ করতে পারিনে, তোমরা ছোটলোক বলে ডাকো, আমরা নিঃশব্দে স্বীকার করি, কিন্তু, আমাদের অন্তর্য্যামী স্বীকার করেন না,—তিনি তোমাদের ভাল কথাতেও সাড়া দিতে চান্‌না।"

কেশব, লজ্জায় ও ক্ষোভে অবনত মুখে শুনিতে লাগিল।

বৃন্দাবন, কহিল, "জানি এতে আমাদেরই সমূহ ক্ষতি হয়, তবুও আমরা তোমাদের আত্মীয় শুভাকাঙ্ক্ষী বলে মেনে নিতে ভয় পাই। দেখ্‌তে পাওনা ভাই, আমাদের মধ্যে হাতুড়ে বদ্যি, হাতুড়ে পণ্ডিতই প্রসারপ্রতিপত্তি লাভ করে,—যেমন আমি করেচি, কিন্তু তোমাদের মত বড় বড় ডাক্তার-প্রফেসারও আমল পায়না। আমাদের বুকের মধ্যেও দেবতা বাস করেন, তোমাদের এই অশ্রদ্ধার করুণা, এই উঁচুতে বসে নীচে ভিক্ষা দেওয়া তাঁর গায়ে বেঁধে, তিনি মুখ ফেরান্।"

এবার কেশব প্রতিবাদ করিয়া কহিল, "কিন্তু মুখ ফেরানো অন্যায়। আমরা বাস্তবিক তোমাদের ঘৃণা করিনে, সত্যই মঙ্গল-কামনা করি। তোমাদের উচিত, আমাদের সম্পূর্ণ বিশ্বাস করা। কিসে ভালো হয়, না হয়, শিক্ষার গুণে আমরা বেশাবুঝি, তোমরাও চোখে দেখতে পাচ্চ আমরাই সব বিষয়ে উন্নত, তখন তোমাদের কর্ত্তব্য আমাদের কথা শোনা।"

বৃন্দাবন কহিল—"দেখ কেশব, দেবতা কেন মুখ ফেরান্, তা' দেবতাই জানেন। সে কথা থাক্। কিন্তু, তোমরা আত্মীয়ের মত

আমাদের শুভকামনা কর না, মনিবের মত কর। তাই, আমাদের পোনের আনা লোকেই মনে করে, যাতে ভদ্রলোকের ছেলের ভাল হয়, তাতে চাষা-ভূষোর ছেলেরা অধঃপথে যায়। তোমাদের সংশ্রবে লেখাপড়া শিখলে চাষার ছেলে যে বাবু হয়ে যায়, তথন, অশিক্ষিত বাপ-দাদাকেও মানে না, শ্রদ্ধা করে না, বিদ্যাশিক্ষার এই শেষ পরিণতির আশঙ্কা আমরা তোমাদের আচরণেই শিখি। কেশব, আগে আমাদের অর্থাৎ, দেশের এই ছোটলোকদের আত্মীয় হতে শেখো, তার পরে তাদের মঙ্গলকামনা কোরো, তাদের ছেলেপিলেদের লেখা-পড়া শেখাতে যেয়ো। আগে নিজেদের আচার-ব্যবহারে দেখাও, তোমরা লেখা-পড়া-শেখা-ভদ্রলোকেরা একেবারে স্বতন্ত্র দল নও, লেখাপড়া শিখেও তোমরা দেশের অশিক্ষিত চাষা-ভূষোকে নেহাৎ ছোটলোক মনে কর না, বরং শ্রদ্ধা কর, তবেই, শুধু আমাদের ভয় ভাঙ্‌বে, যে, আমাদেরও লেখাপড়া-শেখা ছেলেরা আমাদের অশ্রদ্ধা কর্‌বে না এবং দলছেড়ে, সমাজছেড়ে, জাতিগত ব্যবসাবাণিজ্য কাযকর্ম্ম সমস্ত বিসর্জ্জন দিয়ে, পৃথক্ হবার জন্যে উন্মুখ হয়ে উঠ্‌বে না। এ যতক্ষণ না কর্‌চ, ভাই, ততক্ষণ, জন্মজন্ম অবিবাহিত থেকে হাজার জীবনের ব্রত কর না কেন, তোমার পাঠশালে ছোটলোকের ছেলে যাবে না। ছোটলোকেরা শিক্ষিত ভদ্রলোককে ভয় করবে, মান্য করবে, ভক্তিও করবে, কিন্তু বিশ্বাস করবে না, কথা শুন্‌বে না। এ সংশয় তাদের মন থেকে কিছুতেই ঘুচ্‌বে না যে, তোমাদের ভালো এবং তাদের ভালো এক নয়।”

কেশব ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া বলিল, “বৃন্দাবন, বোধকরি তোমার কথাই সত্যি। কিন্তু, জিজ্ঞাসা করি, যদি উভয়ের মধ্যে বিশ্বাসের

বন্ধনই না থাকে, তা'হলে আমাদের শত আত্মীয়তার প্রয়াসও ত' কাযে লাগবে না? বিশ্বাস না করলে আমরা কি করে বোঝাবো, আমরা আত্মীয় কিংবা পর? তার উপায় কি?"

বৃন্দাবন কহিল, "ঐ যে বল্লুম আচার-ব্যবহারে। আমাদের ষোলো আনা সংস্কারই যদি তোমাদের শিক্ষিতের দল কুসংস্কার বলে বর্জ্জন করে, আমাদের বাসস্থান, আমাদের সাংসারিক গতিবিধি, আমাদের জীবিকা-অর্জ্জনের উপায়, যদি তোমাদের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিভিন্ন হয়, তা'হলে কোন দিনই আমরা বুঝ্তে পারব না, তোমাদের নির্দ্দিষ্ট কল্যাণের পন্থায় যথার্থই আমাদের কল্যাণ হবে। আচ্ছা, কেশব, পৈতে হবার পর থেকে সন্ধ্যা আহ্নিক কর?"

"না।"

"জুতো পায়ে দিয়ে জল খাও?"

"খাই।"

"মুসলমানের হাতের রান্না?"

"প্রেজুডিস্ নেই। খেতে পারি।"

"তা' হলে আমিও বল্তে পারি, ছোটলোকদের মধ্যে পাঠশালা খুলে তাদের ছেলেদের শিক্ষা দেবার সঙ্কল্প তোমার বিড়ম্বনা,—কিংবা আরও কিছু বেশী—সেটা বল্লে তুমি রাগ করবে।"

"ধৃষ্টতা?"

"ঠিক তাই। কেশব, শুধু ইচ্ছা এবং হৃদয় থাকলেই পরের ভালো এবং দেশের কায করা যায় না। যাদের ভালো করবে, তাদের সঙ্গে থাকার কষ্ট সহ্য করতে পারা চাই, বুদ্ধিবিবেচনায় ধর্ম্মে কর্ম্মে এত এগিয়ে গেলে

তারাও তোমার নাগাল পাবে না, তুমিও তাদের নাগাল পাবে না। কিন্তু, আর না, সন্ধ্যা হয়, এবার একটু পাঠশালের কায করি।"

"কর কাল সকালেই আবার আসব" বলিয়া কেশব উঠিয়া দাঁড়াইতেই বৃন্দাবন, ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিয়া পায়ের ধূলা গ্রহণ করিল।

পাড়াগাঁয়ে বাড়ী হইলেও কেশব সহরের লোক। বন্ধুর নিকট এই ব্যবহারে মনে মনে অত্যন্ত সঙ্কোচ বোধ করিল। উভয়ে প্রাঙ্গণে নামিতেই, পোড়োর দল মাটীতে মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম করিল।

বাল্যবন্ধুকে দ্বার পর্য্যন্ত পৌছাইয়া দিয়া বৃন্দাবন আস্তে আস্তে বলিল, "তুমি বন্ধু হলেও ব্রাহ্মণ। তাই তোমাকে নিজের তরফ থেকেও প্রণাম করেচি, ছাত্রদের তরফ থেকেও করেচি, বুঝ্‌লে ত?"

কেশব সলজ্জ হাস্যে 'বুঝেচি' বলিয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল।

পরদিন সকালেই কেশব হাজির হইয়া বলিল, "বৃন্দাবন, তুমি যে যথার্থই একটা মানুষ, তা'তে আমার কোনো সন্দেহ নাই।"

বৃন্দাবন হাসিয়া বলিল, "আমারও নেই। তার পরে?"

কেশব কহিল, "তোমাকে উপদেশ দিচ্চিনে, সে অহঙ্কার আমার কাল ভেঙে গেছে, শুধু বন্ধুর মত সবিনয়ে জিজ্ঞেসা কচ্চি,—এ গাঁয়ে তুমি যেন নিজের অর্থ এবং সময় নষ্ট করে ছেলেদের শিক্ষা দিচ্চ, কিন্তু, আরও কত শত সহস্র গ্রাম রয়েচে, যেখানে 'ক' 'খ' শেখাবারও বন্দোবস্ত নেই। আচ্ছা, এ কায কি গভর্‌মেণ্টের করা উচিত নয়?"

বৃন্দাবন হাসিয়া উঠিল। বলিল, "তোমার প্রশ্নটা ঠিক ওই পোড়োদের মত হ'ল। দোষের জন্য রাধুকে মারতে যাও দিকি, সে তক্ষণি দুই হাত

তুলে বল্‌বে—পণ্ডিত মশাই মাধুও করেচে। অর্থাৎ মাধুর দোষ দেখিয়ে দিতে পারলে যেন রাধুর দোষ আর থাকে না। এই দেশ-জোড়া মূঢ়তার প্রায়শ্চিত্ত নিজে ত করি ভাই, তার পরে, দেখা যাবে গভর্‌মেণ্ট তাঁর কর্ত্তব্য করেন কি না। নিজের কর্ত্তব্য করার আগে, পরের কর্ত্তব্য আলোচনা করলে পাপ হয়।"

"কিন্তু, তোমার আমার সামর্থ্য কতটুকু? এই ছোট্ট একটুখানি পাঠশালায় জনকতক ছাত্রকে পড়িয়ে কতটুকু প্রায়শ্চিত্ত হবে?"

বৃন্দাবন বিস্মিত ভাবে এক মুহূর্ত্ত চাহিয়া থাকিয়া কহিল, "কথাটা ঠিক হোল না ভাই। আমার পাঠশালার একটি ছাত্রও যদি মানুষের মত মানুষ হয় ত' এই ত্রিশ কোটি লোক উদ্ধার হয়ে যেতে পারে। নিউটন, ফ্যারাডে, রামমোহন, বিদ্যাসাগর ঝাঁকে ঝাঁকে তৈরি হয় না কেশব, বরং আশীর্ব্বাদ কর, যেন এই অতি ছোট পাঠশালার একটি ছাত্রকেও মরণের পূর্ব্বে মানুষ দেখে মরতে পারি। আর এক কথা। আমার পাঠশালার একটি সর্ত্ত আছে। কাল যদি তুমি সন্ধ্যার পর উপস্থিত থাক্‌তে ত দেখ্‌তে পেতে, প্রত্যহ বাড়ী যাবার পূর্ব্বে প্রত্যেক ছাত্রই প্রতিজ্ঞা করে, বড় হয়ে তারা অন্ততঃ দুটি একটি ছেলেকেও লেখা-পড়া শেখাবে। আমার প্রতি-পাঁচটি ছাত্রের একটি ছাত্রও যদি বড় হয়ে তাদের ছেলে-বেলার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করে, তা হলে আমি হিসেব করে দেখেচি কেশব, বিশ বছর পরে এই বাঙলা দেশে একটি লোকও মূর্খ থাক্‌বে না।"

কেশব নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "উঃ কি ভয়ানক আশা!"

বৃন্দাবন বলিল, "সে বল্‌তে পার বটে। দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে আমারও ভয়

হয় দুরাশা, কিন্তু, সবল মুহূর্ত্তে মনে হয়, ভগবান মুখ তুলে চাইলে পূর্ণ হতে কতক্ষণ!”

কেশব কহিল, “বৃন্দাবন, আজ রাত্রেই দেশ ছেড়ে যেতে হবে, আবার কবে দেখা হবে, ভগবান জানেন। চিঠি লিখ্‌লে জবাব দেবে বল?”

“এ আর বেশী কথা কি কেশব?”

“বেশী কথাও আছে, বল্‌চি। যদি কখন বন্ধুর প্রয়োজন হয়, স্মরণ করবে বল?”

“তাও কোরব” বলিয়া বৃন্দাবন নত হইয়া কেশবের পদধূলি মাথায় লইল।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

ঠাকুরের দোল-উৎসব বৃন্দাবনের জননী খুব ঘটা করিয়া সম্পন্ন করিতেন। কাল তাহা সমাধা হইয়া গিয়াছিল। আজ সকালে বৃন্দাবন অত্যন্ত শ্রান্তিবশতঃ তখনও শয্যাত্যাগ করে নাই, মা ঘরের বাহির হইতে ডাকিয়া কহিলেন, "বৃন্দাবন, একবার ওঠ দিকি বাবা।"

জননীর ব্যাকুল কণ্ঠস্বরে বৃন্দাবন ধড়্ফড়্ করিয়া উঠিয়া বসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কেন মা ?"

মা দ্বার ঠেলিয়া ভিতরে আসিয়া বলিলেন, "আমি ত চিনিনে বাছা, তোর পাঠশালার একটি ছাত্তর বাইরে বসে বড় কাঁদ্চে—তার বাপ নাকি ভেদ-বমি হয়ে আর উঠতে পার্চে না।"

বৃন্দাবন উর্দ্ধশ্বাসে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইতেই শিবু গোয়ালার ছেলে কাঁদিয়া উঠিল—"পণ্ডিত মশাই, বাবা আর চেয়েও দেখ্চে না, কথাও বল্চে না।"

বৃন্দাবন সস্নেহে তাহার চোখ মুছাইয়া দিয়া হাত ধরিয়া তাহাদের বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইল।

শিবুর তখন শেষ সময়। প্রতিবৎসর এই সময়টায় ওলাউঠার প্রাদুর্ভাব হয়, এ বৎসর এই প্রথম। কাল সন্ধ্যা রাত্রেই শিবু রোগে আক্রান্ত হইয়া বিনা চিকিৎসায় এতক্ষণ পর্য্যন্ত টিকিয়া ছিল, বৃন্দাবন আসিবার ঘণ্টা খানেক পরেই দেহত্যাগ করিল।

বাঙলা দেশের প্রায় প্রতি গ্রামেই যেমন আপনা-আপনি শিক্ষিত এক আধ জন ডাক্তার বাস করেন, এ গ্রামেও গোপাল ডাক্তার ছিলেন।

কাল রাত্রে তাঁহাকে ডাকিতে যাওয়া হয়। কলেরা শুনিয়া তিনি দুটাকা ভিজিট নগদ প্রার্থনা করেন। কারণ, দীর্ঘ অভিজ্ঞতার ফলে তিনি ঠিক জানিতেন, ধারে কারবার করিলে এসব রোগে তাঁহার ঔষধ খাইয়া ছোটলোকগুলা পরদিন ভিজিট বুঝাইয়া দিবার জন্য বাঁচিয়া থাকে না। শিবুর স্ত্রীও অত রাত্রে নগদ টাকা সংগ্রহ করিতে না পারিয়া, নিরুপায় হইয়া 'নুন-জল' খাওয়াইয়া, স্বামীর শেষ চিকিৎসা সমাধা করিয়া, সারা রাত্রি শিয়রে বসিয়া মা শীতলার কৃপা প্রার্থনা করে। তারপর সকাল বেলা এই।

বৃন্দাবন বড়লোক, এ গ্রামে তাহাকে সবাই মান্য করিত। মৃত স্বামীর 'গতি' করিয়া দিবার জন্য শিবুর সদ্য-বিধবা তাহার পায়ের কাছে কাঁদিয়া পড়িল। শিবুর সম্বলের মধ্যে ছিল, তাহার অনশন ও অর্দ্ধাশন-ক্লিষ্ট হাত দুখানি এবং দুটি গাভী। তাহারই একটিকে বন্ধক রাখিয়া এ বিপদে উদ্ধার করিতে হইবে।

কোন কিছু বন্ধক না রাখিয়াও বৃন্দাবন তাহার জীবনে এমন অনেক 'গতি' করিয়াছে, শিবুরও 'গতি' করিয়া অপরাহ্ণ বেলায় ঘরে ফিরিয়া আসিল।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছিল। তখনও বৃন্দাবন চণ্ডীমণ্ডপের বারান্দায় একটা মাদুর পাতিয়া চোখ বুজিয়া শুইয়া ছিল, সহসা পদশব্দ শুনিয়া চাহিয়া দেখিল, মৃত শিবুর সেই ছেলেটি আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

'আয় বোস্ ষষ্ঠিচরণ' বলিয়া বৃন্দাবন উঠিয়া বসিল।

ছেলেটি বার দুই ঠোঁট ফুলাইয়া 'পণ্ডিত মশাই' বলিয়াই কাঁদিয়া ফেলিল।

সদ্য পিতৃহীন শিশুকে বৃন্দাবন কাছে টানিয়া লইতেই সে কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল, "কেষ্টাও বমি কচ্চে।"

কেষ্টা তাহার ছোট ভাই, সেও মাঝে মাঝে দাদার সহিত পাঠশালে লিখিতে আসিত।

আজরাত্রে গোপাল ডাক্তার ভিজিটের টাকা আদায় না করিয়াই বৃন্দাবনের সহিত কেষ্টাকে দেখিতে আসিলেন। তাহার নাড়ী দেখিলেন, জিভ দেখিলেন ঔষধ দিলেন, কিন্তু, অবাধ্য কেষ্টা মায়ের বুক-ফাটা কান্না, চিকিৎসকের মর্য্যাদা কিছুই গ্রাহ্য করিল না, রাত্রি ভোর না হইতেই গোপাল ডাক্তারের বিশ্ব-বিশ্রুত হাত-যশ খারাপ করিয়া দিয়া বাপের কাছে চলিয়া গেল।

মৃতপুত্র ক্রোড়ে করিয়া সদ্যবিধবা জননীর মর্ম্মান্তিক বিলাপে বৃন্দাবনের বুকের ভিতরটা ছিঁড়িয়া যাইতে লাগিল। তাহার নিজের ছেলে আছে, সে আর সহ্য করিতে না পারিয়া ঘরে পলাইয়া আসিয়া চরণকে প্রাণপণে বুকে চাপিয়া কাঁদিতে লাগিল। নিজের অন্তরের মধ্যে চাহিয়া সহস্রবার মনে মনে বলিল, "মানুষের দোষের শাস্তি আর যা' ইচ্ছে হয় দিয়ো ভগবান, শুধু এই শাস্তি দিয়ো না"—জানিনা, এ প্রার্থনা জগদীশ্বর শুনিতে পাইলেন কি না, কিন্তু, নিজে আজ সে নিঃসংশয়ে অনুভব করিল, এ আঘাত সহ্য করিবার শক্তি আর যাহারই থাক্ তাহার নাই।

ইহার পর দিন দুই নির্ব্বিঘ্নে কাটিল, কিন্তু তৃতীয় দিবস শোনা গেল, তাহাদের প্রতিবেশী রসিক ময়রার স্ত্রী ওলাউঠায় মর মর হইয়াছে।

মা দেখিতে গিয়াছিলেন, বেলা দশটার সময় তিনি চোখ মুছিতে মুছিতে ফিরিয়া আসিলেন এবং ঘণ্টাখানেক পরে আর্ত্ত ক্রন্দনের রোলে বুঝিতে পারা গেল, রসিকের স্ত্রী ছোট ছোট চার পাঁচটি ছেলে-মেয়ে রাখিয়া ইহলোক ত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিল।

এইবার গ্রামে মহামারি সুরু হইয়া গেল। যাহার পলাইবার স্থান ছিল, সে পলাইল, অধিকাংশেরই ছিল না, তাহারা ভীত শুষ্ক মুখে সাহস টানিয়া আনিয়া কহিল, 'অন্ন-জল ফুরাইলেই যাইতে হইবে, পলাইয়া কি করিব?'

বৃন্দাবনের বাড়ীর সুমুখ দিয়াই গ্রামের বড় পথ, তথায়, যখন-তখন ভয়ঙ্কর হরিধ্বনিতে ক্রমাগতই জানা যাইতে লাগিল, ইহাদের অনেকেরই অন্ন-জল প্রতিনিয়তই নিঃশেষ হইতেছে।

আশ-পাশের গ্রামেও দুই একটা মৃত্যু শোনা যাইতে লাগিল বটে, কিন্তু, বাড়লের অবস্থা প্রতি মুহূর্ত্তেই ভীষণ হইতে ভীষণতর হইয়া উঠিতে লাগিল। ইহার প্রধান কারণ, গ্রামের অবস্থা অন্যান্য বিষয়ে ভাল হইলেও পানীয় জলের কিছুমাত্র বন্দোবস্ত ছিল না।

নদী নাই, যে দুই চারিটা পুষ্করিণী পূর্ব্বে উত্তম ছিল, তাহাও সংস্কার অভাবে মজিয়া উঠিয়া প্রায় অব্যবহার্য্য হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। অথচ, কাহারো তাহাতে ভ্রুক্ষেপমাত্র ছিল না। গ্রামবাসীদের অনেকেরই বিশ্বাস, জলের তৃষ্ণা-নিবারণ ও আহার্য্য পাক করিবার ক্ষমতা থাকা পর্য্যন্ত তাহার ভাল-মন্দের প্রতি চাহিবার আবশ্যকতা নাই।

এদিকে, গোপাল ডাক্তার ছাড়া আর চিকিৎসক নাই, তিনি গরীবের ঘরে যাইবার সময় পাননা, অথচ, মারি প্রতিদিন বাড়িয়াই চলিয়াছে,

ক্রমশঃ এমন হইয়া উঠিল যে, ঔষধ পথ্য ত দূরের কথা, মৃতদেহ সৎকার করাও দুঃসাধ্য হইয়া দাঁড়াইল।

শুধু বৃন্দাবনের পাড়াটা তখনও নিরাপদ ছিল। রসিকের স্ত্রীর মৃত্যু ব্যতীত এই পাঁচসাতটা বাটীতে তখনও মৃত্যু প্রবেশ করে নাই।

বৃন্দাবনের পিতা নিজেদের ব্যবহারের নিমিত্ত যে পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছিলেন, তাহার জল তখনও দুষ্ট হয় নাই, প্রতিবেশী গৃহস্থেরা এই পানীয় ব্যবহার করিয়াই সম্ভবতঃ এখনও মৃত্যু এড়াইয়াছিল।

কিন্তু, বৃন্দাবন প্রতিদিন শুকাইয়া উঠিতে লাগিল! ছেলের মুখের পানে চাহিলেই তাহার বুকের রক্ত তোলপাড় করিয়া উঠে, কেবলই মনে হয়, অলক্ষ্য অভেদ্য অন্তরায় তাহাদের পিতাপুত্রের মাঝখানে প্রতি মুহূর্ত্তেই উচ্চ হইতে উচ্চতর হইয়া উঠিতেছে। তাহার সে সাহস নাই, রোগ ও মৃত্যু শুনিলেই চমকিয়া উঠে। ডাকিতে আসিলে যায় বটে, কিন্তু, তাহার প্রতি পদক্ষেপ বিচারালয়ের অভিমুখে অপরাধীর চলনের মত দেখায়। শুধু তাহার চিরদিনের অভ্যাসই তাহাকে যেন টানিয়া বাঁধিয়া লইয়া যায়। মৃত দেহ সৎকার করিয়া ঘরে ফিরিয়া, চরণকে কাছে ডাকিতে, তাহাকে স্পর্শ করিতে তাহার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিয়া উঠে। কেবলই মনে হয়, অজ্ঞাতসারে কোন্ সংক্রামক বীজ বুঝি একমাত্র বংশধরের দেহে সে পরিব্যাপ্ত করিয়া দিতেছে। কি করিয়া যে, তাহাকে বাহিরের সর্ব্বপ্রকার সংস্রব হইতে, রোগ হইতে, মরণ হইতে আড়াল করিয়া রাখিবে, ইহাই তাহার একমাত্র চিন্তা।

পাঠশালা আপনা-আপনি বন্ধ হইয়া গিয়াছে, চরণের মুখের দিকে

চাহিয়া, ইহাও তাহাকে ক্লিষ্ট করে নাই। কিছুদিন হইতে তাহার খাওয়া, পরা, শোওয়া সমস্তই নিজের হাতে লইয়াছিল, এবিষয়ে মাকেও যেন সে সর্ব্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করিতে পারিতেছিল না। এমনি সময়ে একদিন মায়ের মুখে সংবাদ পাইল, তাহাদের প্রতিবেশী তারিণী মুখুয্যের ছোট ছেলে রোগে আক্রান্ত হইয়াছে। খবর শুনিয়া তাহার মুখ কালীবর্ণ হইয়া গেল। মা তাহা লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "আর না বাবা। এইবার চরণকে নিয়ে তুই বাইরে যা।"

বৃন্দাবন ছল ছল চক্ষে বলিল, "মা! তুমিও চল।"

মা আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন, "আমার ঠাকুরঘর ফেলে রেখে!"

"পুরুত ঠাকুরের ওপর ভার দিয়ে চল।"

মা অধিকতর বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "আমার ঠাকুরের ভার অপরে বইবে, আর, আমি পালিয়ে যাব?"

বৃন্দাবন লজ্জিত হইয়া বলিল, "তা' নয় মা, তোমার ভার তোমারই রইল, শুধু দু'দিন পরে ফিরে এসে তুলে নিয়ো—"

মা, দৃঢ় ভাবে মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "তা' হয় না বৃন্দাবন। আমার শ্বাশুড়ী ঠাকরুণ এভার আমাকে দিয়ে গেছেন, আমিও যদি কখন তেমন করে দিতে পারি তবেই দেব, না হলে, আমারই মাথায় থাক্। কিন্তু, তোরা যা'।"

বৃন্দাবন উদ্বিগ্ন মুখে কহিল, "এই সময়ে কি করে তোমাকে একা ফেলে রেখে যাব, মা? ধর যদি—"

মা একটু হাসিলেন। বলিলেন, "সে ত সুসময় বাবা। তখন জানব আমার কায শেষ হয়েচে, ঠাকুর তাঁর ভার অপরকে দিতে চান। তাই

হোক্ বৃন্দাবন, আমার আশীর্ব্বাদ নিয়ে তোরা নির্ভয়ে যা,' আমি আমার ঠাকুরঘর নিয়ে স্বচ্ছন্দে থাকৃতে পারব।"

জননীর অবিচলিত কণ্ঠস্বরে অন্যত্র পলাইবার আশা বৃন্দাবনের তিরোহিত হইয়া গেল। কয়েক মুহূর্ত্ত ভাবিয়া লইয়া সেও দৃঢ়স্বরে কহিল, "তা' হলে আমারও যাওয়া হবেনা। তোমার ঠাকুর আছেন, আমারও মা আছেন। নিজের জন্য আমি এতটুকু ভয় পাইনি, মা শুধু চরণের মুখের দিকে চাইলেই আমি থাকৃতে পারিনে। কিন্তু, যাওয়া যখন কোনমতেই হতে পারে না, তখন আজ থেকে তাকে ঠাকুরের পায়ে সঁপে দিয়েই নিশ্চিন্ত হয়ে নির্ভয়ে থাক্‌ব। এখন থেকে আর তুমি আমার শুক্‌নো মুখ দেখ্‌তে পাবে না, মা।"

তারিণী মুখুর্য্যের ছোট ছেলে মরিয়াছে। পরদিন সকাল বেলা বৃন্দাবন কি কাযে ঐ দিক দিয়া আসিতেছিল, দেখিতে পাইল, তাহাদের পুকুরের ঘাটের উপরেই একটি স্ত্রীলোক কতকগুলি কাপড়-চোপড় কাচিতেছে। কতক কাচা হইয়াছে, কতক তখনও বাকি আছে। বস্ত্র-খণ্ডগুলির চেহারা দেখিয়াই বৃন্দাবন শিহরিয়া উঠিল। নিকটে আসিয়া ক্রুদ্ধ স্বরে কহিল, "মড়ার কাপড়-চোপড় কি বলে আপনি পুকুরে পরিষ্কার করচেন?"

স্ত্রীলোকটি ঘোমটার ভিতর হইতে কি বলিল তাহা বোঝা গেল না।

বৃন্দাবন বলিল, "যতটা অন্যায় করেচেন, তার ত উপায় নেই, কিন্তু, আর ধোবেন্ না—উঠে যান্।"

সে পরিষ্কৃত অপরিষ্কৃত বস্ত্রগুলি তুলিয়া লইয়া চলিয়া গেল।

বৃন্দাবন জলের দিকে চাহিয়া কিছুক্ষণ স্তব্ধ ভাবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া উঠিয়া আসিতেছিল, দেখিল তারিণী দ্রুতপদে এইদিকে আসিতেছে। একে পুত্রশোকে কাতর, তাহাতে এই অপমান, আসিয়াই পাগলের মত চোখ-মুখ করিয়া বলিল, "তুমি নাকি আমার বাড়ীর লোককে পুকুরে নাব্‌তে দাওনি?"

বৃন্দাবন কহিল, "তা' নয়, আমি ময়লা কাপড় ধুতে মানা করেচি।"

তারিণী চেঁচাইয়া উঠিয়া বলিল, "কোথায় ধোবে? থাক্‌ব বাড়্‌লে, ধুতে যাব বদ্দিবাটীতে? উচ্ছন্ন যাবি বৃন্দাবন, উচ্ছন্ন যাবি। ছোট লোক হয়ে পয়সার জোরে ব্রাহ্মণকে কষ্ট দিলে নির্বংশ হ'বি।"

বৃন্দাবনের বুকের ভিতর ধড়াস্ করিয়া উঠিল, কিন্তু, চেঁচাচেঁচি করা, কলহ করা তাহার স্বভাব নয়; তাই আত্মসম্বরণ করিয়া শান্তভাবে কহিল, "আমি একা উচ্ছন্ন যাই, তত ক্ষতি নাই; কিন্তু, আপনি সমস্ত পাড়াটা যে উচ্ছন্ন দেবার আয়োজন কর্‌চেন। গ্রাম উজাড় হয়ে যাচ্চে, শুধু পাড়াটা ভাল আছে, তাও আপনি থাক্‌তে দেবেন না?"

ব্রাহ্মণ উদ্ধতভাবে প্রশ্ন করিল, "চিরকাল মানুষ পুকুরে কাপড়-চোপড় কাচে না ত, কি তোমার মাথার ওপর কাচে বাপু?"

বৃন্দাবন দৃঢ়ভাবে জবাব দিল, "এ পুকুর আমার। আপনি নিষেধ যদি না শোনেন, আপনার বাড়ীর কোন লোককে আমি পুকুরে নাব্‌তে দেব না।"

"নাব্‌তে দিবিনে ত, আমরা যাব কোথায় বলে দে?"

বৃন্দাবন কহিল, "এখান থেকে শুধু ব্যবহারের জল নিতে পারেন। কাপড়-চোপড় ধুতে হলে মাঠের ধারের ডোবাতে গিয়ে ধুতে হবে।"

তারিণী মুখ বিকৃত করিয়া কহিল, "ছোটলোক হয়ে তোর এত বড় মুখ? তুই বলিস্ মেয়েরা মাঠে যাবে কাপড় ধুতে? একলা আমার বাড়ীতেই বিপদ ঢোকে নি, রে, তোর বাড়ীতেও ঢুকবে।"

বৃন্দাবন তেমনি শান্ত অথচ দৃঢ়ভাবে জবাব দিল—"আমি মেয়েদের যেতে বলি নি। আপনার ঘরে যখন দাসীচাকর নেই, তখন, মানুষ হ'ন ত নিজে গিয়ে ধুয়ে আনুন। আপনি এখন শোকে কাতর, আপনাকে শক্ত কথা বলা আমার অভিপ্রায় নয়—কিন্তু, হাজার অভিসম্পাত দিলেও আমি পুকুরের জল নষ্ট করতে দেব না।" বলিয়া আর কোন তর্কাতর্কির অপেক্ষা না করিয়া বাড়ী চলিয়া গেল।

মিনিট দশেক পরে ঘোষাল মশায় আসিয়া সদরে ডাকাডাকি করিতে লাগিলেন। ইনি তারিণীর আত্মীয়, বৃন্দাবন বাহিরে আসিতেই বলিলেন, "হাঁ বাপু বৃন্দাবন, তোমাকে সবাই সৎ ছেলে বলেই জানে, একি ব্যবহার তোমার? ব্রাহ্মণ, পুত্রশোকে মারা যাচ্চে, তার ওপর তুমি তাদের পুকুর বন্ধ করে দিয়েচ না কি?"

বৃন্দাবন কহিল, "ময়লা কাপড় ধোয়া বন্ধ করেচি, জলতোলা বন্ধ করিনি।"

"ভাল করনি বাপু। আচ্ছা, আমি বলে দিচ্চি, তোমার মান্য রেখে ঘাটের ওপর না ধুয়ে একটু তফাতে ধোবে।"

বৃন্দাবন জবাব দিল, "না। এই পুকুরটি মাত্র সমস্ত গ্রামের সম্বল, কিছুতেই আমি এমন দুঃসময়ে এর জল নষ্ট হতে দেব না।"

বিজ্ঞ ঘোষাল মশায় রুষ্ট হইয়া বলিলেন, "এ তোমার অন্যায় জিদ্

বৃন্দাবন। শাস্ত্রমতে প্রতিষ্ঠা-করা পুষ্করিণীর জল কিছুতেই অপবিত্র বা কলুষিত হয় না। দু'পাতা ইংরিজী পড়ে শাস্ত্র বিশ্বাস না করলে চল্‌বে কেন বাপু?"

বৃন্দাবন এক কথা একশ বার বলিতে বলিতে পরিশ্রান্ত হইয়া উঠিয়াছিল। বিরক্ত হইয়া বলিল—"শাস্ত্র আমি বিশ্বাস করি, কিন্তু আপনাদের মন-গড়াশাস্ত্র মানিনে। যা বলেছি তাই হবে, আমি ওর জলে ময়লা ধুতে দেব না। আর কেউ হলে ওসব কাপড় চোপড় পুড়িয়ে ফেল্‌ত, কিন্তু আপনারা যখন সে মায়া ত্যাগ করিতে পারবেন না, তখন, মাঠের ডোবা থেকে পরিষ্কার করে আনুন, আমার পুকুরে ওসব চল্‌বে না" বলিয়া ভিতরে চলিয়া গেল।

শাস্ত্রজ্ঞানী ঘোষাল মশায় বৃন্দাবনের সর্ব্বনাশ-কামনা করিতে করিতে চলিয়া গেলেন।

কিন্তু, বৃন্দাবন ঠিক জানিত, এইখানে ইহার শেষ নয়, তাই সে একটা লোককে পুষ্করিণীর জল পাহারা দিবার জন্য পাঠাইয়া দিল। লোকটা সমস্ত দিনের পর রাত্রি নয়টার সময় আসিয়া সম্বাদ দিল, পুকুরের জলে কাপড় কাচা হইতেছে, এবং তারিণী মুখুয্যে কিছুতেই নিষেধ শুনিতেছেন না। বৃন্দাবন ছুটিয়া গিয়া দেখিল, তারিণীর বিধবা কন্যা বালিশের অড়, বিছানার চাদর, ছোটবড় অনেকগুলি বস্ত্রখণ্ড জলে কাচিয়া জলের উপরেই সেগুলি নিঙড়াইয়া লইতেছে, তারিণী নিজে দাঁড়াইয়া আছে।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

পরদিন সকালেই বৃন্দাবন জননীর নির্দ্দেশমত চরণকে কাছে ডাকিয়া কহিল, "তোর মায়ের কাছে যাবিরে চরণ ?"

চরণ নাচিয়া উঠিল—"যাব বাবা।"

বৃন্দাবন মনে মনে একটু আঘাত পাইয়া বলিল, "কিন্তু, সেখানে গিয়ে তোকে অনেকদিন থাক্‌তে হবে। আমাকে ছেড়ে পারবি থাক্‌তে ?"

চরণ তৎক্ষণাৎ মাথা নাড়িয়া বলিল—"পার্‌ব্।"

বস্তুতঃ, এদিকের সূক্ষ্ম বাঁধা ধরা আঁটাআঁটির মধ্যে তাহার শিশুপ্রাণ অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিল। সে বাহিরে ছুটাছুটি করিতে পায় না, পাঠশালা বন্ধ, সঙ্গী-সাথীদের মুখ দেখিতে পর্য্যন্ত পায় না, দিবারাত্রির অধিকাংশ সময় বাড়ীর মধ্যে আবদ্ধ থাকিতে হয়, চারিদিকেই কি রকম একটা ভীত সন্ত্রস্ত ভাব, ভাল করিয়া কোন কথা বুঝিতে না পারিলেও ভিতরে ভিতরে সে বড় ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু, ও দিকে মায়ের অগাধ স্নেহ, অবাধ স্বাধীনতা,—স্নান, আহার খেলা কিছুতে নিষেধ নাই, হাজার দোষ করিলেও হাসিমুখের সস্নেহ অনুযোগ ভিন্ন, কাহারো ভ্রূকুটি সহিতে হয় না—সে অবিলম্বে বাহির হইয়া পড়িবার জন্য ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল।

'তবে যা।' বলিয়া বৃন্দাবন নিজের হাতে একটি ছোট টিনের বাক্স জামায়-কাপড়ে পরিপূর্ণ করিয়া এবং তাহাতে কিছু টাকা রাখিয়া দিয়া গাড়ীতে তুলিয়া দিল, এবং, সজল চক্ষে ছেলের মুখচুম্বন করিয়া তাহাকে তার মায়ের কাছে পাঠাইয়া দিয়া, দুঃখের ভিতরেও একটা সুগভীর স্বস্তির নিঃশ্বাস ত্যাগ করিল। যে ভৃত্য সঙ্গে গেল, পুত্রের উপর অনুক্ষণ সতর্ক দৃষ্টি রাখিবার জন্য বারম্বার উপদেশ করিল এবং প্রত্যহ নাহোক্, একদিন অন্তরেও সম্বাদ জানাইয়া যাইবার জন্য আদেশ দিল। মনে মনে বলিল, আর কখন যদি দেখিতেও না পাই, সেও ভাল, কিন্তু, এ বিপদের মধ্যে আর রাখিতে পারি না।

গাড়ী যতক্ষণ দেখা গেল, একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিয়া শেষে ভিতরে ফিরিয়া আসিয়া কিছুক্ষণ এদিক ওদিক করিয়া হঠাৎ, সে দিনের কথা স্মরণ করিয়াই তাহার ভয় হইল, পাছে, কুসুম রাগ করে। মনে মনে বলিল, না, কাজটা ঠিক হ'ল না। অত বড় একজিদী রাগী মানুষকে ভরসা হয় না। নিজে সঙ্গে না গেলে, হয়ত, উল্টো বুঝে একেবারে অগ্নিমূর্ত্তি হয়ে উঠ্‌বে। একখানা চাদর কাঁধে ফেলিয়া দ্রুতপদে হাঁটিয়া অবিলম্বে গাড়ীর কাছে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং ছেলের পাশে উঠিয়া বসিল।

কুঞ্জনাথের বাটীর সুমুখে আসিয়া, বাহির বাটীর চেহারা দেখিয়া বৃন্দাবন আশ্চর্য্য হইয়া গেল। চারিদিক অপরিচ্ছন্ন,—যেন বহুদিন এখানে কেহ বাস করে নাই। দোর খোলা ছিল, ছেলেকে লইয়া ভিতরে প্রবেশ করিয়াও দেখিল—সেই ভাব।

সাড়া পাইয়া কুসুম ঘর হইতে 'দাদা' বলিয়া বাহিরে আসিয়াই

অকস্মাৎ ইহাদিগকে দেখিয়া ঈর্ষ্যায় অভিমানে জ্বলিয়া উঠিয়া, চক্ষের নিমিষে পিছাইয়া ঘরে গিয়া ঢুকিল। চরণ পূর্ব্বের মত মহোল্লাসে চেঁচামেঁচি করিয়া ছুটিয়া গিয়া জড়াইয়া ধরিল। কুসুম তাহাকে কোলে লইয়া মাথায় রীতিমত আঁচল টানিয়া দিয়া মিনিট পাঁচেক পরে দাওয়ায় আসিয়া দাঁড়াইল।

বৃন্দাবন জিজ্ঞাসা করিল, "কুঞ্জ দা' কৈ ?"

"কি জানি, কোথায় বেড়াতে গেছেন।"

বৃন্দাবন কহিল, "দেখে মনে হয়, এযেন পোড়ো বাড়ী। এতদিন তোমরা কি এখানে ছিলে না ?"

"না।"

"কোথায় ছিলে ?"

মাস খানেক পূর্ব্বে কুসুম দাদার শাশুড়ীর সঙ্গে পশ্চিমে তীর্থ করিতে গিয়াছিল, কাল সন্ধ্যার পর ফিরিয়া আসিয়াছে।

সে কথা না বলিয়া তাচ্ছল্য ভাবে জবাব দিল, "এখানে সেখানে নানা যায়গায় ছিলুম।"

অন্যবারে কুসুম সর্ব্বাগ্রে বসিবার আসন পাতিয়া দিয়াছে, এবার তাহা দিল না দেখিয়া বৃন্দাবন নিজেই বলিল, "দাঁড়িয়ে রয়েচি, একটা বস্‌বার যায়গা দাও।"

কুসুম তেম্‌নি অবজ্ঞাভরে বলিল, "কি জানি, কোথায় আসন টাসন আছে" বলিয়া দাঁড়াইয়াই রহিল, একপা নড়িল না।

বৃন্দাবন প্রস্তুত হইয়া আসিলেও, এত বড় অবহেলা তাহাকে সজোরে আঘাত করিল। কিন্তু সেদিনের উত্তেজনাবশতঃ কলহ করিয়া

ফেলার হীনতা তাহার মনে ছিল, তাই সে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া নম্র স্বরে বলিল, "আমি বেশীক্ষণ তোমাকে বিরক্ত কোরব না। যে জন্যে এসেছি, বলি। আমাদের ওখানে ভারী ব্যারাম হচ্চে, তাই চরণকে তোমার কাছে রেখে যাব।"

কুসুম এতদিন এখানে ছিল না বলিয়াই ব্যারাম-স্যারামের অর্থ বুঝিল না, তীব্র অভিমানে প্রজ্বলিত হইয়া বলিল, "ওঃ তাই দয়া করে নিয়ে এসেচ? কিন্তু অসুখ বিসুখ নেই কোন্ দেশে? আমিই বা পরের ছেলের দায় ঘাড়ে কোর্‌ব কি সাহসে?"

বৃন্দাবন শান্তভাবে কহিল, "আমি যে সাহসে করি, ঠিক সেই সাহসে। তা'ছাড়া তোমাকেই বোধ করি ও সবচেয়ে ভালবাসে।"

কুসুম কি একটা বলিতে যাইতেছিল, চরণ হাত দিয়া তাহার মুখ নিজের মুখের কাছে আনিয়া বলিল, "মা, বাবা বলেচে, আমি তোমার কাছে থাক্‌ব—নাইতে যাবে না, মা?"

কুসুম প্রত্যুত্তরে বৃন্দাবনকে শুনাইয়া কহিল, "আমার কাছে তোমার থেকে কায নেই চরণ, তোমার নতুন মা এলে তার কাছে থেকো।"

বৃন্দাবন অতিশয় ম্লান একটু খানি হাসিয়া কহিল, "তা'ও শুনেচ। আচ্ছা, বল্‌চি তা'হলে। মা একা আর পেরে ওঠেন না বলেই একবার ও কথা উঠেছিল, কিন্তু তখনি থেমে গেছে।"

"থাম্‌ল কেন?"

"তার বিশেষ কারণ আছে, কিন্তু, সে কথায় আর কায নেই। চরণ, আয়রে, আমরা যাই—বেলা বাড়্‌চে।"

চরণ অনুনয় করিয়া কহিল, "বাবা, কাল যাব।"

বৃন্দাবন চুপ করিয়া রহিল। কুসুমও কথা না কহিয়া চরণকে কোল হইতে নামাইয়া দিল। মিনিট দুই পরে বৃন্দাবন গম্ভীর-স্বরে ডাক দিয়া বলিল, "আর দেরি করিস্‌নে রে, আয়" বলিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেল।

চরণ বড় আদরের সন্তান হইলেও গুরুজনের আদেশ পালন করিতে শিখিয়াছিল, তথাপি, সে, মায়ের মুখের দিকে সতৃষ্ণ চোখ দুটি তুলিয়া শেষে ক্ষুব্ধ মুখে নিঃশব্দে পিতার অনুসরণ করিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল।

গাড়োয়ান গরু দুটোকে জল খাওয়াইয়া আনিতে গিয়াছিল, পিতাপুত্র অপেক্ষা করিয়া পথের উপর দাঁড়াইয়া রহিল। এইবার কুসুম সরিয়া আসিয়া সদর দরজার ফাঁকদিয়া স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া চমকিয়া উঠিল। তাহার সে লাবণ্য নাই, চোখমুখের ভাব অতিশয় কৃশ ও পাণ্ডুর ; হঠাৎ সে আত্মসম্বরণ করিতে না পারিয়া আড়ালে থাকিয়াই ডাকিল, "একবার শোনো।"

বৃন্দাবন কাছে আসিয়া কহিল, "কি" ?

"তোমার কি এর মধ্যে অসুখ করেছিল ?"

"না।"

"তবে, এমন রোগা দেখাচ্চে কেন ?

"তাত' বল্‌তে পারিনে। বোধকরি ভাবনায় চিন্তায় শুক্‌নো দেখাচ্চে।"

ভাবনা চিন্তা! স্বামীর শীর্ণ মুখের পানে চাহিয়া তাহার জ্বালাটা নরম হইয়া আসিয়াছিল, শেষ কথায় পুনর্ব্বার জ্বলিয়া উঠিল। শ্লেষ

করিয়া কহিল, "তোমার'ত ষোলো আনাই সুখের! ভাবনা চিন্তা কি শুনি?"

বৃন্দাবন ইহার জবাব দিল না। গাড়ী প্রস্তুত হইলে, চরণ উঠিতে গেলে বৃন্দাবন কহিল, "তোর মাকে প্রণাম করে এলিনে রে?"

সে নামিয়া আসিয়া দ্বারের বাহিরে মাটীতে মাথা ঠেকাইয়া নমস্কার করিল, কুসুম ব্যগ্র ভাবে হাত বাড়াইয়া ধরিতে গেলে ছুটিয়া পলাইয়া গেল। সব কথা না বুঝিলেও একটা সে বুঝিয়াছিল, মাতা তাহাকে আজ আদর করে নাই, এবং সে থাকিতে আসিয়াছিল, তাহাকে রাখে নাই।

বৃন্দাবন আরও একটু সরিয়া আসিয়া গলা খাটো করিয়া কহিল, "কে জানে, যদি আর কখন না বল্‌তে পাই, তাই আজই কথাটা বলে যাই! আজ রাগের মাথায় তোমার চরণকে তুমি ঠাঁই দিলে না, কিন্তু, আমার অবর্ত্তমানে দিয়ো।"

কুসুম ব্যস্ত হইয়া বাধা দিয়া উঠিল—"ও সব আমি শুন্‌তে চাইনে।"

"তবু শোনো। আজ তোমার হাতেই তাকে দিতে এসে ছিলুম।"

"আমাকে তোমার বিশ্বাস কি?"

বৃন্দাবনের চোখ ছল্‌ছল্ করিয়া উঠিল, বলিল, "তবু সেই রাগের কথা। কুসুম, শুনি তুমি অনেক শিখেচ, কিন্তু, মেয়েমানুষ হয়ে ক্ষমা করতে শেখাই যে সবচেয়ে বড়-শেখা এটা কেন শেখোনি। কিন্তু তুমি চরণের মা, এই আমার বিশ্বাস। ছেলেকে মা-বাপের হাতে দিয়ে বিশ্বাস না হলে, কার হাতে হয় বল?"

কুসুম হঠাৎ এ কথার জবাব খুঁজিয়া পাইল না।

গরু দুটো বাড়ী ফিরিবার জন্য অস্থির হইয়া উঠিয়াছিল, চরণ ডাকিল, "বাবা, এসো না ?"

কুসুম কিছু বলিবার পূর্ব্বেই বৃন্দাবন 'যাই' বলিয়া গাড়ীতে গিয়া উঠিল।

কুসুম সেইখানে বসিয়া পড়িয়া মহা অভিমান-ভরে তাহার পরলোকগতা জননীকে উদ্দেশ করিয়া বলিয়া উঠিল, 'মা হইয়া এ কি অসহ্য শত্রুতা সন্তানের প্রতি সাধিয়া গিয়াছ মা! যদি, যথার্থই আমার অজ্ঞানে কলঙ্কে আমাকে ডুবাইয়া গিয়াছ, যদি, সত্যই নিজের ঘৃণিত, দর্পের পায়ে আমাকে বলি দিয়াছ, তবে সে কথা স্পষ্ট করিয়া বলিয়া যাও নাই কেন ? কা'র ভয়ে সমস্ত চিহ্ন এমন করিয়া মুছিয়া দিয়া গেলে ? আমার অন্তর্যামী যাহাদিগকে স্বামি-পুত্র বলিয়া চিনিয়াছে, সমস্ত জগতের সুমুখে সে কথা সপ্রমাণ করিবার রেখামাত্র পথ অবশিষ্ট রাখ নাই কেন ? আজ তাহা হইলে কে আমাকে পরিত্যাগ করিতে পারিত, কোন্ নির্লজ্জ স্বামী, স্ত্রীকে অনাথিনীর মত নিজের আশ্রয়ে প্রবেশ করিবার উপদেশ দিতে সাহস করিত ? কিংবা, সত্যই যদি আমি বিধবা, তাই বা নিঃসংশয়ে জানিতে পাই না কেন ? তখন কার সাধ্য বিধবার সম্মুখে রূপের লোভে বিধবা বিবাহের প্রসঙ্গ তুলিতে সাহস করিত ?'

একস্থানে একভাবে বসিয়া বহুক্ষণ কাঁদিয়া কুসুম আকাশের পানে চোখ তুলিয়া হাত জোড় করিয়া বলিল, "ভগবান, আমার যা' হোক্ একটা উপায় করে দাও। হয় মাথা তুলিয়া সগর্ব্বে স্বামীর ঘরে যাইতে দাও, না হয়, ছেলেবেলার সেই নিশ্চিন্ত নির্ব্বিঘ্ন দিনগুলি ফিরাইয়া দাও, আমি নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচি।"

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

স্বামী আবার বিবাহ করিতেছেন, সেদিন দাদার মুখে এই সম্বাদ শুনিবার পরে, কি করি, কোথায় পালাই, এম্নি যখন তাহার মানসিক অবস্থা, সেই সময়েই দাদার শাশুড়ীর সঙ্গে তীর্থে যাইবার প্রস্তাবে সে বিনা বাক্যব্যয়ে যাইতে সম্মত হইয়াছিল। কুঞ্জর শাশুড়ী কুসুমকে নিতান্তই দাসীর মত সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন, এবং সেই মত ব্যবহারও করিয়াছিলেন। কিন্তু এ সব ছোটখাটো বিষয়ে মনোনিবেশ করিবার সামর্থ্য কুসুমের ছিল না, তাই নলডাঙ্গায় ফিরিয়া, যখন সে বাড়ী আসিতে চাহিল, এবং তিনি সাপের মত গর্জ্জন করিয়া বলিলেন, "খ্যাপার মত কথা বোলো না বাছা। আমাদের বড় লোকদের শত্তুর পদে পদে—তুমি সোমত্ত মেয়ে সেখানে একলা পড়ে থাক্‌লে, আমরা সমাজে মুখ দেখাতে পার্‌ব না।"

তখনও কুসুম প্রতিবাদ করে নাই।

তিনি ক্ষণেক পরে কহিলেন, "ইচ্ছে হয়, দাদার সঙ্গে যাও, ঘর দোর দেখে দাদার সঙ্গেই ফিরে এসো। একলা তোমার কিছুতেই থাকা হবে না তা' বলে দিচ্ছি।"

কুসুম তাহাতেই রাজী হইয়া কাল সন্ধ্যায় ঘরদোর দেখিতে আসিয়াছিল।

আজ, চরণ প্রভৃতি চলিয়া যাইবার ঘণ্টা দুই পরে কুঞ্জনাথ জমিদারী চালে সারা গ্রামটা ঘুরিয়া ফিরিয়া আসিল, স্নানাহার করিয়া নিদ্রা দিল এবং বেলা পড়িলে বোন্‌কে লইয়া শ্বশুরবাড়ী ফিরিবার আয়োজন করিল। কুসুম ঘরেদোরে চাবি দিয়া নিঃশব্দে গাড়ীতে গিয়া বসিল। সে জানিত,

দাদা ইহাদের প্রতি প্রসন্ন নয়, তাই, সকালের কোন কথা প্রকাশ করিল না।

কুঞ্জর স্ত্রীর নাম ব্রজেশ্বরী। সে যেমন মুখরা, তেমনি কলহপটু। বয়স এখনও পোনর পূর্ণ হয় নাই, কিন্তু, তাহার কথার বাঁধুনি ও বিষের জ্বলনে তাহার মাকেও হার মানিয়া চোখের জল ফেলিতে হইত।

এই ব্রজেশ্বরী কুসুমকে, কি জানি কেন, চোখের দেখা মাত্রই ভালবাসিয়া ফেলিয়াছিল। বলা বাহুল্য, মা তাহাতে খুসি হ'ন নাই, এবং মেয়ের চোখের আড়ালে টিপিয়া টিপিয়া তাহাকে যা-তা বলিতে লাগিলেন।

বাড়ীর সম্মুখেই পুষ্করিণী, দিন তিন চার পরে, একদিন সকালে সে কতকগুলা বাসন লইয়া ধুইয়া আনিতে যাইতেছিল, ব্রজেশ্বরী ঘর হইতে বাহির হইয়াই সুতীক্ষ্ণ কণ্ঠে প্রশ্ন করিল, "হাঁ, ঠাকুরঝি, মা তোমাকে ক'টাকা মাইনে দেবে বলে এনেচে গা?"

মা, অদূরে ভাঁড়ারের সুমুখে বসিয়া কায করিতেছিলেন, মেয়ের তীব্র শ্লেষাত্মক প্রশ্ন শুনিয়া বিস্ময়ে ক্রোধে গর্জ্জিয়া উঠিলেন, "এ তোর কি রকম কথার ছিরি লা? মানুষ আপনার জনকে কি মাইনে দিয়ে ঘরে আনে?"

মেয়ে উত্তর দিল "আপনার জন আমার, তোমার এ, কে, যে, দুঃখী মানুষকে দিয়ে দাসী-বৃত্তি করিয়ে নেবে, মাইনে দেবে না।"

প্রত্যুত্তরে, মা দ্রুতপদে কাছে আসিয়া কুসুমের হাত হইতে বাসনগুলা একটানে ছিনাইয়া লইয়া নিজেই পুকুরে চলিয়া গেলেন।

কুসুম হতবুদ্ধির ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল, ব্রজেশ্বরী তাহার মুখের দিকে চাহিয়া মুখ টিপিয়া হাসিয়া, "তা' থাক!" বলিয়াই ঘরে চলিয়া গেল।

ইহার পর দুই তিন দিন তিনি কুসুমকে লক্ষ্য করিয়া বেশ রাগঝাল করিলেন, কিন্তু অকস্মাৎ একদিন তাঁহার ব্যবহারে পরিবর্ত্তন দেখিয়া ব্রজেশ্বরী আশ্চর্য্য হইল।

কাল রাত্রে শরীর ভাল নাই বলিয়া কুসুম খায় নাই, আজ সকালেই গৃহিণী স্নানাহ্নিক করিয়া খাইয়া লইবার জন্য তাহাকে পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন।

ব্রজেশ্বরী কাছে আসিয়া চুপি চুপি কহিল, "মা ভোল ফেরালেন কেন তাই ভাব্‌চি ঠাকুরঝি।"

কুসুম চুপ করিয়া রহিল, কিন্তু মেয়ে মাকে বেশ চিনিত তাই দু'দিনেই এই অকস্মাৎ পরিবর্ত্তনের কারণ সন্দেহ করিয়া মনে মনে আগুন হইয়া উঠিল।

গোবর্দ্ধন বলিয়া গৃহিণীর এক বোন্‌-পো ছিল, সে অপরিমিত তাড়ি ও গাঁজা-গুলি খাইয়া চেহারাটা, এমন করিয়া রাখিয়াছিল যে, বয়স পঁইত্রিশ কি পঁইষট্টি, তাহা ধরিবার যো ছিল না। কেহ মেয়ে দেয় নাই বলিয়া এখনো অবিবাহিত। বাড়ী ও পাড়ায় পূর্ব্বে কদাচিৎ দেখা মিলিত, কিন্তু, সম্প্রতি কোন্ অজ্ঞাত কারণে মাসীমাতার প্রতি তাহার ভক্তি-ভালবাসা এতই বাড়িয়া উঠিল, যে প্রত্যহ, যখন তখন 'মাসী মা' বলিয়া হাজির হইয়া, তাঁহার ঘরে বসিয়া বহুক্ষণ ধরিয়া কথাবার্ত্তা ও আদেশ-উপদেশ গ্রহণ করিতে লাগিল।

আজ অপরাহ্ণে ব্রজেশ্বরী কুসুমকে লইয়া পুকুরে গা' ধুইতে গিয়াছিল। জলে নামিয়া, ঘাটের অদূরে একটা ঘন কামিনী-ঝাড়ের প্রতি হঠাৎ নজর পড়ায় দেখিল, তাহার আড়ালে দাঁড়াইয়া গোবর্দ্ধন একদৃষ্টে চাহিয়া আছে,

তখন আর কিছু না বলিয়া, কোন মতে কায সারিয়া বাড়ী ফিরিয়া দেখিল সে উঠানের উপর দাঁড়াইয়া মাসীর সহিত কথা কহিতেছে। কুসুম, আকণ্ঠ ঘোম্‌টা টানিয়া দিয়া দ্রুতপদে পাশ কাটাইয়া ঘরে চলিয়া গেলে, ব্রজেশ্বরী কাছে আসিয়া প্রশ্ন করিল, "আচ্ছা, গোবর্দ্ধন দাদা আগে কোন কালে তোমাকে ত দেখতে পেতাম না, আজকাল হঠাৎ এমন সদয় হয়ে উঠেচ কেন বলত? বাড়ীর ভেতর আসা-যাওয়াটা একটু কম করে ফ্যালো।"

গোবর্দ্ধন জানিত না সে তাহাকে দেখিতে পাইয়াছিল, কিন্তু, এই প্রশ্নের ভাবে উৎকণ্ঠায় শশব্যস্ত হইয়া উঠিল—জবাব দিতে পারিল না।

কিন্তু মা অগ্নিমূর্ত্তি হইয়া চোখ রাঙা করিয়া চেঁচাইয়া উঠিলেন, "আগে ওর ইচ্ছে হয়নি, তাই আসেনি, এখন ইচ্ছে হয়েচে আস্‌চে। তোর কি?"

মেয়ে রাগ করিল না, স্বাভাবিক কণ্ঠে বলিল, "এই ইচ্ছেটাই আমি পছন্দ করিনে। আমার নিজের জন্যেও তত বলিনে, মা, কিন্তু, আমার নোনদ রয়েচে, সে পরের মেয়ে, তা'ত মনে রাখতে হবে।"

মা সপ্তমে চড়িয়া উত্তর করিলেন, "পরের মেয়ের জন্যে কি আমার আপনার বোন্‌পো ভাইপোরা, পর হয়ে যাবে, না, বাড়ী ঢুকবে না? তা'ছাড়া এই পরের মেয়েটি কি পরদার বিবি, না, কারু সাম্‌নে বার হ'ন না? ওলো, ও যেমন ক'রে বার হতে জানে, তা দেখলে আমাদের বুড়ো মাগীদের পর্য্যন্ত লজ্জা হয়।"

ব্রজেশ্বরী বুঝিল, মা কি ইঙ্গিত করিয়াছেন, তাই, সে থামিয়া গেল। তাহার মনে পড়িল, এই কুসুমেরই কত কথা, কতভাবে, কত ছাঁদে, সে

দু'দিন আগে মায়ের সহিত আলোচনা করিয়াছে। কিন্তু, তখন আলাদা কথা ছিল, এখন সম্পূর্ণ আলাদা কথা দাঁড়াইয়াছে। তখন, কুসুমকে সে ভালবাসে নাই, এখন বাসিয়াছে। এবং এ ধরণের ভালবাসা, ভগবানের আশীর্ব্বাদ ব্যতীত দেওয়াও যায় না, পাওয়াও যায় না।

ব্রজেশ্বরী যাইবার জন্য উদ্যত হইয়া গোবর্দ্ধনের মুখের পানে তীব্র দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল, "গোবর্দ্ধন দাদা, ভারীলজ্জার কথা ভাই, মুখ ফুটে বল্‌তে পারলুম না, কিন্তু আমি দেখেচি। দাদার মত আস্‌তে পার, ত' এসো, না হলে তোমার অদৃষ্টে দুঃখ আছে—সে দুঃখ মাও ঠেকাতে পারবে না, তা' বলে দিচ্চি।" বলিয়া নিজের ঘরে চলিয়া গেল।

মা কহিলেন, "কি হয়েচে রে গোবর্দ্ধন ?"

গোবর্দ্ধন মুখ রাঙ্গা করিয়া বলিল—"তোমার দিব্বি মাসী আমি জানিনে—কোন্ শালা ঝোপের ভিতরে—মাইরি বল্‌চি—একটা দাঁতন ভাঙ্‌তে—জিজ্ঞেস্ করবে চল ময়রাদের দোকানে—আসুক ও আমার সঙ্গে ওপাড়ায় ভজিয়ে দিচ্চি—" ইত্যাদি বলিতে বলিতে গোবর্দ্ধন সরিয়া পড়িল।

ব্রজেশ্বরী কাপড় ছাড়িয়া কুসুমের ঘরে গিয়া দেখিল, তখনও সে ভিজা কাপড়ে স্তব্ধ হইয়া জানালা ধরিয়া দাঁড়াইয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া আছে। পদশব্দে মুখ ফিরাইয়া রুদ্ধকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "কেন বৌ, আমার কথায় তুমি কথা কইতে গেলে ? আমাকে কি তুমি এখানেও টিক্‌তে দেবে না ?"

"আগে কাপড় ছাড়, তারপর বল্‌চি" বলিয়া সে জোর করিয়া তাহার আর্দ্র বস্ত্র পরিবর্ত্তন করাইয়া দিয়া কহিল, "অন্যায় আমি কোন মতেই

সইতে পারিনে ঠাকুরঝি, তা' তোমার জন্যেই হোক্, আর আমার জন্যেই হোক্। ও হতভাগাকে আমি বাড়ী ঢুক্‌তে দেব না—ওর মৎলব আমি টের পেয়েচি।" জননীর কথাটা সে লজ্জায় উচ্চারণ করিতে পারিল না।

কুসুম কাঁদ কাঁদ হইয়া বলিল, "মৎলব যার যাই থাক্, বৌদি' তোমার দুটি পায়ে পড়ি, আমার কথা নিয়ে কথা ক'য়ে আর আমাকে বিপদে ফেলো না।"

"কিন্তু, আমি বেঁচে থাক্‌তে বিপদ্ হবে কেন ?"

কুসুম প্রবলবেগে মাথা নাড়িয়া কহিল, "হবেই। চোখে দেখচি হবে" কপালে সজোরে আঘাত করিয়া কহিল, "এই হতভাগা কপালকে যেখানে নিয়ে যাব, সেইখানেই বিপদ্ সঙ্গে সঙ্গে যাবে। বোধ করি স্বয়ং ভগবানও আমাকে রক্ষা করতে পারেন না!" বলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

ব্রজেশ্বরী সস্নেহে তাহার চোখ মুছাইয়া দিয়া ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া আস্তে আস্তে বলিল—"বোধ করি নিতান্ত মিথ্যে বলনি। রাগ কোরোনা ভাই, কিন্তু শুধু কপালের দোষ দিলে হবে কেন ? তোমার নিজের দোষও কম নয় ঠাকুরঝি !"

কুসুম, তাহার মুখের পানে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আমার নিজের দোষ কি ? আমার ছেলেবেলার ঘটনা সব শুনেচ ত ?"

"শুনেচি। কিন্তু সে ত আগাগোড়া মিথ্যে। সমস্ত জেনে শুনে এ'স্ত্রী মানুষ তুমি—সিঁদূর পরনা, নোয়া হাতে রাখনা, স্বামীর ঘর কর না, এ কপালের দোষ, না, তোমার নিজের দোষ ভাই ? তখন, না হয়

জ্ঞানবুদ্ধি ছিল না, এখন হয়েছে ত? তুমিই বল, কোন্ সধবা কবে, রাগ করে বিধবার বেশে থাকে?"

"সমস্তই জানি বৌ, কিন্তু, আমি সিঁদুর নোয়া পরে থাক্‌লেই ত লোকে শুনবে না। কে আমার স্বামী? কে তার সাক্ষী? তিনিই বা আমাকে শুধু শুধু ঘরে নেবেন কেন?"

ব্রজেশ্বরী বিস্ময়ে অবাক হইয়া গিয়া বলিল, "সে কি কথা ঠাকুরঝি? এর চেয়ে বেশী প্রমাণ কবে কোন্ জিনিসের হয়ে থাকে। তুমি কি কিছুই শোন নি, ঐ কথা নিয়ে কি কাণ্ড নন্দ জ্যাঠার সঙ্গে এই বাড়ীতেই হয়ে গেল!" একটুখানি চুপ করিয়া পরক্ষণেই বলিয়া উঠিল, "কেন, তোমার দাদা ত সমস্তই জানেন, তিনি বলেননি? আমি মনে করেচি, তুমি সমস্ত জেনে শুনেই এখানে এসেচ, তাই, পাছে, রাগ কর, মনে দুঃখ পাও, সেই জন্যে কোন কথা বলিনি, চুপ করেই আছি। বরং, তুমি এসেচ বলে প্রথম দিন তোমার ওপর আমার রাগ পর্য্যন্ত হয়েছিল।"

কুসুম উদ্বেগে অধীর হইয়া উঠিয়া বলিল, "আমি কিচ্ছু শুনিনি বৌ, কি হয়েছিল বল।"

ব্রজেশ্বরী নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "বেশ!" যেমন ভাই, তেমনি বোন্। ঠাকুরজামায়ের সঙ্গে নন্দ জ্যাঠার মেয়ের যখন সম্বন্ধ হয়, তখন তোমরা পশ্চিমে ছিলে, তখন, তোমার দাদাই অত হাঙ্গামা বাধালে, আর শেষে সেই চুপ করে আছে! আমার শাশুড়ীর কথা, তোমার কথা, ওদের কথা, সমস্তই ওঠে,—তখন নন্দ জ্যাঠা অস্বীকার করেন, পাছে তা'র মেয়ের সম্বন্ধ ভেঙে যায়। তার পরে ঠাকুরবাড়ীর বড় বাবাজীকে ডেকে আনা হয়, তিনিই মীমাংসা করে দেন, সমস্ত মিথ্যে। কারণ একেত

তাঁকে না জানিয়ে, তাঁর অনুমতি না নিয়ে আমাদের সমাজে এ সকল কায হতেই পারে না, তা' ছাড়া, তিনি নন্দজ্যাঠাকে হুকুম দেন, যে, একায করিয়েছিল তাকে হাজির করিয়ে দিতে। তখনই তাঁকে স্বীকার করতে হয়, কণ্ঠিবদলের কথা হয়েছিল মাত্র, কিন্তু, হয়নি।"

কুসুম আশঙ্কায় নিঃশ্বাস রোধ করিয়া বলিয়া উঠিল, "হয়নি? বৌ, আমি মনে মনে জানতুম। কিন্তু, আমার কথাই বা এত উঠ্‌ল কেন?"

ব্রজেশ্বরী হাসিয়া বলিল—"তোমার দাদার একটুখানি বাইয়ের ছিট আছে কি না, ভাই। অপর কেউ হয়ত, চক্ষু লজ্জাতেও এত গণ্ডগোল করতে চাইত না, কিন্তু, ওঁর ত,' সে বালাই নেই, তাই, চতুর্দ্দিক তোলপাড় করতে লাগলেন, আমার বোনের যখন কোন দোষ নেই, মা, যখন সত্যিই তার কণ্ঠিবদল দেন নি, তখন কেন ঠাকুরজামাই তাকে নিয়ে ঘর করবে না, কেন আবার বিয়ে করবে, আর কেনই বা নন্দজ্যাঠা তাকে মেয়ে দেবে!"

কুসুম লজ্জায় কণ্টকিত হইয়া বলিল,—"ছি ছি, তার পরে?"

ব্রজেশ্বরী কহিল, "তার পরে আর বেশী কিছু নেই। আমার শাশুড়ী-ঠাকরুণ আর নন্দজ্যাঠাইমা এক গাঁয়ের মেয়ে, রাগে, দুঃখে, লজ্জায়, অভিমানে তোমাকে নিয়ে এই খানেই আসেন, তাঁর ছেলের সঙ্গেই কথা হয়—কিন্তু, হতে পায়নি। আচ্ছা, ঠাকুরঝি, ঠাকুরজামাই নিজেও ত সব কথা শুনে গেছেন, তিনিও কি তোমাকে কোন ছলে জানান নি? আগে শুনেছিলুম তোমার জন্য তিনি নাকি—"

কুসুম মুখ ফিরাইয়া লইয়া বলিল, "বৌ, সেদিন হয় ত তিনি তাই বল্‌তেই এসেছিলেন।"

ব্রজেশ্বরী আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কোন্ দিন? সম্প্রতি এসেছিলেন?"

"হাঁ, আমরা যেদিন এখানে আসি, সেই দিন সকালে।"

"তার পরে?"

"আমার দুর্ব্যবহারে না বলেই ফিরে যান।"

ব্রজেশ্বরী মুখ টিপিয়া হাসিয়া কহিল, "কি করেছিলে? কুঞ্জে ঢুক্‌তে দাওনি, না, কথা কওনি?"

কুসুম জবাব দিল না। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া ঘাড় হেঁট করিয়া বসিয়া রহিল।

ব্রজেশ্বরীও আর কোন প্রশ্ন করিল না। সন্ধ্যার আঁধার ঘনাইয়া আসিতেছিল, চারিদিকের শাঁখের শব্দে সে চকিত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, "তুমি একটু বোসো ভাই, আমি সন্ধ্যা দিয়ে একটা প্রদীপ জ্বেলে আনি" বলিয়া চলিয়া গেল।

কিছুক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, কুসুম সেইখানে উপুড় হইয়া পড়িয়া গুমরিয়া গুমরিয়া কাঁদিতেছে। প্রদীপ যথাস্থানে রাখিয়া দিয়া, কুসুমের পাশে আসিয়া বসিল, এবং তাহার মাথার উপর একটা হাত রাখিয়া অনেকক্ষণ নীরব থাকিয়া আস্তে আস্তে বলিল,—"সত্যিই কাযটা ভাল করিনি দিদি। অবশ্য, কি করেছিলে, তা আমি জানিনে, কিন্তু মনে যখন জানো তিনি কে, আর তুমি কে, তখন, তাঁর অনুমতি ভিন্ন তোমার কোথাও যাওয়া উচিত হয় নি।"

কুসুম মুখ তুলিল না, চুপ করিয়া শুনিতে লাগিল।

ব্রজেশ্বরী কহিল, "তোমাদের কথা তোমারই মুখ থেকে যতদূর

শুনেচি, আমার তেমন অবস্থা হ'লে, পায়ে হেঁটে যাওয়া কি ঠাকুরঝি, যদি হুকুম দিতেন সারা পথ নাকখত্ দিয়ে যেতে হবে, আমি তাই যেতুম!"

কুসুম পূর্ব্ববৎ থাকিয়াই এবার অস্ফুটে বলিল, "বৌ মুখে বলা যায় বটে, কিন্তু কাযে করা শক্ত।"

"কিচ্ছু না। গেলে, স্বামী পাবো, ছেলে পাবো, তাঁর ভাত খেতে পাবো, এত পাওয়ার কাছে মেয়েমানুষের শক্ত কাজ কি দিদি? তা'ও যদি না পাই, তবু ফিরে আস্তুম না,—তাড়িয়ে দিলেও না। গায়ে ত আর হাত দিতে পারতেন না, তবে আর ভয়টা কি? বড় জোর বল্তেন, 'তুমি যাও', আমিও বল্তুম 'তুমি যাও'—জোর করে থাক্লে কি কর্তেন তিনি?"

তাহার কথা শুনিয়া এত দুঃখেও কুসুম হাসিয়া ফেলিল।

ব্রজেশ্বরী কিন্তু এ হাসিতে যোগ দিল না—সে নিজের মনের কথাই বলিতেছিল, হাসাইবার জন্য, সান্ত্বনা দিবার জন্য বলে নাই। অধিকতর গম্ভীর হইয়া কহিল, "সত্যি বল্চি ঠাকুরঝি, কারো মানা শুনো না—যাও তাঁর কাছে। এমন বিপদের দিনে স্বামি-পুত্রকে একা ফেলে রেখো না।"

ব্রজেশ্বরীর এই আকস্মিক কণ্ঠস্বরের পরিবর্ত্তনে কুসুম সব ভুলিয়া ধড়্ফড়্ করিয়া উঠিয়া বসিয়া বলিল, "বিপদের দিন কেন?"

ব্রজেশ্বরী কহিল, "বিপদের দিন বই কি! অবশ্য, তাঁরা ভাল আছেন, কিন্তু বাড়লে সেই যে ওলাউঠা সুরু হয়েছিল, তোমার দাদা এখনি বল্লেন, এখন নাকি ভয়ানক বেড়েছে—প্রত্যহ দশজন

বারজন করে মারা পড়চে—ছি ছি ওকি কর—পায়ে হাত দিয়োনা ঠাকুরঝি।"

কুসুম তাহার দুই পা চাপিয়া ধরিয়া কাঁদিয়া উঠিল—"বৌদি, আমার চরণকে তিনি দিতে এসেছিলেন, আমি নিই নি—আমি কিছু জানিনি বৌদি—"

ব্রজেশ্বরী বাধা দিয়া বলিল, "বেশ, এখন শুন্‌লে ত! এখন গিয়ে তাকে নাওগে।"

"কি করে যাবো?"

ব্রজেশ্বরী কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু, হঠাৎ পিছনে শব্দ শুনিয়া ঘাড় ফিরাইয়া দেখিল, দোর ঠেলিয়া চৌকাঠের ওদিকে মা দাঁড়াইয়া আছেন। চোখোচোখি হইতেই তীব্র শ্লেষের সহিত বলিলেন, "ঠাকুরঝি ঠাকরুণকে কি পরামর্শ দেওয়া হচ্চে শুনি?"

ব্রজেশ্বরী স্বাভাবিক স্বরে কহিল, "বেশ ত' মা, ভেতরে এসো বল্‌চি। তোমার কিন্তু, ভয়ের কারণ নেই মা, আপনার লোককে কেউ খারাপ মৎলব দেয় না, আমিও দিচ্চিনে।"

মা বহুক্ষণ হইতেই অন্তরে পুড়িয়া মরিতেছিলেন, জ্বলিয়া উঠিয়া বলিলেন, "তার মানে আমি লোকজনকে কু-মৎলব দিয়ে থাকি, না? তখনি জানি ও কালামুখী যখন ঘরে ঢুকেচে, তখন এ বাড়ী ও ছারখার করবে। সাধে কি কুঞ্জনাথ ওকে দুটি চক্ষে দেখ্‌তে পারে না, এই স্বভাব রীতির গুণে!"

মেয়েও তেমনি শক্ত কি একটা জবাব দিতে যাইতেছিল, কিন্তু কুসুমের হাতের চিম্‌টি খাইয়া থামিয়া গিয়া বলিল, "সেই জন্তেই কালামুখীকে বল্‌ছিলুম, যা শ্বশুরঘর করগে যা, থাকিস্‌নে এখানে।"

শ্বশুরবাড়ীর নামে মা, তাম্বুলরঞ্জিত অধর প্রসারিত ও তিলকসেবিত নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, "বলি, কোন্ শ্বশুরঘরে ঠাকুরঝিকে পাঠিয়ে দিচ্ছিস্ লো? নন্দ বোষ্ট—"

এবার ব্রজেশ্বরী ধমক্ দিয়া উঠিল—"সমস্ত জেনে শুনে ন্যাকা সেজে থামকা মানুষকে অপমান করো না। শ্বশুরঘর মেয়েমানুষের দশ বিশটা থাকে না, যে আজ নন্দবোষ্টমের নাম করবে, কাল তোমার গোবর্দ্ধনের বাপের নাম করবে, আর তাই চুপ করে শুন্‌তে হবে।"

মেয়ের নিষ্ঠুর স্পষ্ট ইঙ্গিতে মা বারুদের মত ফাটিয়া পড়িয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "হতভাগী, মেয়ে হয়ে তুই মার নামে এত বড় অপবাদ দিস্!"

মেয়ে বলিল, "অপবাদ হলেও বাঁচ্‌তুম, মা, এ যে সত্যি কথা। মাইরি, বল্‌ছি, মা, তোমাদের মত দুই একটি বোষ্টম মেয়েদের গুণে আমার বরং হাড়িমুচি বলে পরিচয় দিতে ইচ্ছে করে, কিন্তু বোষ্টম বল্‌তে মাথা কাটা যায়। থাক্, চেঁচামেচি কোরো না, যদি, অপবাদ দিয়েচি বলেই তোমার দুঃখ হয়ে থাকে, দাও ঠাকুরঝিকে বাড়লে পাঠিয়ে, তার পরে তোমার যা' মুখে আসে তাই বলে আমাকে গাল দিয়ো, তোমার দিব্যি করে বল্‌চি, মা, কথাটি ক'বনা।"

মেয়ের সুতীক্ষ্ণ শরের মুখে, মা বুঝিলেন, যুদ্ধ এ ভাবে আর অধিক-দূর অগ্রসর হইলে তাঁহারই পরাজয় হইবে, কণ্ঠস্বর নরম করিয়া বলিলেন "সেখানে পাঠিয়ে দিলেই বা, তারা ঘরে নেবে কেন? তোর চেয়ে আমি ঢের বেশী জানি, ব্রজেশ্বরী, আর তারা ওর কেউ নয়,

বৃন্দাবনের সঙ্গে কুসুমের কোন সম্পর্ক নেই।—মিথ্যে আশা দিয়ে ওকে তুই নাচিয়ে বেড়াসনে” বলিয়া, তিনি প্রত্যুত্তর না শুনিয়াই হন্ হন্ করিয়া চলিয়া গেলেন।

কুসুম শুষ্ক পাণ্ডুর মুখখানি উঁচু করিতেই ব্রজেশ্বরী জোর দিয়া বলিয়া উঠিল, “মিথ্যে কথা বোন্, মিথ্যে কথা। মা জেনে শুনে ইচ্ছে করে মিথ্যে কথা বলে গেলেন, আমি মেয়ে হয়ে তোমার কাছে স্বীকার করচি—আচ্ছা, এখনি আস্‌চি আমি—” বলিয়া কি ভাবিয়া ব্রজেশ্বরী দ্রুতপদে ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

অবস্থা ভাল হইলে যে, বুদ্ধিও ভাল হয়, কুঞ্জনাথ তাহা সপ্রমাণ করিল। পত্নী ও ভগিনীর সংযুক্ত অনুরোধ ও আবেদন তাহাকে কর্ত্তব্যে বিচলিত করিল না। সে মাথা নাড়িয়া বলিল,—“সে হতে পারে না। মা না বল্‌লে আমি চরণকে এখানে আন্‌তে পারিনে।”

ব্রজেশ্বরী কহিল, “অন্ততঃ একবার গিয়ে দেখে এসো তাঁরা কেমন আছেন।”

কুঞ্জনাথ চোখ কপালে তুলিয়া বলিল, “বাপ্‌রে! দশবিশটা রোজ মর্‌চে সেখানে।”

“তবে কোন লোক পাঠিয়ে দাও খবর আনুক।”

“তা' হতে পারে বটে।” বলিয়া কুঞ্জ লোকের সন্ধানে বাহিরে চলিয়া গেল।

পরদিন সকালে কুসুম স্নান করিয়া রন্ধনশালায় প্রবেশ করিতে যাইতেছিল, দাসী উঠান ঝাঁট দিতে দিতে বলিল, “মা বারণ কর্‌লেন দিদি-ঠাকরুণ, আজ আর রান্না ঘরে ঢুকোনা।”

কথাটা শুনিয়াই তাহার বুকের ভিতরটা কাঁপিয়া উঠিল। সেই-খানে থমকিয়া দাঁড়াইয়া সভয়ে বলিল, "কেন?"

"সে ত জানিনে দিদি" বলিয়া সে নিজের কাযে মন দিল।

ফিরিয়া আসিয়া কুসুম অনেকক্ষণ নিজের ঘরে বসিয়া রহিল। অন্য দিন এই সময়টুকুর মধ্যে কতবার ব্রজেশ্বরী আসে যায়, কিন্তু আজ তাহার দেখা নাই। বাহির হইয়া একবার খুঁজিয়াও আসিল, কিন্তু কোথাও তাহার সাক্ষাৎ মিলিল না।

সে মায়ের ঘরে লুকাইয়া বসিয়াছিল, কারণ, এ ঘরে কুসুম আসে না, তাহা সে জানিত। প্রত্যহ উভয়ে একত্রে আহার করিত, আজ সে-সময়ও যখন উত্তীর্ণ হইয়া গেল, তখন উদ্বেগ, আশঙ্কা, সংশয় আর সহ্য করিতে না পারিয়া, সে আর একবার ব্রজেশ্বরীর সন্ধানে বাহিরে আসিতেছিল, মা, সুমুখে আসিয়া বলিলেন "আর দেরী করে কি হবে বাছা, যাও একটা ডুব দিয়ে এসে এ বেলার মত যা' হোক ছটো মুখে দাও—তোমার দাদা ঠাকুরবাড়ীতে মত জান্‌তে গেছে।"

কুসুম মুখ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিতে গেল, কিন্তু মুখের মধ্যে জিহ্বা কাঠের মত শক্ত হইয়া রহিল।

তখন, মা নিজেই একটু করুণ সুরে বলিলেন, "ব্যাটার বউ যখন, তখন ব্যাটার মতই অশৌচ মান্‌তে হবে। যাই হোক্ মাগী দোষে গুণে ভাল মানুষই ছিল। সেদিন আমার ব্রজেশ্বরীর সম্বন্ধ করতে এসে কত কথা। আজ ছ' দিন হয়ে গেল বৃন্দাবনের মা মরেচে—তা' সে যা' হবার হয়েছে, এখন, মহাপ্রভু ছেলেটিকে বাঁচিয়ে দিন্! কি নাম বাছা তার?

চরণ না? আহা! রাজপুত্তুর ছেলে, আজ সকালে তারও দু'বার ভেদ-বমি হয়েছে।"

কুসুম মুখ তুলিল না, কথা কহিল না, ধীরে ধীরে নিজের ঘরে গিয়া ঢুকিল।

বেলা প্রায় তিনটা বাজে, ব্রজেশ্বরী এঘর-ওঘর খুঁজিয়া কোথাও কুসুমের সন্ধান না পাইয়া দাসীকে জিজ্ঞাসা করিল, "ঠাকুরঝিকে তোরা কেউ দেখেচিস্ রে?"

"না দিদি, সেই যে সকালে দেখেছিলুম।"

পত্নীর কান্নার শব্দে কুঞ্জনাথ কাঁচা ঘুম ভাঙিয়া, উঠিয়া বসিয়া বলিল, "সে কি কথা! কোথায় গেল তবে সে?"

ব্রজেশ্বরী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—"জানিনে; আমি ঘর দোর পুকুর বাগান সমস্ত খুঁজেচি, কোথাও দেখ্‌তে পাচ্চিনে।"

চোখের জল এবং পুকুরের উল্লেখে কুঞ্জ কাঁদিয়া উঠিল—"তবে সে আর নেই। মা'র গঞ্জনা সইতে না পেরে নিশ্চয় সে ডুবে মরেচে" বলিয়া ছুটিয়া বাহিরে যাইতেছিল, ব্রজেশ্বরী কোঁচার খুঁট ধরিয়া ফেলিয়া বলিল, "শোনো অমন করে যেয়ো না"—

"আমি কিছু শুন্‌তে চাইনে" বলিয়া একটান মারিয়া নিজেকে ছিনাইয়া লইয়া কুঞ্জ পাগলের মত দৌড়িয়া বাহির হইয়া গেল।

মিনিট দশেক পরে মেয়ে মানুষের মত উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে ফিরিয়া আসিয়া উঠানে দাঁড়াইয়া চেঁচাইয়া উঠিল—"মা আমার বোন্‌কে মেরে ফেলেচে—আর আমি থাক্‌ব না, আর এ বাড়ী ঢুক্‌ব না—ওরে কুসুম রে—"

তাহার শাশুড়ী কিছুই জানিত না, চীৎকারের শব্দে বাহিরে আসিয়া হতবুদ্ধি হইয়া গেল।

তাহাকে দেখিতে পাইয়াই কুঞ্জ সেইখানে উপুড় হইয়া পড়িয়া সজোরে মাথা খুঁড়িতে লাগিল—"ওই রাক্ষসীই আমার ছোট বোন্‌টিকে খেয়েছে—ওরে কেন মরতে আমি এখানে এসেছিলুম রে—ওরে আমার কি হ'লরে!"

ব্রজেশ্বরী কাছে আসিয়া তাহার হাত ধরিয়া টানিতেই সে তাহাকে ধাক্কা মারিয়া ফেলিয়া দিল—"দূরহ দূরহ! ছুঁস্‌নি আমাকে।"

ব্রজেশ্বরী উঠিয়া দাঁড়াইয়া এবার জোর করিয়া তাহাকে ঘরে লইয়া গিয়া বলিল, "শুধু কাঁদলে আর চেঁচালেই কি বোন্‌কে ফিরে পাবে? আমি বলচি, সে কক্ষণ ডুবে মরেনি।"

কুঞ্জ বিশ্বাস করিল না, এক ভাবে কাঁদিতে লাগিল। এই বোন্‌টিকে সে অনেক দুঃখে কষ্টে মানুষ করিয়াছে এবং যথার্থই তাহাকে প্রাণতুল্য ভালবাসিত। পূর্ব্বে অনেকবার কুসুম রাগ করিয়া জলে ডোবার ভয় দেখাইয়াছে—এখন, তাহার সমস্ত বুক ভরিয়া কোথাকার খানিকটা জল, এবং তাহার অভিমানিনী ছোট বোন্‌টির মৃত দেহ ভাসিয়া বেড়াইতে লাগিল।

ব্রজেশ্বরী সস্নেহে স্বামীর চোখ মুছাইয়া দিয়া কহিল, "তুমি স্থির হও—আমি নিশ্চয় বল্‌চি সে মরেনি।"

কুঞ্জ সজল চক্ষে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া রহিল।

তাহার স্ত্রী, আর একবার ভাল করিয়া আঁচল দিয়া চোক মুছাইয়া বলিল, "আমার নিশ্চয় বোধ হচ্ছে ঠাকুরঝি লুকিয়ে বাড়লে চলে গেছেন।"

কুঞ্জ অবিশ্বাস করিয়া মাথা নাড়িয়া বলিল, "না না সেখানে সে যাবে না। চরণকে ছাড়া তাদের কাউকে সে দেখ্‌তে পারত না।"

ব্রজেশ্বরী কহিল, "এটা তোমাদের পাহাড়-পর্ব্বত ভুল। আমি যেমন তোমাকে ভালবাসি, সেও তার স্বামীকে তেমনি ভালবাসে। সে যাইহোক্, চরণের জন্যেও ত সে যেতে পারে!"

"কিন্তু, সে ত বাড়লের পথ চেনে না?"

সেইটাই শুধু আমার ভয়, পাছে ভুল করে পৌঁছুতে দেরী হয়। কিংবা পথে আর কোন বিপদে পড়ে। নইলে, বাড়ল সাত সমুদ্র তের নদী পারে হলেও সে একদিন না একদিন জিজ্ঞেস করতে করতে গিয়ে উপস্থিত হবে। আমার কথা শোনো, তুমিও সেই পথ ধরে যাও। যদি পথে দেখা পাও, সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে তার স্বামীর হাতে তাকে সঁপে দিয়ে ফিরে এসো।"

'চল্‌লুম' বলিয়া কুঞ্জ উঠিয়া দাঁড়াইল।

আজ তাহার চক্‌চকে বিলাতি জুতা, বহুমূল্য রেশমের চাদর এবং গগনস্পর্শী বিরাট চাল্ শ্বশুরবাড়ীতেই পড়িয়া রহিল। পোড়ারমুখী কুসীর শোকে, জমিদার কুঞ্জনাথ বাবু ফেরীওয়ালা কুঞ্জবোষ্টমের সাজে খালি পায়ে, খালি গায়ে পাগলের মত দ্রুতপদে পথে বাহির হইয়া গেল।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

ছয় দিন হইল বৃন্দাবনের জননী স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। মৃত্যুর পর, কেহ কোন দিন এ অধিকার সুকৃতিবলে পাইয়া থাকিলে, তিনিও পাইয়াছেন তাহা নিঃসংশয়ে বলা যায়।

সে দিন তারিণী মুখুয্যের দুর্ব্যবহারে ও ঘোষাল মশায়ের শাস্ত্রজ্ঞান ও অভিসম্পাতে অতিশয় পীড়িত হইয়া বৃন্দাবন গ্রামের মধ্যে একটা আধুনিক ধরণের লোহার নলের কূপ প্রস্তুত করাইবার সঙ্কল্প করে। যাহার জল কোন উপায়েই কেহ দূষিত করিতে পারিবে না, এবং যৎসামান্য আয়াস স্বীকার করিয়া আহরণ করিয়া লইয়া গেলে সমস্ত গ্রামবাসীর অভাব মোচন করিয়া দুঃসময়ে বহুপরিমাণে মারিভয় নিবারণ করিতে সক্ষম হইবে; এম্‌নি একটা বড় রকমের কূপ, যত ব্যয়ই হোক, নির্ম্মাণ করাইবার অভিপ্রায়ে সে কলিকাতার কোন বিখ্যাত কল-কারখানার ফার্মে পত্র লিখিয়াছিল, কোম্পানি লোক পাঠাইয়া ছিলেন, জননীর মৃত্যুর দিন সকালে তাহারই সহিত বৃন্দাবন কথাবার্ত্তা ও চুক্তি-পত্র সম্পূর্ণ করিতেছিল। বেলা প্রায় দশটা, দাসী ত্রস্ত ব্যস্ত হইয়া বাহিরে আসিয়া কহিল, "দাদাবাবু, এত বেলা হয়ে গেল, মা কেন দোর খুলচেন না?"

বৃন্দাবন শঙ্কায় পরিপূর্ণ হইয়া প্রশ্ন করিল, "মা, কি এখনো শুয়ে আছেন?"

"হাঁ, দাদা, দোর ভেতর থেকে বন্ধ, ডেকেও সাড়া পাচ্চিনে।"

বৃন্দাবন ব্যাকুল হইয়া ছুটিয়া আসিয়া কপাটে পুনঃ পুনঃ করাঘাত করিয়া ডাকিল, "ওমা মাগো!"

কেহ সাড়া দিল না। বাড়ী শুদ্ধ সকলে মিলিয়া চেঁচাইতে লাগিল, তথাপি ভিতর হইতে শব্দ মাত্র আসিল না। তখন, লোহার সাবলের চাড় দিয়া রুদ্ধদ্বার মুক্ত করিয়া ফেলা মাত্রই, ভিতর হইতে একটা ভয়ঙ্কর দুর্গন্ধ, যেন, মুখের উপর সজোরে ধাক্কা মারিয়া সকলকে বিমুখ করিয়া ফেলিল। সে ধাক্কা বৃন্দাবন মুহূর্ত্তের মধ্যে সাম্‌লাইয়া লইয়া মুখ ফিরাইয়া ভিতরে চাহিল।

শয্যা শূন্য। মা, মাটীতে লুটাইতেছেন—মৃত্যু আসন্ন-প্রায়। ঘরময়, বিসূচিকার ভীষণ আক্রমণের সমস্ত চিহ্ন বিদ্যমান। যতক্ষণ, তাঁহার উঠিবার শক্তি ছিল, উঠিয়া বাহিরে আসিয়াছিলেন, অবশেষে অশক্ত, অসহায়, মেঝেয় পড়িয়া আর উঠিতে পারেন নাই। জীবনে কখনও কাহাকে বিন্দুমাত্র ক্লেশ দিতে চাহিতেন না, তাই, মৃত্যুর কবলে পড়িয়াও অত রাত্রে ডাকাডাকি করিয়া কাহারও ঘুম ভাঙাইতে লজ্জাবোধ করিয়াছিলেন। সারারাত্রি ধরিয়া তাঁহার কি ব্যাপার ঘটিয়াছে, তাহা কাহাকেও বলিবার অপেক্ষা রহিল না। মাতার, এমন অকস্মাৎ, এরূপ শোচনীয় মৃত্যু চোখে দেখিয়া সহ্য করা মানুষের সাধ্য নহে। বৃন্দাবনও পারিল না। তথাপি, নিজেকে সোজা রাখিবার জন্য একবার প্রাণপণ বলে চৌকাট চাপিয়া ধরিল, কিন্তু পরক্ষণেই সংজ্ঞা হারাইয়া জননীর পায়ের কাছে গড়াইয়া পড়িল। তাহাকে ধরাধরি করিয়া ঘরে আনা হইল; মিনিট কুড়ি পরে সচেতন হইয়া দেখিল, মুখের কাছে বসিয়া চরণ কাঁদিতেছে। বৃন্দাবন উঠিয়া

বসিল, এবং, ছেলের হাত ধরিয়া মৃতকল্প জননীর পদপ্রান্তে আসিয়া নিঃশব্দে উপবেশন করিল।

যে লোকটা ডাক্তার ডাকিতে গিয়াছিল, ফিরিয়া বলিল, "তিনি নেই।" কোথায় গেছেন, এ বেলা ফিরবেন না।"

মায়ের সম্পূর্ণ কণ্ঠরোধ হইয়াছিল, কিন্তু, জ্ঞান ছিল, পুত্র ও পৌত্রকে কাছে পাইয়া, তাঁহার জ্যোতিঃহীন দুই চক্ষের প্রান্ত বহিয়া তপ্ত অশ্রু ঝরিয়া পড়িল, ওষ্ঠাধর বারম্বার কাঁপাইয়া দাসদাসী প্রভৃতি সকলকেই আশীর্ব্বাদ করিলেন, তাহা কাহারো কাণে গেল না বটে, কিন্তু সকলেরই হৃদয়ে পৌঁছিল।

তখন তুলসী-মঞ্চমূলে শয্যা পাতিয়া তাঁহাকে শোয়ান হইল, কতক্ষণ গাছের পানে চাহিয়া রহিলেন, তার পর মলিন শ্রান্ত চক্ষুদুটি সংসারের শেষ নিদ্রায় ধীরে ধীরে মুদিত হইয়া গেল।

অতঃপর এই ছয়টা দিন-রাত বৃন্দাবনের কি করিয়া কাটিল, তাহা লিখিয়া জানাইবার নহে। শুধু, এই মাত্র বলা যায়, দিন-কাটার ভার ভগবানের হাতে, তাই কাটিয়াছে, তাহার নিজের হাতে থাকিলে কাটিত না।

কিন্তু চরণ আর খেলাও করে না, কথাও কহে না। বৃন্দাবন তাহাকে কত রকমের মূল্যবান খেলনা কিনিয়া দিয়াছিল,—নানাবিধ কলের গাড়ী, জাহাজ, ছবি দেওয়া পশুপক্ষী—যে সমস্ত লইয়া ইতিপূর্ব্বে সে নিয়তই ব্যস্ত থাকিত, এখন তাহা ঘরের কোণে পড়িয়া থাকে, সে হাত দিতেও চাহে না।

সে বিপদের দিনে এই শিশুর প্রতি লক্ষ্য করিবার কথাও কাহারো

মনে হয় নাই। তাহার ঠাকুরমাকে যখন, চাদর-চাপা দিয়া খাটে তুলিয়া বিকট হরিধ্বনি দিয়া লইয়া যায়, তখন সে তাহারই পাশে দাঁড়াইয়া ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়াছিল।

কেন ঠাকুরমা তাহাকে সঙ্গে লইলেন না, কেন গরুর গাড়ীর বদলে মানুষের কাঁধে অমন করিয়া মুড়িশুড়ি দিয়া নিঃশব্দে চলিয়া গেলেন, কেন ফিরিয়া আসিতেছেন না, কেন বাবা এত কাঁদেন, ইহাই সে যখন তখন আপন মনে চিন্তা করে। তাহার এই হতাশ বিহ্বল বিষণ্ণ মূর্ত্তি সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিল, করিল না শুধু তাহার পিতার। মায়ের আকস্মিক মৃত্যু বৃন্দাবনকে এমন আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছিল, যে, কোন দিকে মনোযোগ করিবার, বুদ্ধিপূর্ব্বক চাহিয়া দেখিবার বা চিন্তা করিবার শক্তি তাহার মধ্যেই ছিল না। তাহার উদাস উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টির সম্মুখে যাহাই আসিত, তাহাই ভাসিয়া যাইত, স্থির হইতে পাইত না।

এ কয়দিন প্রত্যহ সন্ধ্যার সময় তাহার শিক্ষক দুর্গাদাস বাবু আসিয়া বসিতেন, কত রকম করিয়া বুঝাইতেন, বৃন্দাবন চুপ করিয়া শুনিত বটে, কিন্তু, অন্তরের মধ্যে কিছু গ্রহণ করিতে পারিত না। কারণ এই একটা ভাব তাহাকে স্থায়িরূপে গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছিল, যে, অকস্মাৎ, অকূল সমুদ্রের মাঝখানে তাহার জাহাজের তলা যাঁসিয়া গিয়াছে, হাজার চেষ্টা করিলেও এ ভগ্নপোত কিছুতেই বন্দরে পৌছিবে না। শেষ-পরিণতি যাহার সমুদ্রগর্ভে, তাহার জন্য হাঁপাইয়া মরিয়া লাভ কি! এমন না হইলে তাহার অমন স্ত্রী জীবনের সূর্য্যোদয়েই চরণকে রাখিয়া অপসৃত হইত না, এমন অসময়ে

কুসুমেরও হয় ত দয়া হইত, এত নিষ্ঠুর হইয়া চরণকে পরিত্যাগ করিতে পারিত না। এবং সকলের উপর তাহার মা। এমন মা কে কবে পায়? তিনিও যেন স্বেচ্ছায় বিদায় হইয়া গেলেন,—যাবার সময় কথাটি পর্য্যন্ত কহিয়া গেলেন না। এমনি করিয়া তাহার বিপর্য্যস্ত মস্তিষ্কে বিধাতার ইচ্ছা যখন প্রত্যহ স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর হইয়া দেখা দিতে লাগিল, তখন, বাড়ীর পুরাতন দাসী আসিয়া কাঁদ কাঁদ হইয়া নালিশ করিল, "দাদা, শেষকালে ছেলেটাকেও কি হারাতে হবে? একবার তাকে তুমি কাছে ডাকোনা, আদর করনা, চেয়ে দেখ দেখি, কি রকম হয়ে গেছে!"

তাহার কথাগুলা লাঠির মত বৃন্দাবনের মাথায় পড়িয়া তন্দ্রার ঘোর ভাঙিয়া দিল, সে চমকিয়া উঠিয়া বলিল, "কি হয়েচে চরণের?"

দাসী অপ্রতিভ হইয়া বলিল, "বালাই, ষাট্! হয়নি কিছু—আয় বাবা চরণ, কাছে আয়—বাবা ডাক্‌চেন।"

অত্যন্ত সঙ্কুচিত ধীরপদে চরণ আড়াল হইতে সুমুখে আসিয়া দাঁড়াইতেই বৃন্দাবন ছুটিয়া গিয়া তাহাকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া সহসা কাঁদিয়া ফেলিল—"চরণ, তুইও কি যাবি নাকি রে!"

দাসী ধমক্ দিয়া উঠিল—"ছিঃ ওকি কথা দাদা?"

বৃন্দাবন লজ্জিত হইয়া চোখ মুছিয়া ফেলিয়া আজ অনেক দিনের পর একবার হাসিবার চেষ্টা করিল।

দাসী নিজের কাযে চলিয়া গেলে চরণ চুপি চুপি আবেদন করিল, "মার কাছে যাব বাবা।"

সে যে ঠাকুরমার কাছে যাইতে চাহে নাই, ইহাতেই বৃন্দাবন মনে

মনে ভারী আরাম বোধ করিল, আদর করিয়া বলিল, "তোর মা ত সে-বাড়ীতে নেই চরণ।"

"কখন্ আস্‌বেন তিনি?"

"সে ত' জানিনে বাবা। আচ্ছা, আজই আমি লোক পাঠিয়ে খবর নিচ্চি।"

চরণ খুসি হইল। সেই দিনই বৃন্দাবন অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া, চরণকে আসিয়া লইয়া যাইবার জন্য কেশবকে চিঠি লিখিয়া দিল। গ্রামের ভীষণ অবস্থাও সেই পত্রে লিখিয়া জানাইল।

মায়ের শ্রাদ্ধের আর দুইদিন বাকী আছে, সকালে বৃন্দাবন চণ্ডীমণ্ডপে কাযে ব্যস্ত ছিল, খবর পাইল, ভিতরে চরণের ভেদ-বমি হইতেছে। ছুটিয়া গিয়া দেখিল, সে নির্জ্জীবের মত বিছানায় শুইয়া পড়িয়াছে এবং তাহার ভেদবমির চেহারায় বিসূচিকা মূর্ত্তি ধরিয়া রহিয়াছে।

বৃন্দাবনের চোখের সুমুখে সমস্ত জগৎ নিবিড় অন্ধকারে ঢাকিয়া গেল, হাত পা দুমড়াইয়া ভাঙিয়া পড়িল, "একবার কেশবকে খবর দাও" বলিয়া সে সন্তানের শয্যার নীচে মড়ার মত শুইয়া পড়িল।

ঘণ্টাখানেক পরে গোপাল-ডাক্তারের বসিবার ঘরে বৃন্দাবন তাহার পা দুটো আকুলভাবে চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "দয়া করুন ডাক্তার বাবু, ছেলেটিকে বাঁচান! আমার অপরাধ যতই হয়ে থাক্, কিন্তু, সে নির্দ্দোষ। অতিশিশু, ডাক্তার বাবু—একবার পায়েরধূলো দিন্, একবার তাকে দেখুন! তার কষ্ট দেখ্‌লে আপনারও মায়া হবে।"

গোপাল বিকৃত মুখ নাড়া দিয়া বলিলেন, "তখন মনে ছিল না, তারিণী মুখুয্যে এই ডাক্তার বাবুরই মামা? ছোটলোক হয়ে পয়সার

জোরে ব্রাহ্মণকে অপমান! সে সময়ে মনে হয় নি, এই পা দুটোই মাথায় ধর্‌তে হবে!"

বৃন্দাবন কাঁদিয়া কহিল, "আপনি ব্রাহ্মণ, আপনার পা ছুঁয়ে বল্‌চি, তারিণী ঠাকুরকে আমি কিছুমাত্র অপমান করিনি। যা' তাঁকে নিষেধ করেছিলাম, সমস্ত গ্রামের ভালর জন্যই করেছিলাম। আপনি ডাক্তার, আপনি ত' জানেন, এ সময় খাবার জল নষ্ট করা কি ভয়ানক অন্যায়।"

গোপাল পা ছিনাইয়া লইয়া বলিলেন, "অন্যায় বই কি! মামা ভারী অন্যায় করেচে! আমি ডাক্তার, আমি জানিনে, তুমি দুর্গাদাসের কাছে দু'ছত্তর ইংরিজী পড়ে, আমাকে জ্ঞান দিতে এসেচ! অত বড় পুকুরে দু'খানা কাপড় কাচ্‌লে জল নষ্ট হয়! আমি কচি খোকা! এ আর কিছু নয় বাপু, এ শুধু টাকার গরম। ছোটলোকের টাকা হলে যা' হয় তাই। নইলে, বামুনের তুমি ঘাট বন্ধ কর্‌তে চাও? এত দর্প, এত অহঙ্কার; যাও—যাও—আমি তোমার বাড়ী মাড়াবনা।"

ছেলের জন্য বৃন্দাবনের বুক ফাটিয়া যাইতেছিল, পুনরায় ডাক্তারের পা জড়াইয়া ধরিয়া মিনতি করিতে লাগিল—"ঘাট মান্‌চি পায়ের ধুলো মাথায় নিচ্চি ডাক্তার বাবু, একবার চলুন! শিশুর প্রাণ বাঁচান। একশ টাকা দেব—দু'শ টাকা, পাঁচশ' টাকা—যা' চান্ দেব ডাক্তার বাবু, চলুন, —ওষুধ দিন।"

পাঁচ শ'টাকা!

গোপাল নরম হইয়া বলিলেন, "কি জান বাপু, তাহ'লে খুলে বলি। ওখানে গেলে আমাকে একঘরে হতে হবে। এই মাত্র তাঁরাও এসেছিলেন,—না বাপু, তারিণী মামা অনুমতি না দিলে

আমার সঙ্গে গ্রামের সমস্ত ব্রাহ্মণ আহারব্যবহার বন্ধ করে দেবে। নইলে, আমি ডাক্তার, আমার কি! টাকা নেব, ওষুধ দেব। কিন্তু, সেত হবার যো নেই। তোমার ওপর দয়া করতে গিয়া ছেলেমেয়ের বিয়ে-পৈতে দেব কি করে বাপু? কাল আমার মা মরলে গতি হবে তাঁর কি করে বাপু? তখন তোমাকে নিয়ে ত আমার কায চল্‌বে না। বরং, এক কায কর, ঘোষাল মশায়কে নিয়ে মামার কাছে যাও —তিনি প্রাচীন লোক, তাঁর কথা সবাই শোনে—হাতে পায়ে ধরগে—কি জান বৃন্দাবন, তাঁরা একবার বল্‌লেই আমি—আজকাল টাট্‌কা ভাল ভাল ওষুধ এনেচি—দিলেই সেরে যাবে।"

বৃন্দাবন বিহ্বল দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল, গোপাল ভরসা দিয়া পুনরপি কহিলেন, "ভয় নেই ছোক্‌রা, যাও দেরি কোরো না। আর দেখ বাপু, আমার টাকার কথাটা সেখানে বলে কায নেই—যাও ছুটে যাও।"

বৃন্দাবন ঊর্দ্ধশ্বাসে কাঁদিতে কাঁদিতে তারিণীর শ্রীচরণে আসিয়া পড়িল।

তারিণী লাথি মারিয়া পা ছাড়াইয়া লইয়া পিশাচের হাসি হাসিয়া কহিলেন, "সন্ধ্যে আহ্নিক না করে জলগ্রহণ করিনে। কেমন, ফল্‌ল কি না! নির্বংশ হলি কি না!"

বৃন্দাবনের কান্না শুনিয়া তারিণীর স্ত্রী ছুটিয়া আসিয়া নিজেও কাঁদিয়া ফেলিয়া স্বামীকে বলিলেন, "ছি ছি, এমন অধর্ম্মের কায কোরো না। যা' হবার হয়েচে—আহা শিশু, নাবালক—বলে দাও গোপালকে ওষুধ দিক্।"

তারিণী খিঁচাইয়া উঠিল—"তুই থাম্ মাগী! পুরুষ মানুষের কথায় কথা কোস্‌নে।"

তিনি থতমত খাইয়া বৃন্দাবনকে বলিলেন, "আমি আশীর্ব্বাদ কচ্চি বাবা, তোমার ছেলে ভাল হয়ে যাবে" বলিয়া চোখ মুছিতে মুছিতে ভিতরে চলিয়া গেলেন।

বৃন্দাবন পাগলের মত কাতরোক্তি করিতে লাগিল, তারিণীর হাতে পায়ে ধরিতে লাগিল, না, তবু না।

এই সময় শাস্ত্রজ্ঞ ঘোষাল মশায় পাশের বাড়ী হইতে খড়ম পায়ে দিয়া খট্ খট্ করিয়া আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সমস্ত শুনিয়া হৃষ্টচিত্তে বলিলেন, "শাস্ত্রে আছে, কুকুরকে প্রশ্রয় দিলে মাথায় ওঠে। ছোটলোককে শাসন না করিলে সমাজ উচ্ছন্ন যায়। এম্‌নি করেই কলিকালে ধর্ম্মকর্ম্ম, ব্রাহ্মণের সম্মান লোপ পাচ্চে—কেমন হে, তারিণী, সে দিন বলিনি তোমাকে, বেন্দাবোষ্টমের ভারী বাড় বেড়েচে। যখন, ও আমার কথা মান্‌লে না, তখনি জানি ওর উপর বিধি বাম! আর রক্ষে নেই! হাতে-হাতে ফল দেখ্‌লে তারিণী?"

তারিণী মনে মনে অপ্রসন্ন হইয়া কহিল, "আর আমি! সে দিন পুকুর পাড়ে দাঁড়িয়ে পৈতে হাতে করে বলেছিলাম, নির্ব্বংশ হ'। খুড়ো, আহ্নিক না করে জলগ্রহণ করিনে! এখনও চন্দ্র সূর্য্য উঠ্‌চে, এখনও জোয়ারভাঁটা খেল্‌চে!" বলিয়া ব্যাধ যেমন করিয়া তাহার স্ব-শরবিদ্ধ ভূপাতিত জন্তুটার মৃত্যুযন্ত্রণার প্রতি চাহিয়া, নিজের অব্যর্থ লক্ষ্যের আস্বাদন করিতে থাকে, তেমনি পরিতৃপ্ত দৃষ্টিতে চাহিয়া, তারিণী এই একমাত্র পুত্রশোকাহত হতভাগ্য পিতার অপরিসীম ব্যথা সগর্ব্বে উপভোগ করিতে লাগিল।

কিন্তু বৃন্দাবন উঠিয়া দাঁড়াইল। প্রাণের দায়ে সে অনেক

সাধিয়াছিল, অনেক বলিয়াছিল, আর একটি কথাও বলিল না। নিদারুণ অজ্ঞান ও অন্ধতম মূঢ়ত্বের অসহ্য অত্যাচার এতক্ষণে তাহার পুত্র-বিয়োগ বেদনাকেও অতিক্রম করিয়া তাহার আত্ম-সম্ভ্রমকে জাগাইয়া দিল। সমস্ত গ্রামের মঙ্গল-কামনার ফলে এই দুই স্বধর্ম্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণের কাহার গায়ত্রী ও সন্ধ্যা-আহ্নিকের তেজে সে নির্বংশ হইতে বসিয়াছে, এই বাক্‌বিতণ্ডার শেষ মীমাংসা না শুনিয়াই সে নিঃশব্দে ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল, এবং বেলা দশটার সময় নিরুদ্বিগ্ন শান্ত মুখে পীড়িত সন্তানের শয্যার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল।

কেশব তখন আগুন জ্বালিয়া চরণের হাতে পায়ে সেক দিতেছিল এবং তাহার নিদাঘতপ্ত মরুতৃষ্ণার সহিত প্রাণপণে যুঝিতেছিল। বৃন্দাবনের মুখে সমস্ত শুনিয়া সে উঃ—করিয়া সোজা খাড়া হইয়া উঠিল এবং একটা উড়ুনি কাঁধে ফেলিয়া বলিল, "কোল্‌কাতায় চল্লুম। যদি ডাক্তার পাই, সন্ধ্যা নাগাদ ফির্‌ব, না পাই, এই যাওয়াই শেষ যাওয়া। উঃ—এই ব্রাহ্মণই একদিন সমস্ত পৃথিবীর গর্ব্বের বস্তু ছিল—ভাবলেও বুক ফেটে যায় হে, বৃন্দাবন! চল্লুম, পারত, ছেলেটারে বাঁচিয়ে রেখো ভাই।" বলিয়া দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল।

কেশব চলিয়া গেলে, চরণ পিতাকে কাছে পাইয়া, 'মার কাছে যাব' বলিয়া ভয়ানক কান্না জুড়িয়া দিল। সে স্বভাবতঃ শান্ত, কোন দিনই জিদ্ করিতে জানিত না, কিন্তু, আজ তাহাকে ভুলাইয়া রাখা নিতান্ত কঠিন কায হইয়া উঠিল। ক্রমশঃ, বেলা যত পড়িয়া আসিতে লাগিল, রোগের যন্ত্রণা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, তৃষ্ণার হাহাকার

এবং মায়ের কাছে যাইবার উন্মত্ত চীৎকারে সে সমস্ত লোককে পাগল করিয়া তুলিল। এই চীৎকার বন্ধ হইল অপরাহ্ণে, যখন হাতে পায়ে পেটে খিল ধরিয়া কণ্ঠ রোধ হইয়া গেল।

চৈত্রের স্বল্প দিনমান শেষ হয়-হয়, এমন সময়ে কেশব ডাক্তার লইয়া বাড়ী ঢুকিল। ডাক্তার তাহারই সমবয়সী এবং বন্ধু; ঘরে ঢুকিয়া চরণের দিকে চাহিয়াই মুখ গম্ভীর করিয়া একধারে বসিলেন। কেশব, সভয়ে তাঁহার মুখপানে চাহিতেই তিনি কি বলিতে গিয়া বৃন্দাবনের প্রতি লক্ষ্য করিয়া থামিয়া গেলেন।

বৃন্দাবন তাহা দেখিল, শান্তভাবে কহিল, "হাঁ, আমিই বাপ বটে, কিন্তু, কিছুমাত্র সঙ্কোচের প্রয়োজন নেই, আপনার যা ইচ্ছা স্বচ্ছন্দে বলুন। যে বাপ, বারো ঘণ্টা কাল বিনা চিকিৎসায় একমাত্র সন্তানকে নিয়ে বসে থাক্‌তে পারে, তা'র সমস্ত সহ্য হয় ডাক্তার বাবু।"

পিতার এত বড় ধৈর্য্যে ডাক্তার মনে মনে স্তম্ভিত হইয়া গেল। তথাপি, ডাক্তার হইলেও সে মানুষ, যে কথা তাহার বলিবার ছিল, পিতার মুখের উপর উচ্চারণ করিতে পারিল না, মাথা হেঁট করিল।

বৃন্দাবন, বুঝিয়া কহিল, "কেশব, এখন আমি চল্লুম। পাশেই ঠাকুর ঘর, আবশ্যক হ'লে ডেকো। আর একটা কথা ভাই, শেষ হ'বার আগে খবর দিয়ো, আর একবার যেন দেখ্‌তে পাই" বলিয়া ঘর হইতে চলিয়া গেল।

বৃন্দাবন যখন ঠাকুর ঘরে প্রবেশ করিল, তখন ঘরের আলো ম্লান হইয়াছে। ডান দিকে চাহিয়া দেখিল, ঐখানে বসিয়া মা জপ করিতেন। হঠাৎ, সেদিনের কথা মনে পড়িয়া গেল। যেদিন তাহারা কুঞ্জনাথের

ঘরে নিমন্ত্রণ রাখিতে গিয়াছিল, মা যেদিন কুসুমকে বালা পরাইয়া দিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া আসিয়া ঐখানে চরণকে লইয়া বসিয়াছিলেন; আর সে আনন্দোন্মত্ত হৃদয়ের অসীম কৃতজ্ঞতা ঠাকুরের পায়ে নিবেদন করিয়া দিতে চুপি চুপি প্রবেশ করিয়াছিল। আর আজ, কি নিবেদন করিতে সে ঘরে ঢুকিয়াছে? বৃন্দাবন লুটাইয়া পড়িয়া বলিল, "পাশের ঘরেই আমার চরণ মরিতেছে। ভগবান, আমি সে নালিস জানাতে আসিনি, কিন্তু, পিতৃস্নেহ যদি তুমিই দিয়াছ, তবে, বাপের চোখের উপর, বিনা চিকিৎসায়, এমন নিষ্ঠুরভাবে তাহার একমাত্র সন্তানকে হত্যা করিলে কেন? সে পিতৃহৃদয়ে এতটুকু সান্ত্বনার পথ খুলিয়া রাখিলে না কি জন্য? তাহার স্মরণ হইল, বহু লোকের বহুবারকথিত সেই বহু পুরাতন কথাটা—সমস্তই মঙ্গলের নিমিত্ত! সে মনে মনে বলিল, যাহারা তোমাকে বিশ্বাস করে না, তাহাদের কথা তাহারাই জানে, কিন্তু, আমি ত নিশ্চয় জানি, তোমার ইচ্ছা ব্যতীত, গাছের একটি শুষ্ক পাতাও মাটীতে পড়ে না; তাই, আজ এই প্রার্থনা শুধু করি জগদীশ্বর, বুঝাইয়া দাও, কি মঙ্গল ইহার মধ্যে লুকাইয়া রাখিয়াছ? আমার এই, অতি ক্ষুদ্র, এক ফোঁটা চরণের মৃত্যুতে, এ সংসারে কাহার কি উপকার সাধিত হইবে? যদিও সে জানিত, জগতের সমস্ত ঘটনাই মানবের বুদ্ধির আয়ত্ত নহে, তথাপি, এই কথাটার উপর সে সমস্ত চিত্ত প্রাণপণে একাগ্র করিয়া পড়িয়া রহিল, কেন চরণ জন্মিল; কেনই বা এত বড় হইল, এবং কেনইবা তাহাকে একটি কায করিবারও অবসর না দিয়া ডাকিয়া লওয়া হইল!

কিছুক্ষণ পরে পুরোহিত রাত্রির কর্ত্তব্য সম্পন্ন করিতে ঘরে ঢুকিলেন।

তাঁহার পদশব্দে ধ্যান ভাঙিয়া যখন বৃন্দাবন উঠিয়া গেল, তখন তাহার উদ্দাম ঝঞ্ঝা শান্ত হইয়াছে। গগনে আলোর আভাস তখনো ফুটিয়া উঠে নাই বটে, কিন্তু, মেঘ-মুক্ত নির্ম্মল, স্বচ্ছ আকাশের তলে, ভবিষ্যৎ জীবনের অস্পষ্ট পথের রেখা চিনিতে পারিতেছিল।

বাহিরে আসিয়া সে প্রাঙ্গণের একধারে, দ্বারের অন্তরালে একটি মলিন স্ত্রী-মূর্ত্তি দেখিয়া কিছু বিস্মিত হইল। কে ওখানে অমন আঁধারে-আড়ালে বসিয়া আছে!

বৃন্দাবন কাছে সরিয়া আসিয়া এক মুহূর্ত্ত ঠাহর করিয়াই চিনিতে পারিল, সে কুসুম। তাহার জিহ্বাগ্রে ছুটিয়া আসিল "কুসুম, আমার ষোল আনা সুখ দেখিতে আসিলে কি?" কিন্তু বলিল না।

এই মাত্র সে নাকি তাহার চরণের শিশু আত্মার মঙ্গলোদ্দেশে নিজের সমস্ত সুখদুঃখ, মানঅভিমান বিসর্জ্জন দিয়া আসিয়াছিল, তাই, হীন প্রতিহিংসা সাধিয়া মৃত্যু শয্যাশায়ী সন্তানের অকল্যাণ করিতে ইচ্ছা করিল না বরং, করুণ কণ্ঠে বলিল, "আর একটু আগে এলে চরণের বড় সাধ পূর্ণ হ'ত। আজ সমস্ত দিন, যত যন্ত্রণা পেয়েচে, ততই সে তোমার কাছে যাবার জন্য কেঁদেচে—কি ভালই তোমাকে সে বেসে ছিল! কিন্তু, এখন আর জ্ঞান নেই—এসো আমার সঙ্গে।"

কুসুম নিঃশব্দে স্বামীর অনুসরণ করিল।—দ্বারের কাছে আসিয়া বৃন্দাবন হাত দিয়া চরণের অন্তিম শয্যা দেখাইয়া দিয়া কহিল—"ঐ চরণ শুয়ে আছে—যাও, নাও গে। কেশব, ইনি চরণের মা।" বলিয়া ধীরে ধীরে অন্যত্র চলিয়া গেল।

পরদিন সকাল বেলা কেহই যখন কুসুমের সুমুখে গিয়া ওকথা বলিতে

সাহস করিল না, কুঞ্জনাথ পর্য্যন্ত ভয়ে পিছাইয়া গেল, তখন বৃন্দাবন ধীরে ধীরে কাছে আসিয়া বলিল, "ওর মৃতদেহটা ধরে রেখে আর লাভ কি, ছেড়ে দাও ওরা নিয়ে যাক্।"

কুসুম মুখ তুলিয়া বলিল, "ওঁদের আস্তে বল, আমি নিজেই তুলে দিচ্ছি।"

তারপর সে যেরূপ অবিচলিত দৃঢ়তার সহিত চরণের মৃতদেহ শ্মশানে পাঠাইয়া দিল, দেখিয়া বৃন্দাবনও মনে মনে ভয় পাইল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

চরণের ক্ষুদ্র দেহ পুড়িয়া ছাই হইতে বিলম্ব হইল না। কেশব সেই দিকে চাহিয়া চাহিয়া সহসা ভয়ঙ্কর দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল—"সমস্ত মিছে কথা। যা'রা কথায় কথায় বলে—ভগবান যা' করেন মঙ্গলের জন্য, তারা শয়তান, হারামজাদা, জোচ্চোর!"

বৃন্দাবন দুই হাঁটুর মধ্যে মুখ ঢাকিয়া অদূরে স্তব্ধ হইয়া বসিয়াছিল, ঘোর রক্তবর্ণ শ্রান্ত দুই চোখ তুলিয়া ক্ষণকাল চাহিয়া দেখিয়া কহিল, "শ্মশানে রাগ করতে নেই কেশব।"

প্রত্যুত্তরে কেশব উঃ—বলিয়া চুপ করিল।

ফিরিয়া আসিবার পথে বাগ্দীদের দুই তিনটি ছেলেমেয়ে গাছতলায় খেলা করিতেছিল, বৃন্দাবন থমকিয়া দাঁড়াইয়া একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল। শিশুরা খেলার ছলে আর একটা গাছতলায় যখন ছুটিয়া চলিয়া গেল, বৃন্দাবন নিঃশ্বাস ফেলিয়া বন্ধুর মুখ পানে চাহিয়া বলিল, "কেশব, কাল থেকে অহর্নিশি যে প্রশ্ন আমার মনের মধ্যে উঠেচে, এখন বোধ করি তার জবাব পেলাম—সংসারে একছেলে মরারও প্রয়োজন আছে।"

কেশব এইমাত্র গালাগালি করিতেছিল, অকস্মাৎ এই অদ্ভুত সিদ্ধান্ত শুনিয়া অবাক্ হইয়া রহিল।

বৃন্দাবন কহিল, "তোমার ছেলে নেই, তুমি হাজার চেষ্টা করলেও আমার জ্বালা বুঝবে না—বোঝা অসম্ভব। এ এমন জ্বালা যে, মহা শত্রুর জন্যও কেহ কামনা করে না। কিন্তু এরও দাম আছে, কেশব,

এখন যেন টের পাচ্চি, খুব বড় রকমের দামই আছে। তাই বোধ হয় ভগবান এরও ব্যবস্থা করেছেন।"

কেশব তেমনি নিরুত্তর মুখে চাহিয়া রহিল, বৃন্দাবন বলিতে লাগিল—"এই জ্বালা আমার জুড়িয়ে যাচ্ছিল ওই শিশুদের পানে চেয়ে। আজ আমি সকলের মুখেই চরণের মুখ দেখ্‌চি, সব শিশুকেই বুকে টেনে নিতে ইচ্ছে হচ্চে—চরণ বেঁচে থাক্‌তে ত একটা দিনও এমন হয়নি!"

কেশব অবনত মুখে শুনিতে শুনিতে চলিতে লাগিল। পাঠশালার পোড়ো বনমালী ও তাহার ছোট ভাই, জলপান ও জল লইয়া যাইতেছিল, বৃন্দাবন ডাকিয়া বলিল, "বনমালী, কোথায় যাচ্চিস্‌রে?"

"বাবাকে জলপান দিতে মাঠে যাচ্চি পণ্ডিত মশাই।"

"আমার কাছে একবার আয় তোরা" বলিয়া নিজেই দুই হাত বাড়াইয়া দিয়া উভয়কেই এক সঙ্গে বুকের উপর টানিয়া লইয়া পরম স্নেহে তাহাদের মুখের পানে চাহিয়া বলিল "আঃ—বুক জুড়িয়ে গেলরে বনমালী! কেশব, কাল বড় ভয় হয়েছিল, ভাই, চরণকে বুঝি সত্যিই হারালাম। না, আর ভয় নেই, আর তাকে হারাতে হবে না,—এদের ভেতরেই চরণ আমার মিশিয়ে আছে, এদের ভিতর থেকেই একদিন তাকে ফিরে পাবো।"

কেশব সভয়ে এদিকে ওদিকে চাহিয়া বলিল, "ছেড়ে দাও হে বৃন্দাবন, ওদের মা কি কেউ দেখ্‌তে পেলে ভারী রাগ কর্‌বে।"

"ওঃ তা' বটে। আমি চরণকে পুড়িয়ে আস্‌চি যে!" বলিয়া ছাড়িয়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

বনমালী, পণ্ডিত মশায়ের ব্যবহারে লজ্জায় জড়সড় হইয়া পড়িয়াছিল, ছাড়া পাইয়া ভাইকে লইয়া দ্রুতপদে অদৃশ্য হইয়া গেল।

পণ্ডিতমশাই সেইখানে পথের উপর হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া উর্দ্ধমুখে হাতজোড় করিয়া বলিল, "জগদীশ্বর! চরণকে নিয়েচ, কিন্তু আমার চোখের এই দৃষ্টিটুকু যেন কেড়ে নিয়োনা। আজ যেমন দেখ্‌তে দিলে, এম্‌নি যেন চিরদিন সকল শিশুর মুখেই আমরা চরণের মুখ দেখ্‌তে পাই। এম্‌নি বুকে নেবার জন্যে যেন, চিরদিন দু'হাত বাড়িয়ে এগিয়ে যেতে পারি! কেশব, শ্মশানে দাঁড়িয়ে যাঁদের গাল দিচ্ছিলে, তাঁরা সকলেই হয়ত জোচ্চোর ন'ন।"

কেশব হাত ধরিয়া বলিল, "বাড়ী চল।"

'চল' বলিয়া বৃন্দাবন অতি সহজেই উঠিয়া দাঁড়াইল। দুই এক পা অগ্রসর হইয়া বলিল, "আজ আমার বাচালতা মাপ কোরো ভাই। কেশব, মনের ওপর বড় গুরুভার চেপেছিল, এ শাস্তি আমার কেন? জ্ঞানতঃ এমন কিছু গোহত্যা ব্রহ্মহত্যা করিনি যে, ভগবান এত বড় দণ্ড আমাকে দিলেন, আমার—"

কথাটা সম্পূর্ণ না হইতেই কেশব উদ্ধত ভাবে গর্জ্জিয়া উঠিল,—"জিজ্ঞেসা করগে ওই হারামজাদা বুড়ো ঘোষালকে, —সে বল্‌বে তার জপতপের তেজে; জিজ্ঞেসা করগে আর এক জোচ্চোরকে, সে বল্‌বে পূর্ব্ব জন্মের পাপে—উঃ—এই দেশের ব্রাহ্মণ!"

বৃন্দাবন ধীর ভাবে বলিল, "কেশব, গোখরো সাপের খোলোষকেও লাঠির আঘাত করে লাভ নেই, পচা ঘোলের দুর্গন্ধের অপবাদ দুধের

ওপর আরোপ করাও ভুল। অজ্ঞান ব্রাহ্মণকেও কোথায় ঠেলে নিয়ে গেছে, তাই বরং ত্থাখো।

কেশব সেই সব কথা স্মরণ করিয়া ক্রোধে ক্ষোভে অন্তরে পুড়িয়া যাইতেছিল, যা মুখে আসিল বলিল, "তবে, এত বড় দণ্ড কেন ?" .

বৃন্দাবন কহিল, "দণ্ড ত নয়। সেই কথাই তোমাকে বলছিলুম কেশব, যখন কোন পাপের কথাই মনে পড়ে না, তখন এ আমার পাপের শাস্তি স্বীকার করে, নিজেকে ছোট করে দেখ্‌তে আমি চাইনে। এ জীবনের স্মরণ হয় না, গত জীবনের ঘাড়েও নিরর্থক অপরাধ চাপিয়ে দিলে আত্মার অপমান করা হয়। সুতরাং আমার এ পাপের ফল নয়, অপরাধের শাস্তি নয়—এ আমার গুরু-গৃহ-বাসের গৌরবের ক্লেশ। কোন বড় জিনিসই বিনা দুঃখে মেলে না, কেশব আজ আমার চরণের মৃত্যুতে যে শিক্ষা লাভ হ'ল, তত বড় শিক্ষা, পুত্র-শোকের মত মহৎ দুঃখ ছাড়া কিছুতেই মেলে না। বুক চিরে দেখাবার হলে তোমাকে দেখাতাম, আজ পৃথিবীর যেখানে যত ছেলে আছে, তাদের সবাইকে আমার চরণ তার নিজের যায়গাটি ছেড়ে দিয়ে গেছে। তুমি ব্রাহ্মণ, আজ আমাকে শুধু এই আশীর্ব্বাদ কর, আজ যা' পেয়েছি, তাকে যেন না হারিয়ে ফেলে সব নষ্ট করে বসি।"

বৃন্দাবনের কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল, দুই বন্ধু মুখোমুখি দাঁড়াইয়া ঝর ঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

সেদিন বৃন্দাবন একটি মাত্র কূপ প্রস্তুত করাইবার সঙ্কল্প করিয়াছিল, কিন্তু দেখা গেল একটিই যথেষ্ট নহে। গ্রামের পূর্ব্ব দিকেই অধিকাংশ দুঃখী লোকের বাস, এ পাড়ায় আর একটা বড় রকমের কূপ প্রস্তুত না

করিলে জলকষ্ট এবং ব্যাধি পীড়া নিবারিত হইবে না। তাই কেশব ফার্মের সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া সম্বাদ লইয়া আসিল, যে যথেষ্ট অর্থ ব্যয় করিলে এমন কূপ নির্ম্মাণ করা যাইতে পারে, যাহাতে শুধু একটা গ্রামের নয়, পাঁচ সাতটা গ্রামেরও দুঃখ দূর করা যাইতে পারে; উপরন্তু অসময়ে যথেষ্ট পরিমাণে চাষ-আবাদেরও সাহায্য চলিতে পারিবে।

বৃন্দাবন খুসী হইয়া সম্মত হইল, এবং সেই উদ্দেশ্যে শ্রাদ্ধের দিন, দেবত্তর সম্পত্তি ব্যতীত সমুদয় সম্পত্তি রেজেষ্ট্রী করিয়া কেশবের হাতে তুলিয়া দিয়া বলিল, "কেশব এইটি কোরো ভাই, বিষাক্ত জল খেয়ে আমার চরণের বন্ধুবান্ধবেরা যেন আর না মরে। আর আমার সকল সম্পত্তির বড় সম্পত্তি এই পাঠশালা। এর ভারও যখন নিলে, তখন আর আমার কোন চিন্তা নাই। যদি কোন দিন এদিকে ফিরে আসি, যেন দেখ্‌তে পাই আমার পাঠশালার একটি ছাত্রও মানুষ হয়েচে। আমি সেই দিনে শুধু চরণের দুঃখ ভুল্‌ব।"

দুর্গাদাস বাবু এ কয়দিন সর্ব্বদাই উপস্থিত থাকিতেন, নিরতিশয় ক্ষুব্ধ হইয়া বলিলেন, "বৃন্দাবন, তোমাকে সান্ত্বনা দেবার কথা খুঁজে পাইনে বাবা, কিন্তু দুঃখ যত বড়ই হোক্, সহ্য করাই ত মনুষ্যত্ব। অক্ষম অপারগ হয়ে সংসার ত্যাগ করা কখনই ভগবানের অভিপ্রায় নয়।"

বৃন্দাবন মুখ তুলিয়া মৃদু কণ্ঠে কহিল, "সংসার ত্যাগ করার কোন সংকল্পই ত আমার নেই, মাষ্টার মশাই! বরং সেত একেবারে অসম্ভব। ছেলেদের মুখ না দেখতে পেলে আমি একটা দিনও বাঁচব না। আপনার দয়ায় আমি পণ্ডিতমশাই বলে সকলের কাছে পরিচিত, আমার এ সম্মান

আমি কিছুতেই হাতছাড়া করব না, আবার কোথাও গিয়ে এই ব্যবসাই আরম্ভ করে দেব।

দুর্গাদাস বাবু বলিলেন, "কিন্তু তোমার সর্ব্বস্ব ত' জলকষ্ট মোচনের জন্য দান করে গেলে, তোমাদের ভরণপোষণ হবে কি করে ?"

বৃন্দাবন সলজ্জ হাস্যে দেয়ালে টাঙানো ভিক্ষার ঝুলি দেখাইয়া বলিল, "বৈষ্ণবের ছেলের কোথাও মুষ্টি ভিক্ষার অভাব হবে না মাষ্টারমশাই, এইতেই আমার বাকি দিন গুলো স্বচ্ছন্দে কেটে যাবে। তা' ছাড়া সম্পত্তি আমার চরণের, আমি, তারই সঙ্গীসাথাদের জন্য দিয়ে গেলাম।"

দুর্গাদাস ব্রাহ্মণ এবং প্রবীণ হইলেও শ্রাদ্ধের দিন উপস্থিত থাকিয়া সমস্ত তত্ত্বাবধান করিয়াছিলেন, তাই তিনিও কুসুমের যথার্থ পরিচয় জানিতে পারিয়াছিলেন। এখন তাহাই স্মরণ করিয়া বলিলেন, "সেটা ভাল হবে না বাবা তোমার কথা স্বতন্ত্র, কিন্তু বৌমার পক্ষে সেটা বড় লজ্জার কথা। এমন হতেই পারে না বৃন্দাবন!"

বৃন্দাবন মুখ নীচু করিয়া কহিল, "তিনি তাঁর ভায়ের কাছেই যাবেন।"

দুর্গাদাস বৃন্দাবনকে ছেলের মত স্নেহ করিতেন, তাহার বিপদে এবং সর্ব্বোপরি এই গৃহত্যাগের সংকল্পে যৎপরোনাস্তি ক্ষুব্ধ হইয়া, নিবৃত্ত করিবার শেষ চেষ্টা করিয়া বলিলেন, "বৃন্দাবন জন্মভূমি ত্যাগ করিবার আবশ্যকতা কি ? এখানে বাস করেও ত পূর্ব্বের মত সমস্ত হতে পারে।"

বৃন্দাবনের চোখ ছল্ ছল্ করিয়া উঠিল, বলিল "ভিক্ষা ছাড়া আমার আর উপায় নেই, কিন্তু সে আমি এখানে পারব না। তা' ছাড়া এ বাড়ীতে যে দিকেই চোক পড়চে সেই দিকেই তার ছোট হাত

দুখানির চিহ্ন দেখতে পাচ্চি। আমাকে ক্ষমা করুন, মাষ্টারমশাই, আমি মানুষ, মানুষের মাথা এ গুরুভারে গুঁড়া হয়ে যাবে।"

দুর্গাদাস বিমর্ষ মুখে মৌন হইয়া রহিলেন।

যে ডাক্তার চরণের শেষ চিকিৎসা করিয়াছিলেন, সে দিনের মর্ম্মান্তিক ঘটনা তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছিল। ইহার শেষ দেখিবার কৌতূহল ও বৃন্দাবনের প্রতি অদম্য আকর্ষণ তাঁহাকে সেই দিন সকালে বিনা আহ্বানে আবার কলিকাতা হইতে টানিয়া আনিয়াছিল। এতক্ষণ তিনি নিঃশব্দে সমস্ত শুনিতেছিলেন; বৃন্দাবনের এতটা বৈরাগ্যের হেতু কোনমতে বুঝা যায়, কিন্তু কেশব কিসের জন্য সমস্ত উন্নতি জলাঞ্জলি দিয়া এই অতি তুচ্ছ পাঠশালার ভার স্বেচ্ছায় গ্রহণ করিতেছে, ইহাই বুঝিতে না পারিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া বন্ধুকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, "কেশব সত্যই কি তুমি এমন উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ বিসর্জ্জন দিয়ে এই পাঠশালা নিয়ে সারা জীবন থাকবে?"

কেশব সংক্ষেপে কহিল, "শিক্ষা দেওয়াইত আমার ব্যবসা।"

ডাক্তার ঈষৎ উত্তেজিত হইয়া বলিলেন, "তা' জানি, কিন্তু, কলেজের প্রফেসারি এবং এই পাঠশালার পণ্ডিতি কি এক? এতে কি উন্নতি আশা কর শুনি?"

কেশব সহজ ভাবে বলিল, "সমস্তই। টাকা-রোজগার—আর উন্নতি এক নয় অবিনাশ।"

"নয় মানি। কিন্তু, এমন গ্রামে বাস করলেও যে মহাপাতক হয়—উঃ—মনে হলেও গা শিউরে ওঠে হে।"

বৃন্দাবন হাসিল; এবং কেশবের জবাব দিবার পূর্ব্বেই কহিল, "সে

কি শুধু গ্রামেরই অপরাধ ডাক্তার বাবু, আপনাদের নয়? আজ আমার দুর্দ্দশা দেখে শিউরে উঠেছেন, এম্‌নি দুর্দ্দশায় প্রতি বৎসর কত শিশু, কত নরনারী হত্যা হয়, সে কি কারো কোন দিন চোখে পড়ে? আপনারা সবাই আমাদের এমন নির্ম্মম ভাবে ত্যাগ করে চলে না গেলে, আমরা ত এত নিরুপায় হয়ে মরি না! রাগ করবেন না ডাক্তার বাবু, কিন্তু, যারা আপনাদের মুখের অন্ন পরণের বসন যোগায়, সেই হতভাগা দরিদ্রের এই সব গ্রামেই বাস। তা' দিগকেই দুপায়ে মাড়িয়ে, থেঁৎলে থেঁৎলে আপনাদের ওপরে ওঠবার সিঁড়ি তৈরি হয়। সেই উন্নতির পথ থেকে কেশব এম. এ. পাশ করেও স্বেচ্ছায় মুখ ফিরে দাঁড়িয়েচে।"

কেশব, আনন্দে উৎসাহে সহসা বৃন্দাবনকে আলিঙ্গন করিয়া বলিয়া উঠিল, "বৃন্দাবন মানুষ হবার কত বড় সুযোগই না আমাকে দিয়ে গেলে! দশ বছর পরে একবার দয়া করে ফিরে এসো, দেখে যেয়ো, তোমার জন্ম-ভূমিতে লক্ষ্মী-সরস্বতীর প্রতিষ্ঠা হয়েছে কি, না!"

দুর্গাদাস ও অবিনাশ ডাক্তার উভয়েই এই দুটি বন্ধুর মুখের দিকে শ্রদ্ধায়, বিস্ময়ে পরিপূর্ণ হইয়া চাহিয়া রহিল।

পরদিন বৃন্দাবন ভিক্ষার ঝুলিমাত্র সম্বল করিয়া বাড়ল ত্যাগ করিয়া যাইবে; এবং ঘুরিতে ঘুরিতে যে কোন স্থানে নিজের কর্ম্ম-ক্ষেত্র নির্ব্বাচিত করিয়া লইবে। কেশব তাহাকে তাদের গ্রামের বাড়ীতে গিয়া কিছুকাল অবস্থান করিতে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিয়াছিল, কিন্তু বৃন্দাবন সম্মত হয় নাই। কারণ, সুখ দুঃখ সুবিধা অসুবিধাকে সে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিতে চাহে।

যাত্রার উদ্যোগ করিয়া সে দেবসেবার ভার পুরোহিত ও কেশবের

উপর দিয়া, দাসদাসী প্রভৃতি সকলের কথাই চিন্তা করিয়াছিল। মায়ের সিন্দুকের সঞ্চিত অর্থ তাহাদিগকে দিয়া বিদায় করিয়াছিল।

শুধু, কুসুমের কথাই চিন্তা করিয়া দেখে নাই। প্রবৃত্তিও হয় নাই, আবশ্যক বিবেচনাও করে নাই। যে দিন সে চরণকে আশ্রয় দেয় নাই, সেই দিন হইতে তাহার প্রতি একটা বিতৃষ্ণার ভাব জমিয়া উঠিতেছিল, সেই বিতৃষ্ণা তাহার মৃত্যুর পরে অনিচ্ছা সত্ত্বেও বিদ্বেষে রূপান্তরিত হইয়া উঠিয়াছিল। তাই, কেন কুসুম আসিয়াছে, কি করিয়া আসিয়াছে, কি জন্য আছে, এ সম্বন্ধে কিছুমাত্র খোঁজ লয় নাই। এবং না লইয়াই নিজের মনে ভাবিয়া রাখিয়াছিল, আপনি আসিয়াছে, শ্রাদ্ধ শেষ হইয়া গেলে আপনিই চলিয়া যাইবে। সে আসার পরে, যদিও, কার্য্যোপলক্ষ্যে বাধ্য হইয়া কয়েক বার কথা কহিয়াছিল, কিন্তু তাহার মুখের পানে সে দিন সকালে ছাড়া আর চাহিয়া দেখে নাই। ওদিকে কুসুমও তাহার সহিত দেখা করিবার বা কথা কহিবার লেশমাত্র চেষ্টা করে নাই।

এমনি করিয়া এ কয়টা দিন কাটিয়াছে, কিন্তু, আর ত সময় না ; তাই আজ বৃন্দাবন একজন দাসীকে ডাকিয়া, সে কবে যাইবে জানিতে পাঠাইয়া, বাহিরে অপেক্ষা করিয়া রহিল।

দাসী তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া আসিয়া জানাইল, এখন তিনি যাবেন না।

বৃন্দাবন বিস্মিত হইয়া কহিল, "এখানে আর ত থাক্‌বার যো নেই, সে কথা বলে দিলেনা কেন ?"

দাসী কহিল, "বউমা নিজেই সমস্ত জানেন।"

বৃন্দাবন বিরক্ত হইয়া বলিল, "তবে জেনে এসো, সে কি একলাই থাক্‌বে ?"

দাসী এক মিনিটের মধ্যে জানিয়া আসিয়া কহিল, হাঁ।

বৃন্দাবন তখন নিজেই ভিতরে আসিল। ঘরের কপাট বন্ধ ছিল, হঠাৎ ঢুকিতে সাহস করিল না, ঈষৎ ঠেলিয়া ভিতরে চাহিয়াই তাহার সর্ব্বাঙ্গে কাঁটা দিয়া উঠিল। দগ্ধগৃহের পোড়া-প্রাচীরের মত কুসুম এই দিকে মুখ করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল—চোখে তাহার উৎকট, ক্ষিপ্ত চাহনি। আত্মগ্লানি ও পুত্রশোক, কতশীঘ্র মানুষকে কি করিয়া ফেলিতে পারে, বৃন্দাবন এই তাহা প্রথম দেখিয়া সভয়ে পিছাইয়া দাঁড়াইল।

অসাবধানে কপাটের কড়া নড়িয়া উঠিতেই কুসুম চাহিয়া দেখিল, এবং সরিয়া আসিয়া দ্বার খুলিয়া দিয়া বলিল, "ভেতরে এসো।"

বৃন্দাবন ভিতরে আসিতেই সে দ্বার অর্গলরুদ্ধ করিয়া দিয়া সুমুখে আসিয়া দাঁড়াইল। হয়ত, সে প্রকৃতিস্থ নয়, উন্মত্তনারী কি কাণ্ড করিবে সন্দেহ করিয়া বৃন্দাবনের বুক কাঁপিয়া উঠিল।

কিন্তু, কুসুম অসম্ভব কাণ্ড কিছুই করিল না, গলায় আঁচল দিয়া, উপুড় হইয়া পড়িয়া, স্বামীর দুই পায়ের মধ্যে মুখ ঢাকিয়া স্থির হইয়া পড়িয়া রহিল।

বৃন্দাবন, ভয়ে নড়িতে চড়িতে সাহস করিল না, কাঠের মত দাঁড়াইয়া রহিল।

কুসুম বহুক্ষণ ধরিয়া ওই দুটি পায়ের ভিতর হইতে যেন শক্তি সংগ্রহ করিতে লাগিল, বহুক্ষণ পরে উঠিয়া বসিয়া মুখপানে চাহিয়া বড় করুণ কণ্ঠে বলিল, "সবাই বলে তুমি সইতে পেরেচ, কিন্তু আমার বুকের ভেতর দিবানিশি হুহু করে জ্বলে যাচ্চে, আমি বাঁচব কি করে? তোমাকে রেখে আমি মরবই বা কি করে?"

দু'জনের এক জ্বালা। বৃন্দাবনের বিদ্বেষ বহ্নি নিবিয়া গেল, সে হাত ধরিয়া তুলিয়া বলিল, "কুসুম, আমি যাতে শান্তি পেয়েছি, তুমিও তাতে পাবে—সে ছাড়া আর পথ নেই।"

কুসুম চুপ করিয়া চাহিয়া রহিল, বৃন্দাবন বলিতে লাগিল, "চরণকে যে তুমি কত ভালবাস্তে তা আমি জানি কুসুম। তাই তোমাকেও এ পথে ডাক্‌ছি। সে তোমার মরেনি, হারায়নি, শুধু লুকিয়ে আছে—একবার ভাল করে চেয়ে দেখ্‌তে শিখ্‌লেই দেখ্‌তে পাবে, যেখানে যত ছেলেমেয়ে আছে, আমাদের চরণও তাদের সঙ্গে আছে।"

এতক্ষণে কুসুমের চোখ দিয়া জল গড়াইয়া, পড়িল, সে আর একবার নত হইয়া স্বামীর পায়ে মুখ রাখিল। ক্ষণকাল পরে মুখ তুলিয়া বলিল, "আমি তোমার সঙ্গে যাব।"

বৃন্দাবন সভয়ে বলিল, "আমার সঙ্গে? সে অসম্ভব।"

"খুব সম্ভব। আমি যাইব।"

বৃন্দাবন উৎকণ্ঠিত হইয়া বলিল, "কি করে যাবে কুসুম, আমি তোমাকে প্রতিপালন করব কি করে? আমি নিজের জন্য ভিক্ষে করতে পারি, কিন্তু তোমার জন্যেত পারিনে! তা'ছাড়া তুমি হাঁট্‌বে কি করে?"

কুসুম অবিচলিত স্বরে কহিল, "আমিও খুব হাঁট্‌তে পারি—হেঁটেই এসেচি। তা'ছাড়া ভিক্ষে করতে তোমাকে আমি দেব না, তা সে আমার জন্যই হোক, আর তোমার নিজের জন্যই হোক। তুমি শুধু তোমার কায করে যেয়ো, আমি উপায় করতেও জানি, সংসার চালাতেও জানি, দাদার সংসার এতদিন আমিই চালিয়ে এসেছি।"

বৃন্দাবন ভাবিতে লাগিল, কুসুম বলিল, "ভাবনা মিছে। আমি যাইব। অবহেলায় ছেলে হারিয়েছি, স্বামী হারাতে আর চাইনে।"

বৃন্দাবন আরও ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া প্রশ্ন করিল, "চরণ আমার যে মন্ত্রে আমাকে দীক্ষিত করে গেছে, পারবে সেই মন্ত্রে নিজেকে দীক্ষিত করতে?"

কুসুম শান্ত দৃঢ় কণ্ঠে বলিল,—"পার্‌ব।"

"তবে চল" বলিয়া বৃন্দাবন সম্মতি জানাইল এবং আর একবার কেশবের উপর সমস্ত ভার তুলিয়া দিয়া সেই রাত্রেই স্ত্রীকে সঙ্গে করিয়া বাড়ল ত্যাগ করিয়া গেল।